বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম

বাণিজ্য মন্ত্রণালয় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়। সরকারি কার্যপ্রণালী বিধিতে বাণিজ্য এবং বাণিজ্যের সাথে সম্পর্কিত ৩১ ধরণের কাজকে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের আওতাভুক্ত করা হয়েছে। এ কাজগুলো মূলতঃ অভ্যন্তরীণ ব্যবসা-বাণিজ্য চলমান রাখা এবং সম্প্রসারণে সহায়তা, আমদানি বাণিজ্যকে নিয়ন্ত্রণ করা, দ্রব্যমূল্য পরিস্থিতি স্বাভাবিক ও সহনীয় পর্যায়ে রাখা, পণ্য ও সেবা রপ্তানির বাজার সম্প্রসারণ, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে যোগাযোগ ও রপ্তানির স্বার্থে দরকষাকষি করা, ব্যবসা সংক্রান্ত দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক চুক্তি সম্পাদন, পণ্যের ট্যারিফ নির্ধারণ, বাণিজ্য সংক্রান্ত গবেষণা কার্যক্রম, তথ্য-উপাত্ত সংরক্ষণ, বিসিএস (ট্রেড) ক্যাডার কর্মকর্তাদের প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি। *বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এসব কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য যথাযথ নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করে থাকে। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় নিম্নোক্ত ৪টি অনুবিভাগ এবং ৪টি সেলের মাধ্যমে কার্য সম্পাদন করে থাকে।*

ক.	প্রশাসন অনুবিভাগ	খ.	রপ্তানি অনুবিভাগ
গ.	আমদানি ও অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য (আইআইটি) অনুবিভাগ	ঘ.	বৈদেশিক বাণিজ্য চুক্তি (এফটিএ) অনুবিভাগ
ঙ.	বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (ডব্লিউটিও) সেল	চ.	বাণিজ্য সংগঠন (টিও)
ছ.	বস্ত্র সেল	জ.	পরিকল্পনা অধিশাখা

২.১. ভিশনঃ বিশ্ব বাণিজ্যে উল্লেখযোগ্য অবস্থান সৃষ্টি।

২.১. মিশনঃ ব্যবসাবান্ধব পরিবেশ সৃজন, আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্য সহজীকরণ, নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্য স্থিতিশীল রাখা এবং বৈদেশিক বাণিজ্য বৃদ্ধির মাধ্যমে জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়তা প্রদান।

৩. প্রধান কার্যাবলি:

ক. অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাণিজ্য এবং বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (ডব্লিউটিও) সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়াদি;
খ. আমদানি নীতি আদেশ ও রপ্তানি নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;
গ. নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য-সামগ্রীর অভ্যন্তরীণ বাজার ব্যবস্থাপনা ও দ্রব্যমূল্য পরিবীক্ষণ এবং ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ;
ঘ. বহুপাক্ষিক, আঞ্চলিক ও দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য আলোচনা ও চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে বিদেশের বাজারে বাংলাদেশী পণ্যের বর্ধিত প্রবেশাধিকার অর্জন;
ঙ. ট্যারিফ নীতি প্রণয়ন ও ট্যারিফ মুল্যায়ন/নির্ধারণ;
চ. বাণিজ্য সংগঠনমূহের নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ;
ছ. রপ্তানি উন্নয়নসহ বিদেশস্থ বাণিজ্যিক উইং ও বি.সি.এস (ট্রেড) ক্যাডারের প্রশাসনিক বিষয়াদি;
জ. নতুন ব্যবসা/শিল্প প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধন, আমদানি ও রপ্তানি নিবন্ধন প্রদান ও নবায়ণ; এবং
ঝ. চা চাষ, উৎপাদন, রপ্তানি এবং গবেষণার সকল বিষয়াদি।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের ওপর অর্পিত এ সকল কার্যক্রম পরিচালনার জন্য নিম্নবর্ণিত সরকারি দপ্তর ও বিধিবদ্ধ সংস্থা রয়েছেঃ

১. বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন।
২. বাংলাদেশ চা বোর্ড;
৩. রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো;
৪. জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর;
৫. ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ;
৬. আমদানি ও রপ্তানি প্রধান নিয়ন্ত্রকের দপ্তর;
৭. যৌথমূলধন কোম্পানী ও ফার্ম সমূহের পরিদপ্তর;
৮. বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল;
৯. বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন অনুবিভাগ ও সেলের কার্যক্রম

প্রশাসন অনুবিভাগঃ

১. প্রশাসন অনুবিভাগের কার্যাবলিঃ

ক. বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশাসনিক সকল কার্যাবলি;

খ. বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ সকল অধিদপ্তর/দপ্তর/ পরিদপ্তর/সংস্থার কর্মকর্তা/কর্মচারীদের নিয়োগ, শৃঙ্খলা ও
পদোন্নতি/ প্রশিক্ষণ/বিদেশ ভ্রমণ সংক্রান্ত বিষয়াবলী (যা মন্ত্রণালয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট);

গ. বিসিএস (ট্রেড) ক্যাডারের প্রশাসন সংক্রান্ত কার্যাবলি;

ঘ. বিদেশস্থ বাণিজ্যিক মিশনসমূহে কর্মকর্তা/কর্মচারী নিয়োগ (২য় ও ৩য় শ্রেণী), শৃঙ্খলা, পদোন্নতি ও বদলির যাবতীয়
কার্যাবলি;

ঙ. সংসদ বিষয়ক কার্যাবলি;

চ. বাজেট, হিসাব ও নিরীক্ষা সংক্রান্ত কাজ;

ছ. যানবাহন, সরবরাহ ও সেবামূলক কার্যাবলি;

জ. আইন, মামলা ও আদালত সম্পর্কিত সমন্বয়মূলক কার্যাবলি;

ঝ. বিভিন্ন আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় যোগদান, অন্যান্য যাবতীয় সমন্বয় কার্যক্রম তত্ত্বাবধান এবং বিভিন্ন আইন/ নীতি/ বিষয়ের
ওপর মতামত প্রদান;

ঞ. অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক প্রশিক্ষণ, সভা/সেমিনারে কর্মকর্তা মনোনয়ন সংক্রান্ত কার্যাদি;

ট. আইসিটি সেল সংক্রান্ত কার্যাদি;

ঠ. প্রটোকল সংক্রান্ত কার্যাদি;

ড. প্রতিযোগিতা কমিশনের প্রশাসনিক কার্যাদি; এবং

ঢ. বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ও অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থার দেওয়ানী ও ফৌজদারী মোকদ্দমা সংক্রান্ত কার্যাবলী;

২. বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সাংগঠনিক কাঠামোর পদ বিন্যাস:

অনুমোদিত পদ সংখ্যা					কর্মরত পদের সংখ্যা					শূণ্য পদের সংখ্যা				
১ম	২য়	৩য়	৪র্থ	মোট	১ম	২য়	৩য়	৪র্থ	মোট	১ম	২য়	৩য়	৪র্থ	মোট
৯২	৭৮	৬৬	৬৪	৩০০	৮৫	৫৯	৪৩	৫০	২৩৭	০৭	১৯	২৩	১৪	৬৩

৩. গত ৭ (সাত) বৎসরে নিয়োগ ও পদোন্নতি:

পদোন্নতি			নতুন নিয়োগ প্রদান			মন্তব্য
কর্মকর্তা	কর্মচারী	মোট	কর্মকর্তা	কর্মচারী	মোট	
১৮	০৩	২১	০৩	৫০	৫৩	-

৪. আইন প্রণয়ন ও সংশোধন সংক্রান্ত:

ক. টিসিবি'কে শক্তিশালীকরণ এবং এর কার্যক্রম গতিশীলকরণের নিমিত্ত The Trading Corporation of Bangladesh Order, 1972 সংশোধনপূর্বক Trading Corporation of Bangladesh (Amendment) Act, 2014 প্রণয়ন।

খ. যৌথমূলধন কোম্পানী ও ফার্মসমূহের পরিদপ্তরের নিজস্ব নিয়োগবিধি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন।

গ. যৌথমূলধন কোম্পানী ও ফার্মসমূহের পরিদপ্তরের ০৪(চার) টি পদের মান উন্নয়ন, ০২(দুই) টি পদ ২য় শ্রেণি হতে ১ম শ্রেণিতে এবং ০২(দুই) টি পদ ৩য় শ্রেণি হতে ২য় শ্রেণিতে উন্নীতকরণ।

ঘ. বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের নাম পরিবর্তন করে ''ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন অব বাংলাদেশ'' করণ ও ১৯৯২ (১৯৯২ সনের ৪৩ নং আইন) এর সংশোধন।

ঙ. ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন অব বাংলাদেশ'' এর কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সাধারণ ভবিষ্য তহবিল প্রবিধিমালা-২০১১, অবসর ভাতা ও অবসরজনিত সুবিধাদি প্রবিধানমালা-২০১১ প্রণয়ন।

৫. বাজেট ও অডিট সংক্রান্ত:

ক. বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এবং অধীনস্থ দপ্তর, অধিদপ্তর, পরিদপ্তর ও সংস্থাসমূহের অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়, টিসিবি প্রধান কার্যালয়, টিসিবি আঞ্চলিক কার্যালয়, বাংলাদেশ চা বোর্ড, চা বাগান, চা গবেষণা ইনস্টিটিউট ও ইপিবি প্রধান কার্যালয় এবং আরজেএসসি কার্যালয়সমূহে ত্রি-পক্ষীয় সভা।

খ. বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব এর সভাপতিত্বে যুগ্মসচিব (প্রশাসন-২) ও উপসচিব (প্রশাসন-৬), অধীনস্থ দপ্তর, অধিদপ্তর, পরিদপ্তর ও সংস্থাসমূহের প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তিসমূহ নিষ্পত্তির বিষয়ে প্রতি মাসে অডিট সভা অনুষ্ঠিত হয়।

গ. মন্ত্রণালয় এবং অধীনস্থ দপ্তর/অধিদপ্তর/সংস্থা/বাণিজ্যিক মিশনসমূহের বাজেট বাস্তবায়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন অগ্রগতি/বাজেটে প্রাক্কলিত রাজস্ব প্রাপ্তি/অনুন্নয়ন ও উন্নয়ন ব্যয় (বিস্তারিত) ০৪ (চার) কোয়ার্টারে বিভাজন করে সমন্বিত প্রতিবেদন চূড়ান্তকরা।

৬. বিভিন্ন সেল গঠন সংক্রান্ত:

ক. আইসিটি সেল গঠনসহ ০৫টি পদ সৃজনের সরকারি আদেশ জারী এবং নিয়োগের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন।

খ. দ্রব্যমূল্য পর্যালোচনা ও পূর্বাভাষ সেল গঠনসহ ১১টি পদ সৃজনের সরকারি আদেশ জারী এবং নিয়োগের কার্যক্রম

প্রক্রিয়াধীন।

গ. বাজেট শাখা গঠনসহ ০৪টি পদ সৃজনের সরকারি আদেশ জারী এবং নিয়োগের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন।

ঘ. আইন শাখা গঠনসহ ০৪টি পদ সৃজনের সরকারি আদেশ জারী এবং নিয়োগের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন।

ঙ. ট্রেড ক্যাডার কর্মকর্তাদের জন্য পার্সোনাল ম্যানেজমেন্ট আইডেন্টিফিকেশন সিস্টেম (পিএমআইএস)এ ডাটাবেজ প্রস্তুতত করার নিমিত্ত টেকনিক্যাল হেল্প ডেস্ক গঠন।

৭. দ্রব্যমূল্য পর্যালোচনা ও পূর্বাভাস সংক্রান্ত:

নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্য নিয়মিত পর্যবেক্ষণ এবং সে অনুযায়ী যথোপযুক্ত কার্যক্রম গ্রহণের জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে রাজস্ব খাতে 'দ্রব্যমূল্য পর্যালোচনা ও পূর্বাভাস সেল' গঠন করা হয়েছে। এই সেল আন্তর্জাতিক ও দেশীয় উৎপাদন ও মূল্য প্রতিদিন পর্যবেক্ষণ ও পরিবীক্ষণ করে। এছাড়া, এই সেল বাংলাদেশ ব্যাংক, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন অব বাংলাদেশ, টিসিবি এবং কৃষি বিপণন অধিদপ্তর হতে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের সরবরাহ ও মূল্য পরিস্থিতি, বন্দরসমূহে আমদানির তথ্যাদি এবং ঋণপত্র নিষ্পত্তি সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করে। প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে তাৎক্ষণিক পরামর্শ ও নির্দেশনা প্রদান করে থাকে।

৮. বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন:

দেশের ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রেক্ষাপটে ব্যবসা-বাণিজ্যে সুস্থ প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ উৎসাহিত করার, নিশ্চিত ও বজায় রাখার উদ্দেশ্যে ষড়যন্ত্রমূলক যোগসাজশ, মনোপলি ও ওলিগপলি অবস্থা, জোটবদ্ধতা অথবা কর্তৃত্বময় অবস্থানের অপব্যবহার সংক্রান্ত প্রতিযোগিতা বিরোধী কর্মকান্ড প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ বা নির্মূলের লক্ষ্যে প্রতিযোগিতা আইন ২০১২ প্রণয়ন করা হয়েছে। এ আইনের অধীনে প্রতিযোগিতা কমিশন গঠন করা হয়েছে এবং কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

৯. বাণিজ্য তথ্য বাতায়ন:

বাণিজ্য বাতায়নের মাধ্যমে মূলত সরকারের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য বাণিজ্য সংক্রান্ত সংস্থার স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্যবলি একটি সিঙ্গেল ওয়েবসাইটে উপস্থাপন করা হয়েছে যা সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াকে আরো ত্বরান্বিত করবে। এটি সরকারের তথ্য অধিকার আইন, অর্থনৈতিক অগ্রগতি অর্জনের লক্ষ্যে প্রণীত সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা এবং বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার বাণিজ্য সম্প্রসারন চুক্তির আর্টিকেল-১ এর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ।

চিত্র-১: বাণিজ্য তথ্য বাতায়ন উদ্বোধন

১০. প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত কার্যাবলি:

মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধিন দপ্তর/সংস্থার কর্মকর্তা/কর্মচারিদের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল, বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি, উদ্ভাবন, তথ্য অধিকার আইন ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। জুলাই, ২০১৫ হতে জুন, ২০১৬ পর্যন্ত তথ্য নিম্নরুপ:

মন্ত্রণালয়	শ্রেণী	কর্মকর্তা/কর্মচারীর সংখ্যা	বার্ষিক মোট প্রশিক্ষণ লক্ষ্যমাত্রা (ঘন্টা)	অর্জন	
				ঘন্টা	শতকরা হার(%)
বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	১ম	৬২	৩৮১০	৫৮৪২	১৫৩.৩৩%
	২য়	৫৫	৩০২৫	১৮১৫	৬০%
	৩য়	৪৯	২৯৪০	১৬০০	৫৪.৪২%
	৪র্থ	৫৬	১৪০০	৪৪৮	৩২%

১১. অন্যান্য উল্লেখযোগ্য কার্যাবলী:

ক. বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে বর্তমানে ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণি র ৪২টি পদে জনবল নিয়োগের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

খ. ০১ (এক) জন কর্মচারীকে সহকারী হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা পদে উন্নীত করা হয়েছে ।

গ. বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের বিদেশস্থ ১৩টি বাণিজ্যিক মিশনে কর্মকর্তা/কর্মচারী নিয়োগের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

ঘ. বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের বিভিন্ন প্রশ্নোত্তর প্রদান এবং সংসদীয় কমিটি সংক্রান্ত বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ।

ঙ. ২৫ (পঁচিশ) জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে পেনশন মঞ্জুরী প্রদান।

চ. বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাগণের যাতায়াত ও প্রশাসনিক কাজে ব্যবহারের জন্য ২০১২-১৩ অর্থ বছরে ৫(পাঁচ)টি মাইক্রোবাস ক্রয়।

ছ. যৌথমূলধন কোম্পানী ও ফার্মসমূহের পরিদপ্তরের ০২(দুই) জন কর্মচারীকে সহকারী রেজিষ্ট্রার পদে পদোন্নতি প্রদান।

জ. যৌথমূলধন কোম্পানী ও ফার্মসমূহের পরিদপ্তরে কর্মচারী নিয়োগ প্রদান।

ঝ. বিসিএস ট্রেড ক্যাডারের ০১ জন কর্মকর্তাসহ মোট ০৪ জন কর্মকর্তাকে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে তাদের চাকুরীর বয়স ২ (দুই) বছর বৃদ্ধিকরণ।

ঞ. বিসিএস বাণিজ্য ক্যাডারের ০২ জন যুগ্ম নিয়ন্ত্রককে নিয়ন্ত্রক পদে এবং ০১জন উপ-নিয়ন্ত্রককে যুগ্ম-নিয়ন্ত্রক পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

ট. জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরে ১ম শ্রেণির ৪৭ (সাতচলিস্নশ) জন, ২য় শ্রেণির ০২(দুই) জন, ৩য় শ্রেণির ৫৭ (সাতান্ন) জন এবং ৪র্থ শ্রেণির ২৯ (উনত্রিশ) জন কর্মকর্তা/কর্মচারী নিয়োগের কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে।

রপ্তানি অনুবিভাগ

বর্তমান সরকারের অন্যতম উদ্দেশ্য হলো বাংলাদেশের বাণিজ্য প্রসারের মাধ্যমে দেশের ব্যাপক জনগোষ্ঠীর জন্য কর্মসংস্থান ও ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে মধ্য আয়ের দেশে রূপান্তর করা। এ উদ্দেশ্যে রপ্তানি বাণিজ্যে গতিশীলতা আনয়ন ও প্রতিযোগিতামূলক বিশ্ব বাণিজ্যে বাংলাদেশের স্থান সুদৃঢ়করণের লক্ষ্যে যুগোপযোগী রপ্তানি নীতি ২০১৫-২০১৮ প্রণয়ন করা হয়েছে। এ রপ্তানি নীতির ফলপ্রসু প্রয়োগের ফলে দেশের রপ্তানির গতিধারা অব্যাহত রয়েছে। এর ধারাবাহিকতায় ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের রপ্তানি আয়ের পরিমাণ দাড়িয়েছে ৩৪,২৫৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যা পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় ৯.৭৭% বেশী। উল্লেখ্য যে, রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো আইন ২০১৫ প্রণয়ন ও গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়েছে। বিগত আট বছরের রপ্তানি আয়ের পরিসংখ্যান নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

(মিলিয়ন মার্কিন ডলারে)

অর্থ বছর	লক্ষ্যমাত্রা	মোট অর্জিত আয়	রপ্তানি প্রবৃদ্ধি
২০০৮-২০০৯	১৬,২৯৮.৪৩	১৫৫৬৫.১৯	(+)১০.৩১%
২০০৯-২০১০	১৭,৬০০.০০	১৬২০৪.৬৫	(+) ৪.১১%
২০১০-২০১১	১৮,৫০০.০০	২২৯২৮.২২	(+) ৪১.৪৯%
২০১১-২০১২	২৬,৫০০.০০	২৪,৩০১.৯০	(+) ৫.৯৯%
২০১২-২০১৩	২৮,০০০.০০	২৭,০২৭.৩৬	(+) ১১.২২%
২০১৩-২০১৪	৩০,৫০০.০০	৩০,১৮৬.৬২	(+) ১১.৬৯%
২০১৪-২০১৫	৩৩,২০০.০০	৩১,২০৯.০০	(+) ৩.৩৯%
২০১৫-২০১৬	৩৩,৫০০.০০	৩৪,২৫৭.১৮	(+)৯.৭৭%

০২. নগদ সহায়তা প্রদানঃ দেশের রপ্তানি বৃদ্ধি তথা বাণিজ্যিক উন্নয়নের লক্ষ্যে রপ্তানির বিপরীতে প্রদেয় নগদ সহায়তার আওতায় অধিক সংখ্যক পণ্য অন্তর্ভুক্তিসহ ঐ সকল পণ্যে নগদ সহায়তা প্রদান অব্যাহত রাখা হয়েছে। ফলে কৃষিজাত পণ্য ও প্রক্রিয়াজাত খাদ্য, হিমায়িত চিংড়ি, আলু, হস্তশিল্পজাত পণ্য, পাটজাত পণ্য, চামড়াজাত পণ্য, লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং পণ্যসহ বিভিন্ন পণ্যের রপ্তানি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে।

০৩. রপ্তানি পণ্য বহুমূখীকরণঃ বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্যের প্রধান দুর্বলতা হ'ল- রপ্তানি গুটি কয়েক পণ্য যথা-নিট ও ওভেন গার্মেন্টস, হোম টেক্সটাইল, হিমায়িত খাদ্য, পাট ও পাটজাত পণ্য, চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য এবং ফুটওয়্যার এর উপর নির্ভরশীলতা। দেশের রপ্তানি বাণিজ্যে এ সকল পণ্যের নির্ভরশীলতা কমানোর লক্ষ্যে রপ্তানি পণ্য বহুমুখীকরণ তথা ফার্নিচার শিল্প, জাহাজ নির্মাণ শিল্প, আগর উড্ ও আতর, হীরা কাটা ও পলিশ করা, পাঁপড় ইত্যাদিকে রপ্তানি পণ্যের ঝুড়িতে অন্তর্ভুক্ত করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে এবং আরো নতুন নতুন পণ্য রপ্তানির আওতায় আনার পদক্ষেপ অব্যাহত রয়েছে। আগামী ১৭ এপ্রিল ২০১৬ তারিখের মধ্যে ১ মেঃ টন পাঁপড় যুক্তরাজ্যে রপ্তানির লক্ষে ০১ মার্চ ২০১৬ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছে ।

০৪. রপ্তানি বাজার বহুমূখীকরণঃ বাংলাদেশের রপ্তানি বাজারকে বহুমুখীকরণের লক্ষ্যে ইউরোপ, আমেরিকা, কানাডা ছাড়াও অস্ট্রেলিয়া, জাপান, হংকং, ভারত, চীন, ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যান্ড, দঃ আফ্রিকা, রাশিয়া, সিআইএসভুক্ত বিভিন্ন দেশ, দক্ষিণ কোরিয়া, ব্রাজিলসহ নতুন নতুন বাজারে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলায় অংশগ্রহণ করা হচ্ছে এবং তা অব্যাহত থাকবে। এতদ্ব্যতীত যে সকল দেশে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলায় অংশগ্রহণ সম্ভব হয়নি সে সকল দেশে একক বাণিজ্য মেলার আয়োজন করা হয়েছে এবং ক্ষেত্র বিশেষে বাণিজ্যিক প্রতিনিধিদল পাঠানো হয়েছে । তাছাড়া নতুন নতুন বাজার অন্বেষণের লক্ষ্যে মরক্কো, তিউনিশিয়া, আলজেরিয়া, রাশিয়াসহ সিআইএসভুক্ত বিভিন্ন দেশ, ব্রাজিল, চিলি, কলম্বিয়া প্রভৃতি দেশে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধির সমন্বয়ে বাণিজ্যিক মিশন প্রেরণ অব্যাহত রাখা হয়েছে। ফলে দেশের রপ্তানি ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। উল্লেখ্য চীনের কুনমিং এ বাংলাদেশী ব্যবসায়ীদের জন্য একটি Business Display Centre স্থাপন করার কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

০৫. রপ্তানি ট্রফি এবং সিআইপিঃ রপ্তানি বৃদ্ধিতে উৎসাহ ও স্বীকৃতি প্রদানে জাতীয় রপ্তানি ট্রফি এবং সিআইপি ঘোষণা করার পদক্ষেপ গ্রহণ অব্যাহত রয়েছে। রপ্তানিকারকদের পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে তাঁদেরকে নিয়ে বিভিন্ন সেমিনার, কর্মশালা প্রভৃতির আয়োজন ও রপ্তানি বাণিজ্যের বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ অব্যাহত রাখা হয়েছে।

০৬. দ্বি-পাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তিঃ বাণিজ্য ঘাটতি কমিয়ে আনার লক্ষ্যে দ্বি-পাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদন করে ট্যারিফ ও নন-ট্যারিফ বাধা দূরীকরণের ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে । ইতোমধ্যে ৪৪টি দেশের সাথে দ্বিপাক্ষিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে । জর্ডান ও আফগানিস্তানের সাথে দ্বি-পাক্ষিক চুক্তি সম্পাদনের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে ।

০৭. শুল্কমুক্ত সুবিধাঃ

ক. রপ্তানি বাণিজ্য সম্প্রসারণ এবং বাণিজ্য ঘাটতি কমিয়ে আনার লক্ষে বর্তমান সরকারের আন্তরিক প্রচেষ্টার ফলে জাপান সরকার নীটওয়্যার পণ্যে Rules of Origin তিন স্তর থেকে এক স্তরে শিথিল করেছে।

খ. চীন বাংলাদেশকে ৪৭৮৮টি পণ্যের উপর Duty Free-Quota Free (DFQF) সুবিধা প্রদান করেছে।

গ. বাংলাদেশ মালয়েশিয়ার নিকট হতে প্রায় ৪৯৭টি পণ্যের উপর শুল্কমুক্ত সুবিধা পেয়েছে,।

ঘ. দক্ষিণ কোরিয়া বাংলাদেশসহ স্বল্পোন্নত দেশসমূহকে ৬ ডিজিট ও ৮ ডিজিটের এইচএস কোডে ৪৮০২টি পণ্যের ওপর Duty Free-Quota Free (DFQF) সুবিধা প্রদান করেছে, যা ০১ জানুয়ারি, ২০১১ তারিখ হতে কার্যকর হয়েছে।

ঙ. সিআইএসভূক্ত দেশসমূহে রপ্তানি বাজার সম্প্রসারণের লক্ষে রাশিয়া, বেলারুশ ও কাজাকিস্তানের কাস্টমস্ ইউনিয়নে বাংলাদেশের ৮৯টি পণ্যের শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকার চাওয়া হয়েছে।

চ. ভারত টোবাকো এবং এ্যালকোহল ব্যতীত সকল পণ্যে শুল্কমুক্ত সুবিধা প্রদান করেছে। ফলে ভারতে রপ্তানির পরিমান ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ভারতে ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে ৬৮৯.৬২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার মুল্যের পণ্য রপ্তানি করা হয়েছে।

ছ. চিলি সরকার বাংলাদেশকে গম, গমের আটা ও চিনি ব্যতীত সকল পণ্যের শুল্কমুক্ত সুবিধা প্রদান করেছে।

জ. বাংলাদেশ- থাইল্যান্ড Joint Trade Commission (JTC) সভার আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে থাইল্যান্ড সে দেশে বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক পণ্যের শুল্কমুক্ত কোটামুক্ত প্রবেশাধিকার প্রদানের বিষয়ে সম্মতি জ্ঞাপন করেছে।

০৮. বস্ত্রখাতঃ বস্ত্রখাত বাংলাদেশের রপ্তানি আয়ের প্রধান খাত। এ খাত থেকে ২০১৩-১৪ এবং ২০১৪-২০১৫ এবং ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে যথাক্রমে ২৪,৪৯২.৫৮, ২৬,৪০২.৪৬ এবং২৮০৯৪.১৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার রপ্তানি করা হয়েছে। যা ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের মোট রপ্তানি আয়ের প্রায় ৮২.০১ ভাগ। তৈরি পোশাক শিল্পে প্রায় ৪৫ লক্ষ শ্রমিক সরাসরি কাজ করে যার ৮০% নারী। জাতীয় আয় এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে তৈরি পোষাক শিল্পের গুরুত্ব বিবেচনা করে এ খাতের উন্নয়নে বহুমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। তন্মধ্যে সোশাল কমপ্লায়েন্স ফোরাম ফর আরএমজি,টাস্কফোর্স অন লেবার ওয়েলফেয়ার এ্যান্ড অকুপেশনাল সেফটি অন আরএমজি এবং কমপ্লায়েন্স মনিটরিং সেল ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

৯. চা শিল্পঃ বাংলাদেশে চা উৎপাদন ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে । ২০১৫ সালে ৬৩.৮৮ মিলিয়ন কেজি চা উৎপন্ন হয় । গত ২০০৮ সালে চাযের উৎপাদন ছিল ৫৮.৬৬ মিলিয়ন কেজি । চা বোর্ডের কার্যক্রমকে আধুনিকায়নে নানামুখী প্রদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। তার মধ্যে বৈজ্ঞানিক, প্রযুক্তিগত এবং অর্থনৈতিক গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণ এবং প্রদর্শণী খামার ও উৎপাদন কেন্দ্র রক্ষণাবেক্ষণ সহায়তা প্রদান ও পরিচালিত করা; চা বাগান নিবন্ধকরণ এবং চা বাগান মালিক , চা প্রস্তুততকারক, ব্রোকার, চা বর্জ্য বিক্রেতা এবং চায়ের নিলাম ডাককারী, আমদানিকারক, পাইকারী ও খুচরা বিক্রেতা, চা মিশ্রণ ব্যবসায় নিয়োজিত ব্যক্তিকে লাইসেন্স প্রদান; নতুন চা বাগান প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। গত ০৯ ফেব্রুয়ারি/ ২০১৬ তারিখে চা শ্রমিক আইন ২০১৬ গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়েছে । চা আইন ২০১৬ মহান জাতীয় সংসদে উত্থাপনের জন্য মহামান্য রাষ্ট্রপতির সুপারিশ গ্রহণার্থে অর্থ বিভাগে প্রেরিত হয়েছে ।

১০. আইন প্রণয়ন ও সংশোধন সংক্রান্ত:

ক. রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো আইন, ২০১৫ প্রণয়ন;

খ. চা আইন ২০১৬ প্রণয়ন; এবং

গ. চা শ্রমিক কল্যান তহবিল আইন ২০১৬ প্রণয়ন।

এফটিএ অনুবিভাগ

সাফটা চুক্তির আওতায় দক্ষিণ এশিয়ার দেশসমূহের মধ্যে বাণিজ্য বৃদ্ধির লক্ষে ২০০৯ সাল হতে এ পর্যন্ত সাফটা-এর বিভিন্ন সভায় (কমিটি অব এক্সপার্টস এর নিয়মিত এবং বিশেষ সভা, এবং সাফটা মিনিস্টিরিয়াল কাউন্সিল) অংশগ্রহণ করা হয়েছে। সাফটার আওতায় সদস্য দেশসমূহ তাদের সেনসিটিভ লিস্টের পণ্য সংখ্যা দ্বিতীয় দফা ২০% হ্রাস করেছে যা ০১ জানুয়ারি ২০১২ হতে কার্যকর হয়েছে। সাফটার আওতায় ভারত ০৯ নভেম্বর ২০১১ থেকে বাংলাদেশসহ সার্কভুক্ত স্বল্পোন্নত দেশসমূহকে ২৫টি পণ্য ছাড়া বাকী সব পণ্য শুল্কমুক্ত প্রবেশের সুবিধা প্রদান করেছে; এর ফলে ভারতে বাংলাদেশের রপ্তানি বৃদ্ধিসহ বাণিজ্য ঘাটতি হ্রাস পাচ্ছে।

২. সার্কের আওতায় দক্ষিণ এশিয়ার দেশসমূহের সমন্বয়ে অর্থনৈতিক জোট গঠনের লক্ষ্যে SAARC-ADB Study-এর সুপারিশমালা বাস্তবায়নের প্রক্রিয়ায় বাণিজ্য উদারীকরণসহ বাংলাদেশের চারটি প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে।

৩. ২৯ এপ্রিল ২০১০ তারিখ থিম্পুতে অনুষ্ঠিত ১৬শ সার্ক সামিটে বাংলাদেশসহ সার্কভুক্ত দেশসমূহ সার্ক এগ্রিমেন্ট অন ট্রেড ইন সার্ভিসেস (সাটিস) চুক্তি স্বাক্ষর করে। বাংলাদেশসহ সদস্য দেশসমূহ এ চুক্তির আওতায় ইতোমধ্যে প্রাথমিক অফার লিস্ট ও রিকোয়েস্ট লিস্ট বিনিময় করেছে। বাংলাদেশ ০২টি সার্ভিস সেক্টরে অফার দিয়েছে (টেলিকম ও ট্যুরিজম) এবং ১০টি সার্ভিস সেক্টরে রিকোয়েস্ট করেছে। চুক্তিটি বাস্তবায়িত হলে সেবা খাতে বাংলাদেশে বিনিয়োগ বৃদ্ধিসহ এ খাতে বাংলাদেশের বাণিজ্য বৃদ্ধি পাবে।

৪. বিভিন্ন দেশের সাথে বাংলাদেশের এফটিএ গঠনের লক্ষ্যে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রণীত এফটিএ পলিসি গাইডলাইনস্-২০১০ গত ২৩ ডিসেম্বর ২০১০ তারিখ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। উক্ত পলিসি গাইডলাইনস্ এর ভিত্তিতে শুল্কমুক্ত সুবিধা পাওয়ার লক্ষে অথবা প্রাপ্ত সুবিধা সম্প্রসারণের লক্ষে সরকার শ্রীলংকা ও তুরস্ক এর সাথে এফটিএ সম্পাদনের জন্য আলোচনা শুরু করেছে এবং মালয়েশিয়া, চীন, মেসিডোনিয়া, জি,সি,সি ভুক্ত দেশসমূহের সাথে এফটিএ সম্পাদনের সম্ভাব্যতা যাচাই করছে।

৫. আপটা (এশিয়া প্যাসিফিক ট্রেড এগ্রিমেন্ট) এর আওতায় ফ্রেমওয়ার্ক এগ্রিমেন্ট অন ট্রেড ফেসিলিটেশন এবং ফ্রেমওয়ার্ক এগ্রিমেন্ট অন লিবারালাইজেশন অব ইনভেস্টমেন্ট চুক্তি বাংলাদেশসহ আপটাভুক্ত দেশসমূহ ১৫ ডিসেম্বর ২০০৯ তারিখে স্বাক্ষর করে। এছাড়া, বাংলাদেশ ২৬ মে ২০১১ তারিখে আপটা ফ্রেমওয়ার্ক এগ্রিমেন্ট অন ট্রেড ইন সার্ভিসেস স্বাক্ষরসহ ইতিমধ্যে চুক্তিটি অনুসমর্থন করেছে। আপটার আওতায় ৪র্থ রাউন্ড ট্যারিফ নেগোসিয়েশন চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। ৪র্থ রাউন্ড শেষে আপটার সদস্য দেশসমূহের বাজারে পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে শুল্ক হ্রাসসহ ট্রেড ফ্যাসিলিটেশন, নন-ট্যারিফ বাধা হ্রাস করণ, বিনিয়োগ এবং সেবা খাতে বাণিজ্য বৃদ্ধির পথ প্রশস্ত হবে। ফলে আপটাভুক্ত দেশসমূহের সাথে বাংলাদেশের বাণিজ্য বৃদ্ধিসহ বাংলাদেশে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাবে।

৬. OIC সদস্য দেশসমূহের মধ্যে বাণিজ্য সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ১৯৯৭ সালে স্বাক্ষরিত Framework Agreement on Trade Preferential System among the Member States of the

OIC (TPS-OIC) এর আওতায় বাংলাদেশ ০২ নভেম্বর ২০০৯ তারিখে The Protocol on the Preferential Tariff Scheme (PRETAS) অনুসমর্থন করে। এছাড়া বাংলাদেশ ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০১১ তারিখ এ সংক্রান্ত রুলস্ অব অরিজিন স্বাক্ষর করে এবং ২৩ জুন ২০১১ তারিখ তা অনুসমর্থন করে। স্বল্পোন্নত দেশ হিসাবে এ চুক্তির রুলস অব অরিজিনের (৩০% লোকাল ভ্যালু এডিশন) সুবিধা কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশ অন্যান্য সদস্য দেশে রপ্তানি বৃদ্ধি করতে সমর্থ হবে। চুক্তিটি বাস্তবায়নের কাজ চলছে।

৭. বাংলাদেশ ডি-৮ এর সদস্য। ডি-৮ ভুক্ত দেশসমূহের মধ্য বাণিজ্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে D-8 Preferential Trade Agreement (PTA) স্বাক্ষরিত হয়েছে। কিন্তু এ চুক্তির আওতায় স্বল্পোন্নত দেশ সমূহকে ৩০% লোকাল ভ্যালু এডিশন সুবিধা প্রদান না করায় তা আদায়ের জন্য বাংলাদেশ সচেষ্ট রয়েছে। গত ১৬-১৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ তারিখে পাকিস্তানের রাজধানী ইসলামাবাদে 4th Supervisory Committee Meeting এবং 2nd Trade Ministers Council's Meeting অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় বাংলাদেশ প্রতিনিধি দল সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে এবং 30% Local Value Addition Criteria for LDCs এর প্রস্তাব পুনরায় উপস্থাপন করা হয়। বিষয়টি নিয়ে আলোচনান্তে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে আগামী ৩০-৩১ মে পাকিস্তানের সভাপতিত্বে তুরস্কের রাজধানী আংকারায় Special Session of Supervisory Committee Meeting অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত সভায় বাংলাদেশের পক্ষে পুনরায় 30% Local Value Addition Criteria for LDCs অনুমোদনের বিষয়ে জোরালো যুক্তি উপস্থাপন করা হবে । সে অনুযায়ী গত ৩০-৩১ মে ২০১৬ মাসে অনুষ্ঠেয় বিশেষ সভায় বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। ৩টি দেশ বাংলাদেশকে সমর্থন করেছে। অন্যদের সমর্থন আদায়ের জন্য কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

৮. গত ০৬ জুন ২০১৫ তারিখ ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বাংলাদেশ সফরকালে ভারত-বাংলাদেশ বাণিজ্য চুক্তিটি এই মর্মে সংশোধন করা হয়েছে যাতে ভারতের মধ্য দিয়ে তৃতীয় কোন দেশ, যথা নেপাল ও ভুটানে, বাংলাদেশের পণ্য পরিবহণ করা যায়। ফলে ভারতসহ ভুটান ও নেপালে বাংলাদেশের পণ্য রপ্তানি বৃদ্ধি পাবে।

৯. মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর গত ১০-১৩ জানুয়ারি ২০১০ সময়ে ভারত সফরকালে ইস্যুকৃত জয়েন্ট কমিউনিকে অনুযায়ী উভয় দেশের সীমান্তে বর্ডার হাট স্থাপনের নীতিগত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে ২৩ অক্টোবর ২০১০ তারিখে "বর্ডার হাট" স্থাপনের জন্য দু'দেশের মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। ইতোমধ্যে কুড়িগ্রাম জেলার রাজীবপুর উপজেলার বালিয়ামারী সীমান্তে (ভারতের পশ্চিম গারো হিলের কালাইয়ের চর সীমান্তে); সুনামগঞ্জ জেলার সদর উপজেলার ডলোরা সীমান্তে (ভারতের পূর্ব খাসি হিলের বালাত সীমান্তে); ফেনী জেলার ছাগলনাইয়া উপজেলার পূর্ব মধুগ্রাম ও ছয়ঘড়িয়ার মধ্যবর্তী স্থানের সীমান্তে (ভারতের দক্ষিণ ত্রিপুরার শ্রীনগর সীমান্তে) এবং ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলার কসবা উপজেলার তারাপুর সীমান্তে (ভারতের পশ্চিম ত্রিপুরার কমলা সাগর সীমান্তে) ৪টি (চার) বর্ডার হাট চালু হয়েছে। এছাড়াও আরো ২টি (দুই) বর্ডার হাট নির্মাণাধীন রয়েছে, এবং বাংলাদেশ-ভারত (মেঘালয়) সীমান্তের ০৪টি (চার) স্থানে বর্ডার হাট স্থাপনের

প্রাথমিক সম্মতি প্রদান করা হয়েছে। স্থাপিত বর্ডার হাটের মাধ্যমে স্থানীয় জনগণ উপকৃত হচ্ছে।

১০. বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের নিরলস প্রচেষ্টার ফলে ভারত বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ নন-ট্যারিফ বাধা দূর করেছে। উদাহরণ স্বরূপ, বাংলাদেশের অনুরোধের প্রেক্ষিতে ভারত ২০১১ সালে আখাউড়া, বটুলী, তামাবিল এবং বেনাপোল স্থল-বন্দর দিয়ে ভারতে সাবান আমদানির জন্য উন্মুক্ত করে। আরও কয়েকটি এলসিএস উন্মুক্ত করার বিষয়ে আলোচনা চলছে। আমদানি ও রপ্তানি পণ্যবাহী এক দেশের ট্রাক অন্য দেশের দুইশত মিটার ভিতরে প্রবেশের জন্য SOP স্বাক্ষর এবং কার্যকর করা হয়েছে। বাংলাদেশের অনুরোধের প্রেক্ষিতে ভারত বাংলাদেশ থেকে ভারতে রপ্তানিকৃত জুট ব্যাগের উপর লেবেলিং এর বাধ্যবাধকতা শিথিল করেছে। ভারতে জামদানী শাড়ীর টেস্টের জন্য পশ্চিমবঙ্গে কোন ল্যাব ছিল না। বাংলাদেশের অনুরোধের প্রেক্ষিতে ভারত কলকাতায় একটি ল্যাব চালু করেছে; ফলে জামদানী শাড়ী রপ্তানির ক্ষেত্রে সময় ও জটিলতা কমেছে। স্থল বন্দর দিয়ে সাবান ও ইলেক্ট্রনিক্স পণ্য রপ্তানির বাধা দূরসহ অন্যান্য নন-ট্যারিফ বাধা দূর হয়েছে । বাংলাদেশের প্রচেষ্টার ফলে ভারতের National Accreditation Board বাংলাদেশের ২৫টি পণ্যের ক্ষেত্রে বিএসটিআই এর সার্টিফিকেটকে গ্রহণ করার (Accreditation) সিদ্ধান্ত দিয়েছে।

১১. সম্প্রতি পাকিস্তান বাংলাদেশ থেকে রপ্তানিকৃত হাইড্রোজেন পারঅক্সাইডের উপর এন্টি ডাম্পিং শুল্ক আরোপের প্রক্রিয়া শুরু করে। বাংলাদেশ তা মোকাবিলার জণ্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণ ও শুনানিতে অংশগ্রহণ করেছে। এছাড়া ভারতও বাংলাদেশ থেকে রপ্তানিকৃত হাইড্রোজেন পারঅক্সাইডের ওপর এন্টি ডাম্পিং এবং পাটজাত পণ্যের ওপর এন্টি ডাম্পিং ও এন্টি সাবসিডি শুল্ক আরোপের প্রক্রিয়া শুরু করায় তা মোকাবিলা করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে এন্টি সাবসিডি শুল্ক আরোপের প্রক্রিয়া ভারত স্বাক্ষর করেছে।

১২. ০৭ নভেম্বর ২০০৯ তারিখে বাংলাদেশ ও ভুটানের মধ্যে পাঁচ বছর মেয়াদী বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদন করা হয়। এই চুক্তির ফলে বুড়িমারির পাশাপাশি গত ০৪ জানুয়ারি ২০১০ তারিখে তামাবিল, এবং ১১ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ তারিখে গোবরাকুড়া ও কড়ইতলী (হালুয়াঘাট) এবং নকুগাঁও শুল্কস্টেশন/স্থলবন্দর ভুটানের ব্যবহারের জন্য খুলে দেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশ-ভুটান পরস্পরকে কতিপয় পণ্যে শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকার দিচ্ছে। এই চুক্তিটি ০৬ নভেম্বর ২০১৫ তারিখে নবায়ন করা হয়েছে। তাছাড়া, নিয়মিতভাবে বাণিজ্য সচিব পর্যায়ে সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। ফলে বাণিজ্যের ক্ষেত্রে শুল্ক ও অশুল্ক বাধা চিহ্নিত ও তা দূর করা সম্ভব হয়েছে।

১৩. বাংলাদেশ ও নেপালের মধ্যে বাণিজ্য সচিব পর্যায়ের সভা নিয়মিত অনুষ্ঠিত হচ্ছে। বাংলাদেশ-নেপাল পরস্পরের প্রিফারেন্সিয়াল ও শুল্কমুক্ত মার্কেট প্রবেশাধিকারের লক্ষ্যে রিকোয়েস্ট লিস্ট/অফার লিস্ট বিনিময় করেছে। উভয়পক্ষ প্রস্তাবিত পণ্যসমূহের বিষয়ে একমত হলে এ বিষয়ে মডালিটিজ প্রস্তুত করা হবে। এছড়াও দুদেশের মধ্যে SPS এবং TBT বিষয়ে MoU স্বাক্ষরের বিষয়টি আলোচিত হচ্ছে।

১৪. বিসমটেক এর আওতায় শুল্ক হ্রাস প্রক্রিয়া কার্যকর করার ক্ষেত্রে ফাস্ট ও নরমাল ট্র্যাক পন্থা গ্রহন করা হয়েছে। ফাস্ট ট্র্যাক এর আওতায় নির্বাচিত পণ্যসমূহের ক্ষেত্রে

উন্নয়নশীল দেশসমূহ (ভারত, শ্রীলংকা ও থাইল্যান্ড) স্বল্পোন্নত (বাংলাদেশ, মায়ানমার, নেপাল ও ভুটান) দেশসমূহের জন্য এক বছরের মধ্যে এবং উন্নয়নশীল দেশসমূহের জন্য তিন বছরের মধ্যে শুল্ক হ্রাস প্রক্রিয়া সম্পন্ন করবে। অন্যদিকে, ফাস্ট ট্র্যাকে অন্তর্ভুক্ত পণ্যসমূহের উপর স্বল্পোন্নত দেশসমূহ উন্নয়নশীল দেশসমূহের জন্য পাঁচ বছরের মধ্যে এবং স্বল্পোন্নত দেশসমূহের জন্য তিন বছরের মধ্যে শুল্ক হ্রাস প্রক্রিয়া সম্পন্ন করবে। নরমাল ট্র্যাক এর আওতায় নির্বাচিত পণ্যসমূহের ক্ষেত্রে উন্নয়নশীল দেশসমূহ স্বল্পোন্নত দেশসমূহের জন্য তিন বছরের মধ্যে এবং উন্নয়নশীল দেশসমূহের জন্য পাঁচ বছরের মধ্যে শুল্ক হ্রাস প্রক্রিয়া সম্পন্ন করবে। অপরদিকে, নরমাল ট্র্যাক এর আওতায় স্বল্পোন্নত দেশসমূহ উন্নয়নশীল দেশসমূহের জন্য দশ বছরের মধ্যে এবং স্বল্পোন্নত দেশসমূহের জন্য আট বছরের মধ্যে শুল্ক হ্রাস প্রক্রিয়া সম্পন্ন করবে। বিমসটেক এর সচিবালয় ঢাকায় স্থাপিত হয়েছে এবং ০১ মে ২০১৪ তারিখ থেকে কাজ শুরু করেছে।

১৫. আঞ্চলিক বাণিজ্য সম্প্রসারণের লক্ষে সরকার বাংলাদেশ-ভুটান-ভারত-নেপালের (BBIN) মধ্যে বিদ্যুৎ, পানি সম্পদ, ট্রানজিট ও কানেকটিভিটি বিষয়ে জয়েন্ট ওয়ার্কিং গ্রুপ গঠন করেছে, এবং বাংলাদেশ-চীন-ভারত-মিয়ানমার (BCIM) কে নিয়ে আঞ্চলিক বাণিজ্য জোট গঠন করেছে। এর ফলে এ অঞ্চলের মধ্যে যোগাযোগ ও বাণিজ্য বৃদ্ধি পাবে।

১৬. ইউরোপীয় ইউনিয়ন এর সাথে বাণিজ্য সম্পর্ক জোরদার সরার জন্য BW-EUJEC এর Trade Sub-Group এর সভা নিয়মিত অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

আমদানি ও অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য (আইআইটি) অনুবিভাগ

আমদানি কার্যক্রম সহজীকরণ ও সুষ্ঠু পরিচালনার নিমিত্ত বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের আমদানি ও অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য অনুবিভাগ হতে ত্রিবার্ষিক আমদানি নীতি প্রণয়ন করা হয়ে থাকে। এ অনুবিভাগ হতে অত্যাবশ্যকীয় ও নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য সরবরাহ ব্যবস্থা এবং মূল্য পরিস্থিতি পরিবীক্ষণ করা হয়। বাজারে নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের সরবরাহ ও মূল্য পরিস্থিতি অস্থিতিশীল হওয়ার উপক্রম হলে ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (টিসিবি) এর মাধ্যমে যৌক্তিক মূল্যে পণ্য সরবরাহ করে বাজার স্থিতিশীল রাখার কার্যক্রম গ্রহণ করাও এ অনুবিভাগের অন্যতম প্রধান কাজ। তাছাড়া, ব্যক্তিগত অস্ত্র ও সরকারি ও বেসরকারি বিমান আমদানির অনুমোদন দেয়া হয়। জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর, ইনস্টিটিউট অব কস্ট এন্ড ম্যানেজমেন্ট এ্যাকাউন্ট্যানস অব বাংলাদেশ (আইসিএমএবি), ইনস্টিটিউট অব চার্টার্ড এ্যাকাউন্ট্যানস অব বাংলাদেশ (আইসিএবি) এবং ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (টিসিবি) এর কার্যক্রম তত্ত্বাবধান করা এ অনুবিভাগের কাজ। পরিত্যক্ত বাণিজ্যিক সম্পত্তি ব্যবস্থাপনার কার্যাদিও এ অনুবিভাগ হতে তদারকি করা হয়।

২. বিগত ৭ (সাত) বছরে এ অনুবিভাগ কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম:

ক. বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করে ফল পাকানো বন্ধকরণের নিমিত্ত একটি গাইড লাইন প্রণয়ন করা হয়েছে। তাছাড়া জনস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর ফরমালিনের অপব্যবহার রোধকল্পে ফরমালিন আমদানি, উৎপাদন, পরিবহন, মজুদ, বিক্রয় ও ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের জন্য ফরমালিন নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৫ এবং ফরমালিন (আমদানি, উৎপাদন, পরিবহন, মজুদ ও বিক্রয়) নিয়ন্ত্রণ বিধিমালা, ২০১৫ প্রণয়ন করা হয়েছে।

খ. বিদেশী কুটনীতিক, বিদেশী সুবিধাভোগী ব্যক্তি, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আমদানি সংক্রান্ত সকল প্রকার অনুমতি প্রদানের কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে। বিদ্যুৎ বিভাগসহ অন্যান্য সরকারি দপ্তর হতে প্রাপ্ত বিভিন্ন এগ্রিমেন্ট এবং ড্রাফট কন্ট্রাক্ট ডকুমেন্টের উপর আমদানি নীতির আলোকে অনাপত্তি প্রদান করা হয়েছে।

গ. মুক্তবাজার অর্থনীতির সাথে সংগতি রেখে পণ্য ও সেবার উপর আরোপিত প্রতিবন্ধকতা যথাসম্ভব দূর করে ভোক্তার নিকট মানসম্মত পণ্য ন্যায্য মূল্যে সরবরাহ, রপ্তানি শিল্পের প্রসার ও বিকাশে সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগসহ সকল বিনিয়োগের ক্ষেত্রে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি, রপ্তানি বিকল্প দেশীয় শিল্পের প্রসার ও সংরক্ষণ, রপ্তানিমুখী শিল্পের কাঁচামাল ও অন্যান্য উপকরণ সহজলভ্যকরণ, ব্যবসাবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি ইত্যাদির পাশাপাশি ডব্লিউটিও এর বিধি-নিষেধ, আঞ্চলিক, বহুপাক্ষিক ও দ্বি-পাক্ষিক চুক্তি/প্রতিশ্রুতির বিষয়গুলো বিবেচনায় এনে আমদানি নীতি আদেশ, ২০১২-২০১৫ এবং পরবর্তীতে তা হালনাগাদ করে আমদানি নীতি আদেশ, ২০১৫-১৮ প্রণয়ন করা হয়েছে।

ঘ. ২০০৯-২০১৫ পর্যন্ত ব্যক্তিগত পর্যায়ে ৯৮৫টি আগ্নেয়াস্ত্র আমদানির অনুমতি প্রদান করা হয়েছে এবং ২০০৯-২০১৫ পর্যন্ত ৫৯টি নতুন ও পুরাতন বিমান আমদানি অনুমতি প্রদান করা হয়েছে।

ঙ. ব্যক্তিগত পর্যায়ে ৬৬৭ টি আগ্নেয়াস্ত্র এবং ৪০টি নতুন/পুরাতন বিমান আমদানির অনুমতি প্রদান করা হয়েছে।

চ. ভোক্তা সাধারণের স্বার্থ সংরক্ষণে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯ প্রণয়ন করা হয়েছে। এ আইনটি যথাযথভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর এবং অধিদপ্তরকে কার্যকর দিক নির্দেশনা প্রদানের জন্য জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ পরিষদ গঠন করা হয়েছে। ইতোমধ্যে অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়সহ ৭(সাত) টি বিভাগীয় কার্যালয় ও ৯(নয়)টি জেলা কার্যালয় স্থাপন করা হয়েছে।

ছ. বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত ১৪টি মনিটরিং টিমের মাধ্যমে ঢাকা মহানগরীর বাজার মনিটরিং কার্যক্রম অব্যাহত রাখা হয়েছে। পবিত্র রমজান মাস ও ঈদ-উল-ফিতর উপলক্ষে প্রতিদিন দুটি করে টিম বাজার মনিটরিংয়ে নিয়োজিত ছিল। জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর এবং জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের মাধ্যমে মহানগর, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে বাজার মনিটরিং ও মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হয়েছে। পবিত্র রমজান মাস, ঈদ-উল-ফিতর, ঈদ-উল-আযহা, দুর্গাপূজা ও অন্যান্য ধর্মীয় উৎসবে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের বর্ধিত চাহিদার বিপরীতে সরবরাহ স্থিতিশীল ও মূল্য যৌক্তিক পর্যায়ে রাখার জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, নৌ পরিবহণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ ব্যাংক ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের মাধ্যমে সমুদ্র বন্দরে পণ্য দ্রুত শুল্কায়ন ও খালাস, অভ্যন্তরীণ নৌ পথ ও সড়ক পথে পণ্যের অবাধ পরিবহণ এবং স্থল বন্দরের মাধ্যমে পার্শ্ববর্তী দেশ হতে পণ্য আমদানি নিরবচ্ছিন্ন রাখার ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।

জ. বিগত পাঁচ বছর নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীণ বাজার বিশ্লেষণ এবং স্টেকহোল্ডার যেমনঃ আমদানিকারক, পাইকারি ও খুচরা ব্যবসায়ী, বিভিন্ন এসোসিয়েশনের নেতৃবৃন্দ ও গোয়েন্দা সংস্থার সাথে সভা করে প্রয়োজনীয় পণ্যের আমদানির ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।

ঝ. এস.আর.ও নং ২৫৯-আইন/২০১২ এর মাধ্যমে পিঁয়াজ, রসুন, মশুর ডাল, ছোলা, শুকনামরিচ, দারুচিনি, লবঙ্গ, এলাচ, ধনিয়া, জিরা, আদা, হলুদ, তেজপাতা, সয়াবিন তেল, পামঅয়েল, চিনি খাবার লবন (বিট লবন ব্যতীত)- এ ১৭টি পণ্যকে অত্যাবশ্যকীয় পণ্য ঘোষণাকরে দ্রব্যমূল্য সহনীয় পর্যায়ে রাখা নিশ্চিত করছে।

ঞ. এস.আর.ও নং- ৩৩৪-আইন/২০১২ এর মাধ্যমে সোনার গহনা তৈরি ও জুয়েলারি ব্যবসা এবং এস.আর.ও নং ৩৩৫-আইন/২০১২ এর মাধ্যমে Iron & Steel materials, Cement, Cotton cloth (wholesale), Cotton cloth (retail), Cotton yarn (wholesale), Cotton yarn (retail), Milk food, Cigarette (wholesaler & distributor) - এ ০৮টি অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের ব্যবসার লাইসেন্স ফি, ডুপিন্নকেট লাইসেন্স ফি ও লাইসেন্স নবায়ন ফি পুনঃনির্ধারণ করে রাজস্ব বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

৩. আমদানি ও অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য অনুবিভাগের অর্জন:

ক. বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ ব্যাংক, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সার্বিক সহায়তায় রপ্তানিমুখী পোশাক শিল্পসহ সকল শিল্প কারখানায় ব্যবহারের জন্য আমদানিকৃত মূলধনী যন্ত্রপাতি দ্রুততম সময়ে শুল্কায়ন ও খালাস ব্যবস্থা নিশ্চিত করে আমদানি কার্যক্রম নিরবিচ্ছিন্ন রাখা হয়েছে।

খ. বিগত পাঁচ (২০০৯-২০১৩) বৎসর রমজান মাস, ঈদ-উল ফিতর, দুর্গাপূজা ও অন্যান্য ধর্মীয় উৎসবসহ বৎসরব্যাপী নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের বাজার স্থিতিশীল ছিল।

গ. ৬৪ টি জেলায় জেলা ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ কমিটি গঠন করে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ বাস্তবায়নের ফলে ক্রেতা ও বিক্রেতাদের মধ্যে এ আইন সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি হয়েছে এবং ভোক্তা সাধারণ আইনের সুফল পেতে শুরু করেছেন।

বাণিজ্য সংগঠন (টিও) দপ্তর

বাংলাদেশে বিদ্যমান বিভিন্ন বাণিজ্য সংগঠন বিশেষ করে চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজসমূহ এবং দেশ ভিত্তিক বিভিন্ন Foreign Chambers/এসোসিয়েশনসমূহ পরিচালক, বাণিজ্য সংগঠন এর তত্ত্বাবধানে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। দেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিসহ বৈদেশিক বিনিয়োগ আকর্ষণ এবং রপ্তানি আয় বৃদ্ধিতে বাণিজ্যিক সংগঠনসমূহ কার্যকর ভূমিকা পালন করছে। মন্ত্রণালয়ের পরিচালক, বাণিজ্য সংগঠন, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের উক্ত সংগঠনসমূহের সৃজন এবং তাদের পরিচালনা সুগম করার লক্ষ্যে কাজ করে।

২. কার্যাবলী:

ক. বাণিজ্য সংগঠনসমূহকে লাইসেন্স প্রদান;

খ. লাইসেন্স প্রাপ্ত সংগঠনগুলোর সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধি মোতাবেক পরিচালনা নিশ্চিতকরণ;

গ. সংগঠন যথাযথভাবে ব্যবস্থাপিত না হলে নির্বাহী কমিটি বাতিলপূর্বক প্রশাসক নিয়োগ;

ঘ. যুক্তিসংগত কারণে কোন সংগঠন নির্বাচন অনুষ্ঠানে ব্যর্থ হলে কমিটির মেয়াদ বৃদ্ধিকরণ;

ঙ. সংগঠনসমূহের অডিট রিপোর্ট, বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ নিশ্চিতকরণ;

চ. সংগঠনসমূহের নির্বাচন পদ্ধতিসহ যাবতীয় প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রন;

ছ. বাণিজ্য সংগঠন সংক্রান্ত নতুন আইন প্রণয়ন ও আইনের সংশোধন; এবং

জ. কোম্পানি আইন ১৯৯৪ এর ২৮ ধারা অনুসারে মুনাফা ব্যতীত প্রি উদ্দেশ্যে গঠিত সমিতির লাইসেন্স প্রদান।

৩. বাণিজ্য সংগঠন এর সাত বছরে (২০০৯-২০১৫) সম্পাদিত কার্যাবলী:

ক. বাণিজ্য সংগঠন (টি,ও) লাইসেন্স প্রদান:

বাণিজ্য সংগঠন দপ্তর হতে ২০০৯-২০১৫ অর্থবছরে ইস্যুকৃত ও বাতিলকৃত লাইসেন্সের সংখ্যা নিম্নে দেখানো হলো:

অর্থ বছর	বাণিজ্য সংগঠন অধ্যাদেশ, ১৯৬১ এর আওতায় প্রদানকৃত লাইসেন্সের সংখ্যা	কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ এর ২৮ ধারার আওতায় প্রদানকৃত লাইসেন্সের সংখ্যা	মোট ইস্যুকৃত লাইসেন্স	বাতিলকৃত লাইসেন্সের সংখ্যা
২০০৯-২০১৫	১৮৫	৩৮	২২৩	০৪

খ. বাণিজ্য সংগঠন এর অর্জনসমূহ

অ. মাল্টি লেভেল মার্কেটিং কার্যক্রম (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৩ প্রণয়ন;

আ.মাল্টি লেভেল মার্কেটিং কার্যক্রম (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০১৪ প্রণয়ন;

ই. The Partnership (Amendment) Act, 2013 প্রণয়ন;

ঈ.The Societies Registration (Amendment) Act, 2013 প্রণয়ন।

গ. আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত চলমান উল্লেখযোগ্য অন্যান্য কার্যক্রম: দেশের বাণিজ্য সংগঠনসমূহের সাথে সংশ্লিষ্ট আইনসমূহকে যুগোপযোগী ও অধিকতর ব্যবসাবান্ধব করার নিমিত্ত এই দপ্তর হতে নিম্নোক্ত আইনসমূহ নতুন করে প্রণয়নের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়:

অ. নতুন কোম্পানি আইন, প্রণয়নের নিমিত্ত খসড়া আইন প্রণীত হয়েছে;

আ. নতুন বাণিজ্য সংগঠন আইন প্রণয়নের নিমিত্ত খসড়া আইন প্রণীত হয়েছে।

পরিকল্পনা সেল

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের আওতায় কোন বিনিয়োগ প্রকল্প নেই। উন্নয়ন সহযোগীদের মাধ্যমে **২০০৯**-২০১৫ সময়ে ৪টি কারিগরি সহায়তা প্রকল্প সরাসরি বাস্তবায়িত হয়েছে। এ ছাড়াও উক্ত সময় থেকে ৪টি প্রকল্প চলমান রয়েছে। সকল প্রকল্পের অর্থ ছাড়, অর্থ ব্যয়সহ সকল কার্যক্রম উন্নয়ন সহযোগীগণ নিজ তত্ত্বাবধানে করে থাকেন। এসব প্রকল্পের মাধ্যমে বাণিজ্য নীতি প্রণয়নে পরামর্শক সেবা, তৈরি পোশাক রপ্তানির ক্ষক্ষত্রে কমপস্নায়েন্সসমূহ পূরণ, এ শিল্পের ফ্যাশন-ডিজাইন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান এবং রপ্তানি বাজার সম্প্রসারণ ও পণ্য বহুমূখীকরণের কাজ চলছে।

গত ৭ বছরে সমাপ্ত প্রকল্পসমূহ:

১. Bangladesh Leather Services Center

২. Readymade Garments Trade Promotion

৩. Strengthening the Office of the Focal point (WTO Cell of the Ministry of Commerce) in
Promoting and Diversifying the Trade

৪. Developing Business Services Markets in Bangladesh (Phase-II)

৫. Bangladesh Trade Policy Support Programme (BTPSP)

৬. Support to Bangladesh RMG Sector under BWTG Component of BEST Programme

৭. Promotion of Social and Environmental Standards in the Industry (PSES)

৮. Bangladesh Economic Growth Programme (BEGP)

৯. Raising Transparency in Textile & Garment Value Chains

উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন প্রকল্প:

১. প্রকল্পের নাম : Agri-business for Trade Competitiveness Project (ATC-P)
বাস্তবায়নকাল : অক্টোবর ২০১৩ হতে মার্চ, ২০১৭
প্রকল্প ব্যয় : ২২৮৪২.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি: ৪২.০০; প্র.সা: ২২৮০০.০০)
অর্জিত সাফল্য : এ প্রকল্পের মাধ্যমে ডিসেম্বর, ২০১৫ পর্যন্ত ৩৬টি স্টাডি, ২৭০টি ওয়ার্কশপ, ১০২৫টি ক্যাপাসিটি বিল্ডিং ও ১৪৩১টি প্রমোশনাল কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে। এসব কার্যক্রমের মাধ্যমে দেশের ১০০টি উপজেলার কৃষি ও মৎস্য সেক্টরের প্রায় ৬ লক্ষ সুবিধাভোগী পণ্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণের বিষয়ে উপকৃত হয়েছে।

২. প্রকল্পের নাম : Bangladesh-China Friendship Exhibition Center
বাস্তবায়নকাল : জুলাই ২০১৫ হতে জুন, ২০১৮
প্রকল্প ব্যয় : ৭৯৬০১.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি:১৩৮১৮.০০; প্র.সা: ৬২৫৭০.০০, ইপিবি: ৩২১৩.০০)
অর্জিত সাফল্য : প্রতিটি ৯ বর্গমিটার আয়তন বিশিষ্ট ৮০৬ টি বুথ সম্বলিত ২ টি বড় হল রুম নির্মাণ; সম্মেলন কক্ষ, প্রেস সেন্টার, সভা কক্ষ, বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্র, অভ্যর্থনা কেন্দ্র, সার্ভিস রুম, সাব-স্টেশন ইত্যাদিসহ আনুষঙ্গিক কাজ; ১৫০০ কার পার্কিং এর

ব্যবস্থাকরণ; মাতৃ কর্ণার ও শিশুদের জন্য বিনোদন কর্ণারের ব্যবস্থা।

৩. প্রকল্পের নাম : **Economic opportunities and sexual & reproductive health and rights-a pathway to empowering girls and women in Bangladesh**

বাস্তবায়নকাল : এপ্রিল ২০১৩ হতে ডিসেম্বর, ২০১৬

প্রকল্প ব্যয় : ৪৩২.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি: ৬৩.০০; প্র.সা: ৩৬৯.০০)

অর্জিত সাফল্য : প্রকল্পের আওতায় সিলেট, সুনামগঞ্জ ও মৌলভীবাজারে ৩০০ ক্ষুদ্র নারী উদ্যোক্তা তৈরীর উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে ডিসেম্বর, ২০১৫ পর্যন্ত ২১০ জন ক্ষুদ্র নারী উদ্যোক্তা ট্রেড লাইসেন্স গ্রহণ করেছেন; ১২৫ জন উদ্যোক্তা Bangladesh Women Chamber of Commerce and Industry (BWCCI) এর সদস্য পদ গ্রহণ করেছেন এবং ২১ জন নারী উদ্যোক্তা ব্যবসা পরিচালনার লক্ষ্যে এসএমই ঋণ গ্রহণ করেছেন।

৪. প্রকল্পের নাম : **Promotion of Social and Environmental Standards in the Industry (PSES-II)**

বাস্তবায়নকাল : নভেম্বর, ২০১৫ হতে সেপ্টেম্বর, ২০১৭

প্রকল্প ব্যয় : ৫৩৫৪.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি: ৯০.০০; প্র.সা: ৫২৬৪.০০)

অর্জিত সাফল্য : বাংলাদেশ শ্রমনীতি অনুযায়ী ২০০ কারখানার সামাজিক মান উন্নয়নে সহায়তা করা;১৫০ টি কারখানার পরিবেশগত মান উন্নয়নে সহায়তা করা;১০০ টি কারখানায় পিছিয়ে পড়া (inclusive) শ্রমিকদের দক্ষতা উন্নয়ন;১টি তৈরী পোশাক cluster এ একটি মিনি ফায়ার ব্রিগেড সরবরাহ ও স্থাপন।

বিশেষ উদ্যোগ/প্রকল্প:

প্রকল্পের নাম : **Garment Industry Park**

উদ্যোগী মন্ত্রণালয় : বাণিজ্য মন্ত্রণালয়

বাস্তবায়নকারী সংস্থা : BGMEA

মোট প্রাক্কলিত ব্যয় : ২.৩ বিলিয়ন ডলার (প্রায়)

প্রয়োজনীয় জমির পরিমাণ : ৫৩০.৭৮ একর

প্রকল্প এলাকা : গজারিয়া, মুন্সীগঞ্জ

প্রকল্পের প্রধান কার্যক্রম : ২৫৩টি কারখানা স্থাপন, আইটি পার্ক, ডে-কেয়ার সেন্টার, ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট, ডাম্পিং ইয়ার্ড, লেক, হাসপাতাল ইত্যাদি

সমাপ্তির সম্ভাব্য তারিখ : তিন (৩) ধাপে প্রকল্পের কাজ ২০২২ সালের মধ্যে সমাপ্তির আশা করা যাচ্ছে

সর্বশেষ অবস্থা : ২০১৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে মুন্সিগঞ্জ জেলার গজারিয়া উপজেলায় ৫৩০.৭৮ একর জমির উপর গার্মেন্টস শিল্প পার্ক

স্থাপনের সিদ্ধান্ত হয়। শিল্প পার্কটি বাস্তবায়নকারী সংস্থা হিসাবে BGMEA-কে দায়িত্ব দেয়া হয়। BGMEA -এর পক্ষে এত বড় প্রকল্পে অর্থায়ন করা সম্ভব হবে না প্রতীয়মান হওয়ায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর চীন সফর কালে এ প্রকল্পে বিনিয়োগে BGMEA-এর অংশীদার হিসাবে ১০ জুন,২০১৪ তারিখে BGMEA-এর সাথে একটি চীনা কোম্পানি Orient International Holding Ltd. (OIH) এর MoU স্বাক্ষর হয়। এরই ধারাবাহিকতায় ১৩ ডিসেম্বর, ২০১৪ তারিখে BGMEA এবং Orient International Holding Ltd.(OIH) এর মধ্যে একটি Framework Agreement স্বাক্ষর হয়। Framework Agreement এর অন্যতম শর্ত হলো BGMEA এবং OIH Ltd. একটি Joint Venture কোম্পানি গঠন করবে। কোম্পানির নাম হবে "China ORIENT-BGMEA Garment Industry Park Company Ltd". Joint Venture হিসাবে কোম্পানি নিবন্ধনের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (ডব্লিউটিও) সেল

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের ডব্লিউটিও সেল বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (ডব্লিউটিও) সংক্রান্ত সকল প্রকার কার্যক্রম পরিচালনা করে। এ কার্যক্রমের মধ্যে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ডব্লিউটিও'র বিধি-বিধান বাস্তবায়ন ও প্রতিপালনে সহায়তা করা, ডব্লিউটিও'র আওতায় প্রাপ্ত বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা কাজে লাগানো, ডব্লিউটিও সংক্রান্ত বিষয়ে সার্বিক সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কাজ করা, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ব্যবস্থায় দেশের স্বার্থ সংরক্ষণ করাসহ অধিকতর বাজার সুবিধা অর্জনের লক্ষ্যে কাজ করা, বিভিন্ন ইস্যুতে দেশের অবস্থান

নির্ধারণ করে নেগোসিয়েশনে অংশগ্রহণ করা অন্যতম। বিগত ০৭ (সাত)বছর ডব্লিউটিও সেল ডব্লিউটিও সংশ্লিষ্ট যে সকল উল্লেখযোগ্য কার্য সম্পাদন করেছে তা সংক্ষেপে নিম্নে তুলে ধরা হলো:

ক. ডব্লিউটিও সিস্টেম একটি রুল-বেইজড সিস্টেম। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রতিটি ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট এগ্রিমেন্ট ও বিধি বিধান প্রণয়ন করা হয়েছে, যাতে সহজে ও সুষ্ঠভাবে দ্রুততম সময়ে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্পন্ন করা সম্ভব হয়। এ সকল বিধি- বিধান একদিকে প্রচুর সুযোগ সৃষ্টি করেছে, অন্যদিকে প্রতিটি সদস্য দেশের জন্য দায়-দায়িত্বও তেরী করেছে। এ সকল বিষয়ের সঙ্গে সরকারি ও বেসরকারিখাতের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সংস্থা জড়িত। তাদেরকে ডব্লিউটিও সিস্টেমের সুযোগ-সুবিধা ও দায়- দায়িত্ব সর্ম্পক অবহিত করা, বিভিন্ন ইস্যুতে মতামত প্রদান করা এবং সচেতন করা ডব্লিউটিও সেলের একটি চলমান কার্যক্রম এবং অব্যাহত ভাবে এ জাতীয় কার্যাদি করা হচ্ছে।

খ. ডব্লিউটিও'র বিভিন্ন বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ডব্লিউটিও'র টেকনিক্যাল এসিসট্যান্স প্রোগ্রামের আওতায় ডব্লিউটিও সেল প্রতি বছর এক বা একাধিক ওর্য়াকশপ/ প্রশিক্ষণ কর্মসূচি আয়োজন করে । গত বছর গুলোতে ট্রিপস, এসপিএস, নোটিফিকেশন, ট্রেড ইন সার্ভিসেস, নন-এগ্রিকালচার মার্কেট একসেস (নামা), Enhanced Integrated Framework (EIF), Trade Facilitation Agreement সহ ডব্লিউটিও'র বিভিন্ন বিষয়ে ওয়ার্কশপ আয়োজন করা হয়। অধিকন্তু ডব্লিউটিও সম্পর্কিত বিষয়ের উপর ৩০ জন মাননীয় সংসদ সদস্যদের নিয়ে ০২ (দুই) দিন ব্যাপী একটি ওয়ার্কশপেরও আয়োজন করা হয়।

গ. ডব্লিউটিও'র সকল কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য বিষয়ভিত্তিক ০৭ (সাত) টি ওয়ার্কিং গ্রুপ আছে। বিষয় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের একজন উর্দ্ধতন কর্মকর্তা প্রতিটি ওয়ার্কি গ্রুপের আহবায়কের দায়িত্ব পালন করেন। ডব্লিউটিও সেল প্রতিটি ওয়ার্কিং গ্রুপের সাচিবিক দায়ত্বি পালন করে। তাই ওয়ার্কিং গ্রুপগুলোর নিয়মিত সভার আয়োজন ও বিষয় ভিত্তিক বাংলাদেশের অবস্থান পত্র প্রস্তুত করা ডব্লিউটিও সেলের একটি চলমান কার্যক্রম এবং অব্যাহত ভাবে এ কার্যক্রম সম্পন্ন করা হচ্ছে ।

ঘ. গত ২০০৯ সালে জেনেভায় অনুষ্ঠিত ডব্লিউটিও'র ৭ম মিনিস্টেরিয়াল কনফারেন্সে মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রীর নেতৃত্বে বাংলাদেশের প্রতিনিধিদল অংশগ্রহণ করে এবং উন্নত বিশ্বের বাজারে বাংলাদেশী পণ্যের শুল্ক-মুক্ত ও কোটা-মুক্ত প্রবেশাধিকার, এবং সার্ভিস খাতে ''মোড-৪'' এর আওতায় বাংলাদেশী জনশক্তি রপ্তানির অধিকতর সুযোগ সৃষ্টির জন্য বাংলাদেশ প্রতিনিধিদল প্রচেষ্টা চালায়।

ঙ. বাংলাদেশ ২০০৯ সালের নভেম্বর মাসে স্বল্পোন্নত দেশসমূহের বাণিজ্যিক সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ৬টি আন্তর্জাতিক সংস্থার (ডব্লিউটিও, আংকটাড, আইটিসি, ইউএনডিপি, বিশ্ব ব্যাংক, আইএমএফ) যৌথ উদ্যোগে গঠিত Enhanced Integrated Framework (EIF) কর্মসূচিতে যোগদান করে। এর আওতায় বাংলাদেশের বাণিজ্য সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে Diagnostic Trade Integration Study (DTIS) সম্পন্ন করা হয় । এ স্ট্যাডির মাধ্যমে দেশের

বাণিজ্য ব্যবস্থায় বিদ্যমান প্রতিবন্ধকতাসমূহ চিহ্নিত করে একটি অগ্রাধিকার ভিত্তিক এ্যাকশন মেট্রিক্স প্রণয়ন করা হয়। বর্তমানে চিহ্নিত প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণের লক্ষ্যে Aid for Trade এর আওতায় বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহনের কার্যক্রম চলমান আছে ।

চ. মেধাস্বত্ব সংরক্ষণের জন্য বাংলাদেশের কারিগরি ও আর্থিক সহায়তার প্রয়োজনীয়তা নিরূপনপূর্বক TRIPS Need Assessments প্রতিবেদন বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থায় দাখিল করা হয়। ইতোমধ্যে সুইজারল্যান্ড, ইইউ (EU), ইউএসএ বাংলাদেশকে TRIPS সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য সহায়তা প্রদানের আশ্বাস দিয়েছে। এ বিষয়ে সুইজারল্যান্ড সরকারের সাথে বাংলাদেশ সরকারের একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। তাছাড়া বাংলাদেশ ১৫ মার্চ ২০১১ তারিখ TRIPS article 31 (f) & (h) সংশোধনসহ অনুসমর্থন (Ratify) করে।

ছ. ২০১১ সালের ১৫-১৭ ডিসেম্বর সময়কালে অনুষ্ঠিত ডব্লিউটিও'র ৮ম মিনিস্টেরিয়াল কনফারেন্সে বাংলাদেশ অংশগ্রহন করে। উল্লেখ্য ২০১১ সালে বাংলাদেশে এলডিসি গ্রুপের কো-অর্ডিনেটর হিসেবে দায়িত্ব পালন করে। বাংলাদেশের সুযোগ্য নেতৃত্বের কারনে সম্মেলনে স্বল্পোন্নত দেশের স্বার্থ সম্পর্কিত বিষয়ে কতিপয় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। যেমন-

অ. উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের বাজারে স্বল্পোন্নত দেশের সেবা খাতের জন্য অগ্রাধিকারমূলক বাজার সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে একটি ''ওয়েভার সিদ্ধান্ত'' গৃহীত হয় (এমএফএন ওয়েভার);

আ. স্বল্পোন্নত দেশের আবেদন প্রাপ্তির প্রেক্ষিতে ট্রিপস চুক্তির অব্যাহতির মেয়াদ জুলাই ২০১৩ সময়ের পরেও মেয়াদ বৃদ্ধির বিষয়টি পূর্ণাঙ্গভাবে বিবেচনা করা হবে; এবং

ই. ডব্লিউটিও তে স্বল্পোন্নত দেশের সদস্যভূক্তির প্রক্রিয়া সহজতর করা হয়।

জ. তুরস্ক তৈরি পোশাকের উপর সেভগার্ড ডিউটি আরোপের উদ্যোগ গ্রহণ করলে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের পক্ষে ডব্লিউটিও সেল বাংলাদেশের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করে। বাণিজ্য সচিব এর নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল তুরস্ক সফর করে এ সংক্রান্ত শুনানিতে অংশগ্রহণ করে এবং বাংলাদেশের রপ্তানির সংশ্লিষ্ট তথ্য ও উপাত্ত তুলে ধরে । ফলে তুরস্ক সরকার সেভগার্ড ডিউটি আরোপ থেকে বিরত থাকে ।

ঝ. ২০১২ সালে বাংলাদেশের ৪র্থ ট্রেড পলিসি রিভিউ (টিপিআর) অনুষ্ঠিত হয়। উল্লেখ্য নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর প্রতিটি ডব্লিউটিও সদস্যের টিপিআর অনুষ্ঠিত হয় ।বাংলাদেশের ক্ষেত্রে ৬(ছয়) বছর পর পর টিপিআর অনুষ্ঠিত হয় । টিপিআর একটি বিশাল কার্যকান্ড যা প্রায় এক বছর যাবত পরিচালনা করা হয় । এতে দেশের ব্যবসা বাণিজ্যের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল বিধি- বিধান, রীতি-নীতি পর্যালোচনা করে ডব্লিউটিও সচিবালয় একটি রির্পোট প্রণয়ন করে, পাশাপাশি বাংলাদেশ সরকারও একটি রির্পোট প্রণয়ন করে। এই দু'টি রির্পোট নিয়ে ২০১২ সালের ১৫-১৭ অক্টোবর সময়কালে সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় ডব্লিউটিও'র সচিবালয়ে বাংলাদেশের ৪র্থ ট্রেড পলিসি রিভিউ (টিপিআর) অনুষ্ঠিত হয়। বাণিজ্য সচিব মহোদয়ের নেতৃত্বে ১৫ সদস্য বিশিষ্ট এক প্রতিনিধিদল উল্লেখিত 'টিপিআর' সভায় অংশগ্রহণ করে। উল্লেখ্য, কোন সদস্য দেশের

বাণিজ্য সংক্রান্ত কর্মকান্ডে ডব্লিউটিও'র নিয়ম-নীতির সাথে কোন প্রকার অসঙ্গতি রয়েছে কিনা, তা 'টিপিআর' এর মাধ্যমে মূল্যায়ন করা হয়। ডব্লিউটিও'র বিধান অনুযায়ী শুধুমাত্র স্বচ্ছতা অনুশীলনের লক্ষ্যেই এ রিভিউ পরিচালনা করা হয়।

ঞ. ২০১৩ সালে ইন্দোনেশিয়ার বালিতে অনুষ্ঠিত ডব্লিউটিও'র নবম মিনিস্টারিয়েল কনফারেন্সে অনুষ্ঠিত হয়। বালি সম্মেলনে স্বল্পোন্নত দেশের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ০৪ (চার) টি বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এর মধ্যে শুল্ক- মুক্ত ও কোটা- মুক্ত বাজার সুবিধা , রুলস অব অরিজিন, এবং সার্ভিসেস ওয়েভার ইস্যুতে বাংলাদেশের সরাসরি স্বার্থ জড়িত রয়েছে। এ ৩ (তিন)টি বিষয়ে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

১. শুল্ক-মুক্ত ও কোটা- মুক্ত সুবিধা সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত মতে ২০০৫ সালে গৃহীত হংকং সিদ্ধান্ত অনুযায়ী যে সকল উন্নত দেশ এখনও কমপক্ষে ৯৭% পণ্যে শুল্ক-মুক্ত সুবিধা প্রদান করেনি তারা পরর্বতী মিনিস্টারিয়েল কনফারেন্সের পূর্বে তাদের বিদ্যমাণ শুল্ক-মুক্ত সুবিধা সংক্রান্ত স্কীমের পরিধি বৃদ্ধি করে বা Improve করে স্বল্পোন্নত দেশসমূহকে অধিকতর বাজার সুবিধা প্রদান করবে।উল্লেখ্য, বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্র ছাড়া সকল উন্নত দেশই প্রায় সকল পণ্যে শুল্ক সুবিধা প্রদান করছে। বালি সিদ্ধান্তমতে যুক্তরাষ্ট্র এখন পর্যন্ত তাদের বিদ্যমান শুল্ক-মুক্ত সুবিধা স্কীম এর পরিধি বৃদ্ধি করেনি । তবে শুল্ক-মুক্ত ও কোটা- মুক্ত সুবিধা সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে বাংলাদেশ অব্যাহতভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

২. রুলস অব অরিজিন সম্পর্কিত সিদ্ধান্তে শুল্ক-মুক্ত স্কীমের জন্য সহজ ও স্বচ্ছ রুলস অব অরিজিন প্রবর্তন করার জন্য একটি গাইড লাইন প্রণয়ন করা হয়। এই প্রথমবারের মতো স্বল্পোন্নত দেশের জন্য রুলস অব অরিজিন সম্পর্কে মাল্টিলেটারেল লেভেলে একটি গাইড লাইন প্রবর্তিত হয়।

৩. স্বল্পোন্নত দেশসমূহের অনুকূলে গৃহীত সার্ভিসেস ওয়েভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সার্ভিসেস কাউন্সিলকে নির্দেশ প্রদান করা হয়ে। অধিকন্তু, সকল দেশকে ওয়েভার সিদ্ধান্তের মাধ্যমে স্ব-প্রণোদিতভাবে প্রেফারেনশিয়াল মার্কেট একসেস প্রদানের জন্যও আহবান জানানো হয়।

ট. বালি সম্মেলনে ট্রেড ফেসিলিটেশন সম্পর্কে একটি নতুন ডব্লিউটিও এগ্রিমেন্ট সম্পাদিত হয়ে। এতে ব্যবসা- বাণিজ্যের খরচ ও সময় হ্রাস পাবে। বাণিজ্যিক কর্মকান্ড সহজতর হবে এবং ব্যবসা আরও 'কম্পিটিটিভ' হবে। এ চুক্তি বাস্তবায়িত হলে বাংলাদেশের আমদানি বাণিজ্য যেমন সহজতর হবে, তেমনি বিভিন্ন দেশ কর্তৃক ট্রেড ফেসিলিটেশন সিস্টেম উন্নত করা হলে আমাদের রপ্তানি বাণিজ্য লাভবান হবে। এগ্রিমেন্টটিতে স্বল্পোন্নত দেশসমূহকে বিশেষ সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থা রয়েছে। চুক্তিটি বাস্তবায়নে স্বল্পোন্নত দেশসমূহের জন্য যথেষ্ট ফ্ল্যাক্সিবিলিটি এবং সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

ঠ. সেবা খাতের বাণিজ্য বৃদ্দির উদ্দেশ্যে এবং এ খাতে বিদ্যমান সমস্যা ও সম্ভাবনা চিহ্নিত করার লক্ষ্যে UNCTAD এর সহায়তা বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ২০১৩ সালে বাংলাদেশের সেবা

খাতের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ও সম্ভাবনাময় খাতের বর্তমান নীতিমালা রিভিউ করার কার্যক্রম গ্রহণ করে। রিভিউর মাধ্যমে প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে সেবা খাতের বাণিজ্য বৃদ্ধির জন্য নতুন করে যুগোপযোগী নীতিমালা প্রণয়নের কার্যক্রম চলমান আছে ।

ড. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইউনাইটেড স্টেটস ট্রেড রিপ্রেজেন্টেটিভ (ইউএসটিআর)-এ গত ২৫ নভেম্বর, ২০১৩ তারিখে বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে 'ট্রেড এন্ড ইনভেস্টমেন্ট কো-অপারেশন ফোরাম এগ্রিমেন্ট (টিকফা) স্বাক্ষরিত হয়। উভয় দেশের অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়া শেষে গত ৩০ জানুয়ারি ২০১৪ হতে চুক্তিটি কার্যকর হয় । টিকফা চুক্তির ফলে উভয় দেশের মধ্যে নিয়মিত আলোচনার একটি ফোরাম প্রস্তুত হয়েছে। বাংলাদেশ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে ট্রেড এন্ড ইনভেস্টমেন্ট কো-অপারেশন ফোরাম এগ্রিমেন্ট (টিকফা) এর প্রথম দ্বিপাক্ষিক সভা গত ২৮ এপ্রিল ২০১৪ তারিখে বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হয়। টিকফা ফোরামের দ্বিতীয় সভা গত ২৩-২৪ নভেম্বর ২০১৫ তারিখ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অনুষ্ঠিত হয়। দ্বিপাক্ষিক সভায় ''GSP Action Plan" পর্যালোচনাসহ বাংলাদেশের সাথে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য, বাংলাদেশে মার্কিন বিনিয়োগ ও টেকনোলজি ট্রান্সফার, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে বাংলাদেশী পণ্য ও সেবার বাজার সম্প্রসারণ, বালি প্যাকেজ বাস্তবায়ন এবং ইস্তাম্বুল প্লান অব এ্যাকশন বিষয়ে বাংলাদেশের পক্ষে আলোকপাত করা হয়। অন্যদিকে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক Tariffs on Fire, Electrical and Structural Safety Equipment, Public Tender Specifications, Double Fumigation, cotton, Diabetes Drugs, Currency Issues, Delayed Payment, Intellectual Property Rights (IPR), Regional Economic Development, TICFA Labour Affairs Committee TICFA Women's এবং Economic Empowerment Committee গঠনের বিষয়ে আলোচনা করা হয়। উক্ত ফোরামে দ্বিপাক্ষিক আলোচনার মাধ্যমে বাংলাদেশ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকার বাণিজ্যিক ও বিনিয়োগ সংক্রান্ত ইস্যুতে তাদের নিজ নিজ অবস্থান তুলে ধরে এবং প্রয়োজনীয় তথ্যাদি বিনিময় করে। এতে করে উভয় দেশের বাণিজ্যিক ও বিনিয়োগ সম্পর্ক অনেকাংশে বৃদ্ধি পাবে মর্মে আশা করা যায়।

ঢ. বাংলাদেশ চতুর্থ বারের মত গত ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ হতে ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ তারিখ পর্যন্ত এলডিসি গ্রুপ কো-অর্ডিনেটর হিসেবে দায়িত্ব পালন করে। LDC Coordinatorship-এর দায়িত্ব গ্রহণের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এলডিসি গ্রুপ এর কো-অর্ডিনেটর হিসেবে বাংলাদেশ ঔষধ শিল্পের ক্ষেত্রে অব্যাহতির মেয়াদ বৃদ্ধি, রুলস অব অরিজিন সংক্রান্ত একটি গাইড লাইন প্রণয়ন এবং সার্ভিস ওয়েভারে মেয়াদ বৃদ্ধিসহ স্বল্পোন্নত দেশের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে নেগোসিয়েশনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে।

ণ. ২০১৫ সালের ১৫-১৮ ডিসেম্বর সময়কালে কেনিয়ার নাইরোবিতে ডব্লিউটিও'র ১০ম মিনিস্টারিয়েল কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়। মাননীয় বাণিজ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে বাংলাদেশের ২৪ সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল অংশগ্রহণ করে । এ সময়ে বাংলাদেশ এলডিসি গ্রুপের কো-অর্ডিনেটর থাকায় সম্মেলনে বাংলাদেশের মাননীয় বাণিজ্যমন্ত্রী এলডিসি গ্রুপের নেতৃত্ব দেন। মিনিস্টিরিয়ালে স্বল্পোন্নত দেশসহ বড় দেশগুলোর মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে

মতানৈক্য থাকা সত্বেও বাণিজ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে সর্বসম্মতভাবে স্বল্পোন্নতদেশের অনুকূল একটি ঘোষণাপত্র গ্রহন করতে সক্ষম হয় ।

ত. ঘোষণাপত্রে স্বল্পোন্নত দেশগুলোর জন্য কার্যকর বাজার সুবিধাসহ প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বাণিজ্যিক কার্যকর করার অঙ্গিকার করা হয়। তাছাড়া, TPP এর মত বৃহৎ আঞ্চলিক বাণিজ্য চুক্তিসমূহ যাতে ডব্লিউটিও'র মূলনীতি ও দর্শনের ব্যত্যয় না ঘটায় এবং অন্যান্য দেশ, বিশেষ করে স্বল্পোন্নত দেশসমূহের ক্ষতির কারণ না হয়ে দাঁড়ায়, সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়টিও সম্মেলনের ঘোষণাপত্রে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের মধ্যে স্বল্পোন্নত দেশসমূহের অনুকুলে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দু'টি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। একটি হচ্ছে Rules of Origin এ Outsoucing সংক্রান্ত এবং অপরটি হচ্ছে সেবাখাতের বাণিজ্যে স্বল্পোন্নত দেশসমূহকে Preferential Market Access প্রদান সংক্রান্ত। এছাড়া বাংলাদেশের অব্যাহত প্রচেষ্ঠার ফলে ২০৩৩ সাল পর্যন্ত ঔষধের ক্ষেত্রে মেধাসত্ব সংক্রান্ত অব্যাহতি লাভ করা সম্ভব হয়।

থ. Preferential Market Access, বিশেষ করে শুল্কমুক্ত ও কোটামুক্ত বাজার সুবিধা কার্যকরভাবে ব্যবহারের ক্ষেত্রে Rules of Origin অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। Rules of Origin এর শর্তাদি কঠিন হলে অনেক ভাল স্কীম থেকেও কোন সুবিধা ভোগ করা যায় না। এ কারণে বাংলাদেশসহ স্বল্পোন্নত দেশসমূহ সব সময় সহজ ও স্বচ্ছ Rules of Origin এর জন্য নেগোসিয়েশন করে আসছে। তারই ধারাবাহিকতায় নাইরোবিতে সহজ ও স্বচ্ছ Rules of Origin প্রণয়নের লক্ষ্যে একটি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এর ফলে শুল্ক-মুক্ত ও কোটা-মুক্ত সুবিধার সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। এ সিদ্ধান্তের ফলে শতকরা ৭৫ ভাগ কাঁচামাল Outsourcing করে পণ্য প্রস্তুতপূর্বক প্রদত্ত সুবিধার আওতায় রপ্তানি করা সম্ভব হবে। তাছাড়া, গার্মেন্টস, কেমিক্যালস এবং প্রক্রিয়াজাত কৃষিপণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে Single stage transformation এর সুবিধা পাওয়া যাবে।

দ. সেবাখাতে স্বল্পোন্নত দেশসমূহকে অগ্রাধিকারমূলক বাজার সুবিধা (Preferential Market Access) প্রদানের ক্ষেত্রে প্রদত্ত Waiver এর মেয়াদ ২০৩০ সাল পর্যন্ত বর্ধিত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় । এ সিদ্ধান্তটি বাংলাদেশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, সেবাখাতের বাণিজ্যে, বিশেষ করে মানব-সম্পদ নির্ভর সেবাখাতের বাণিজ্যে, বাংলাদেশের প্রচুর সম্ভবনা রয়েছে। নাইরোবিতে গৃহীত সিদ্ধান্তের ফলে সেবাখাতের Mode-4 এর আওতায় জনশক্তি রপ্তানিসহ জনশক্তি নির্ভর সেবা রপ্তানিতে বাংলাদেশের সুবিধা হবে।

অ. ঔষধের ক্ষেত্রে মেধাস্বত্ব সংক্রান্ত অব্যাহতির মেয়াদ ২০৩৩ সাল পর্যন্ত বর্ধিত করা। এতে বাংলাদেশের ঔষধ শিল্পের বিকাশ ত্বরান্বিত হবে। পাশাপাশি কোটি কোটি জনগণের, বিশেষ করে দরিদ্র জনগণের জন্য সূলভ মূল্যে ঔষধ প্রাপ্তি নিশ্চিত হবে। তাছাড়া, স্বল্পোন্নত দেশের জন্য কৃষি পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে অভ্যন্তরীণ পরিবহনে ২০৩০ সাল পর্যন্ত ভর্তুকী প্রদানের সিদ্ধান্ত হয়েছে।

আ. সম্মেলনের কার্যক্রমের পাশাপাশি মাননীয় বাণিজ্যমন্ত্রী এবং বাংলাদেশ প্রতিনিধিদল সদস্যগণ বেশ কিছু Side Events, যেমন, China Round Table, EIF Phase-II

Pledging Conference, Liberia এবং Afghanistan এর Accession session-এ অংশগ্রহণ করেন। তাছাড়া, তাঁরা বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রধানদের সাথে এবং USTR সহ বিভিন্ন দেশের বাণিজ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে দ্বি-পাক্ষিক সভায় মিলিত হন। এ সকল সভায় বাংলাদেশ প্রতিনিধিদল বাংলাদেশের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি ছাড়াও Coordinator হিসেবে এলডিসি ইস্যুসমূহ তুলে ধরেন।

রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি)

১. One District One Product (ODOP) কর্মসূচী বাস্তবায়ন: এ কর্মসূচীর মাধ্যমে অধিক মূল্য সংযোজিত উচ্চ মূল্যের কৃষিজ পণ্যের রপ্তানি উন্নয়ন সম্ভব হবে। পরিবেশ ও কৃষির জন্য ক্ষতিকর পণ্যের রপ্তানি উন্নয়ন কার্যক্রম পরিহারপূর্বক গ্রামীণ জনগোষ্ঠী বিশেষ করে গ্রামীণ মহিলাদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং গ্রামীণ অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়ক রপ্তানি পণ্য চিহ্নিতকরণ ও উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্যে নতুন পণ্য হিসেবে আগর সামগ্রী অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। সাত বছরে এ খাতে রপ্তানি আয় হয়েছে:

অর্থ বছর	রপ্তানি (মাঃ ডঃ)
২০০৯-২০১০	৫৫,৬৮৪
২০১০-২০১১	৪২,৬৫৮
২০১১-২০১২	৫৩, ৯৯৩
২০১২-২০১৩	৬৫,১০৭
২০১৩-২০১৪	২৭,৭২১

২০১৪-২০১৫	১,৫২,২৩১
২০১৫-২০১৬	১,২২,৭৬২

ক. শীঘ্রই এ পণ্যটির বিপণন শুরু করা হবে। এতে রপ্তানি পণ্য তালিকায় নতুন একটি পণ্য সংযোজিত হবে এবং শ্রমিকের অভিবাসন ব্যতিরেকে উল্লেখযোগ্য নারী শ্রমিকের

কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা সম্ভব হবে।

হোটেল রুপসী বাংলা ঢাকায় অনুষ্ঠিত Environmentally Friendly Leather Industry শীর্ষক সেমিনার

খ. কাঁচা রাবার সংগ্রহ প্রক্রিয়া উন্নয়নের মাধ্যমে রাবার খাতে রপ্তানি আয় বৃদ্ধি পাবে এবং রাবার চাষ সম্প্রসারণের মাধ্যমে রাবারকে নির্ভরশীল রপ্তানি খাতে পরিণত করা সম্ভব হবে।

২. জাহাজ-এর রপ্তানি উন্নয়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম:

ক. জাহাজ নির্মাণ খাতের রপ্তানি উন্নয়নে করণীয় বিষয়ে Export of Ship from Bangladesh: Problems and Prospects শিরোনামে একটি মৌলিক প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে।

খ. প্রতিবেদনের সুপারিশ বাস্তবায়নের জন্য ভাইস-চেয়ারম্যান, রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোকে আহবায়ক করে একটি ষ্ট্যান্ডিং কমিটি গঠন করা হয়েছে।

গ. এই শিল্পের রপ্তানি উন্নয়নে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ নিম্নরূপ:

অ.রপ্তানিমূখী জাহাজ নির্মাণে স্বল্প সুদে ঋণ দানের জন্য ২০০কোটি টাকার একটি রি-ফাইনান্সিং তহবিল সৃষ্টির উদ্যোগ গ্রহণ যা বর্তমানে প্রক্রিয়াধীন;

আ. গ্যারান্টি কমিশনের ওপর সার্ভিস চার্জ হ্রাসকরণ;

ই. রপ্তানিমুখী জাহাজ নির্মাণে এক্সপোর্ট ডেভেলপমেন্ট ফান্ড ব্যবহারের সুযোগ সৃষ্টি যা প্রস্তাবনা পর্যায়ে রয়েছে; এবং

ঈ. অন্যান্য সার্ভিস চার্জ (এল/সি কমিশন, এলসি মার্জিন ইত্যাদি) হ্রাসকরণ;

৩. ফার্নিচার খাতের রপ্তানি উন্নয়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম:

ক. ফার্নিচারের রপ্তানি উন্নয়নে বিদ্যমান সমস্যা, সম্ভাবনা ও করণীয় নির্ধারণের জন্য Furniture Export from Bangladesh: Problems and Prospects শিরোনামে একটি প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে;

খ. ফার্নিচারের উপর প্রণীত প্রতিবেদনের আলোকে ফার্নিচারের রপ্তানি উন্নয়নে একটি National Work Plan প্রণয়ন করা হয়েছে;

গ. ফার্নিচারের উন্নয়নে প্রণীত National Work Plan অনুযায়ী কাঁচামাল আমদানীর উপর আরোপিত উচ্চ আমদানী শুল্ক হ্রাস করে ডিউটি ব্যাক-এর পরিবর্তে বিকল্প নগদ সহায়তা প্রদান;

ঘ. রপ্তানিমুখী ফার্নিচার খাতে দেশজ রাবার কাঠ ব্যবহারের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহন;

ঙ. সর্বনিম্ন পর্যায়ের রপ্তানি আদেশ নিশ্চিত করার জন্য যৌথ উৎপাদন ব্যবস্থা প্রবর্তনের উদ্যোগ গ্রহণ;

চ. রপ্তানি বাজার চাহিদা অনুযায়ী পণ্য উৎপাদন ও বিপণনের জন্য ডিজাইন সেন্টার/ডিজাইন ইনষ্টিটিউট স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ; এবং

ছ.আমদানীকৃত কাঁচামাল দ্বারা প্রস্তুত ফার্নিচারের শুল্ক প্রত্যর্পনের জটিলতা বিবেচনা করে কাঁচামালের উপর আরোপিত শুল্ক হ্রাস করে বিকল্প নগদ সহায়তা প্রদান বিষয়ে কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

Bangladesh Furniture and Interior Decor Expo-2015 এ ৫১ টি প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ করেন। এ এক্সপো হতে ৮,৪০,০০০.০০ মার্কিন ডলার মূল্যের রপ্তানি আদেশ পাওয়া গেছে। পণ্য বহুমুখীকরণের মাধ্যমে রপ্তানি বাণিজ্যে দুর্বল পণ্যসমূহের রপ্তানি আয় বৃদ্ধি পাচ্ছে যা দেশের দক্ষ রপ্তানি পণ্য খাত গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সহায়ক হবে।

BFID Expo-2015 মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রী কর্তৃক উদ্বোধন

৪. ফার্মাসিউটিক্যালস পণ্যের রপ্তানি উন্নয়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম: বাংলাদেশে ফার্মাসিটিউক্যালস অত্যন্ত সম্ভাবনাময় পণ্য খাত। বর্তমানে বিশ্বের ১০৫ টি দেশে বাংলাদেশী ঔষধ রপ্তানি হচ্ছে। সাম্প্রতিক সময়ে ৩টি দেশীয় প্রতিষ্ঠান USFDA-এর নিবন্ধন পেয়েছে। ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশী জেনেরিক ঔষধের রপ্তানি ব্যাপকভাবে সম্প্রসারিত হবে বলে আশা করা যাচ্ছে এবং মধ্যপ্রাচ্য ও আফ্রিকার দেশসমুহে বাংলাদেশী ঔষধের বাজারে ব্যাপক ভাবে সম্প্রসারিত হবে। বর্তমানে বাংলাদেশ রয়্যাল্টি ব্যতিরেকে ব্রান্ডেড ঔষধ উৎপাদন ও নিম্ন আয়ের দেশে রপ্তানির সুযোগ পাচ্ছে। এক্ষনে ঔষধের বাজার সম্প্রসারণে বাংলাদেশের সক্ষমতা তুলে ধরা আবশ্যক। রপ্তানি বিপণন উন্নয়নে সরকারি ও বেসরকারি খাতের যৌথ উদ্যোগে ঔষধের বিপণন ও ব্যবহারে সম্পৃক্ত বিদেশী প্রতিনিধিবৃন্দের সমন্বয়ে বাংলাদেশে একটি সেমিনার আয়োজনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। ঔষধ খাতের রপ্তানি আয় এবং রপ্তানি গন্তব্যস্থল বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। বাংলাদেশ বর্তমানে বিশ্বের উন্নত দেশে ঔষধ রপ্তানির সক্ষমতা অর্জন করেছে। বিগত সাত বছরের ঔষধ রপ্তানির চিত্র তুলে ধরা হলোঃ

অর্থ বছর	রপ্তানি (মিঃ মাঃ ডঃ)
২০০৯-১০	৪০.৯৭
২০১০-১১	৪৪.২৭
২০১১-২০১২	৪৮.২৫
২০১২-২০১৩	৫৯.৮২
২০১৩-২০১৪	৬৯.২৪
২০১৪-২০১৫	৭২.৬৪
২০১৫-২০১৬	৮২.১১

৫. রপ্তানি নীতি প্রণয়ন: দেশের ব্যাপক জনগোষ্ঠীর জন্য কর্মসংস্থান ও ২০২১ মধ্যে বাংলাদেশকে মধ্য আয়ের দেশে রূপান্তরের উদ্দেশ্যে রপ্তানি বাণিজ্যে গতিশীলতা আনয়ন ও প্রতিযোগিতামূলক বিশ্ব বাণিজ্যে বাংলাদেশের স্থান সুদৃঢ়করণের লক্ষ্যে যুগোপযোগী রপ্তানি নীতি ২০০৯-২০১২ প্রণয়ন করা হয়। উক্ত রপ্তানি নীতির আলোকে বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্য চলতে থাকায় ২০০৯-২০১০ অর্থ বছরের রপ্তানি ১৬২০৪.৬৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার হতে ২০১১-২০১২ অর্থ বছরে ২৪৩০১.৯০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়। পরবর্তীতে রপ্তানি নীতি ২০১২-১৫ অনুযায়ী দেশের রপ্তানির গতিধারা অব্যাহত থাকার কারণে ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের রপ্তানির পরিমাণ ছিল ৩০১৮৬.৬২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যা তার পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় ১১.৬৯% বেশী। ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে রপ্তানির পরিমাণ ছিল ৩১২০৮.৯৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যা পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের তুলনায় ৩.৩৯% বেশী। ইতোমধ্যে রপ্তানী নীতি ২০১৫-২০১৮ প্রণয়ন করা হয়েছে। রপ্তানি নীতি অনুসরণে দেশের রপ্তানি কার্যক্রম পরিচালনা করায় বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্যে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ প্রবৃদ্ধি অর্জন সম্ভব হয়েছে।

৬. রুলস্ অব অরিজিন সহজীকরণ: বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এবং রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর সফল কূটনৈতিক প্রচেষ্টায় ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং জাপানে বাংলাদেশী পণ্য রপ্তানি

সহজীকরণের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক রুলস্ অব অরিজিন শিথিল করা হয়েছে। বর্তমান সরকারের ঐকান্তিক প্রচেষ্টার ফলে জাপানে নীট পণ্য রপ্তানিতে Three Stage এর পরিবর্তে Two Stage প্রক্রিয়ার মাধ্যমে রপ্তানিতে জিএসপি সুবিধা প্রদানের বিধান এপ্রিল ২০১১ হতে জাপান সরকার কর্তৃক চালু করা হয়েছে।ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং জাপানে বাংলাদেশের রপ্তানি তুলনামূলকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। পাঁচ বছরে ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও জাপান থেকে প্রাপ্ত রপ্তানি আয় নিম্নরুপ:

অর্থ বছর	ইউরোপীয় ইউনিয়নে (মিঃ মাঃ ডঃ)	জাপানে (মিঃ মাঃ ডঃ)
২০০৯-২০১০	৮২২০.৬৪	৩৩০.৫৬
২০১০-২০১১	১১৯৫১.৬৮	৪৩৪.১২
২০১১-২০১২	১২৭৪০.৩৩	৬০০.৫৩
২০১২-২০১৩	১২৫৬৪.০৫	৭৫০.২৬
২০১৩-২০১৪	১৬৪০৩.৮৬	৮৬২.০৮
২০১৪-২০১৫	১৭০৩৫.৮৪	৯১৫.২২
২০১৫-২০১৬	১৮৬৮৭.৭৯	১০৭৯.৫৫

৭. শুল্কমুক্ত সুবিধা প্রাপ্তি: বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার নীতিমালা অনুযায়ী স্বল্পোন্নত রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশ উন্নত রাষ্ট্র হতে শুল্কসুবিধা পেয়ে থাকে। এর পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ ইউরোপীয় ইউনিয়ন, কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া, নরওয়ে, সুইজারল্যান্ড, নিউজিল্যান্ড, ইউএসএ, তুরস্ক, জাপান, রাশিয়া, বেলারুশ ইত্যাদি দেশ হতে শুল্ক মুক্তভাবে পণ্য প্রবেশাধিকার সুবিধা প্রাপ্ত হয়। সরকারের প্রচেষ্টায় চীন হতে ৪৭৮৮টি বাংলাদেশী পণ্যের শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকার, দক্ষিণ কোরিয়া হতে ৪৮০২টি পণ্যের শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকার আদায় করা হয়েছে। এছাড়া ভারত হতে টোব্যাকো ও এ্যালকোহল ব্যতীত সকল পণ্যের শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকার পাওয়া গেছে। ফলে চীন, ভারত ও দঃ কোরিয়ায় বাংলাদেশের রপ্তানি ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। উল্লেখ্য, ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে চীন ও ভারতে যথাক্রমে ৭৪৬.২০ এবং ৪৫৬.৬৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে চীন ও ভারতে রপ্তানির পরিমান দাঁড়ায় যথাক্রমে ৭৯১.০০ এবং ৫২৭.১৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

ভিয়েতনামে বাংলাদেশী পণ্যের বাজার সম্প্রসারণের লক্ষ্যে শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকার প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে রপ্তানি সম্ভাবনাময় পণ্যের একটি তালিকা প্রণয়ন এবং ভিয়েতনামের মান্যবর ডেপুটি মিনিস্টার এর বাংলাদেশ সফর উপলক্ষ্যে আলোচনার জন্য বাংলাদেশ-ভিয়েতনাম বাণিজ্য সম্পর্কের প্রনীত প্রতিবেদন পর্যালোচনাধীন রয়েছে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশসহ এশিয়ার অন্যান্য দেশ, সার্কভুক্ত দেশ, ব্রাজিল, মেক্সিকো, আর্জেনটিনাসহ ল্যাটিন আমেরিকার বিভিন্ন দেশ এবং রাশিয়াসহ সিআইএসভুক্ত বিভিন্ন দেশ ও সাউথ আফ্রিকা হতে শুল্কমুক্ত সুবিধা আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণ অব্যাহত রয়েছে;

ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের বিভিন্ন দেশ, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, জাপানসহ বিভিন্ন দেশ কর্তৃক প্রদত্ত জিএসপি সুবিধার Rules of Origin এবং অন্যান্য দেশ কর্তৃক অন্যান্য স্কীম এর আওতায় প্রদত্ত সুবিধার Rules of Origin সহজীকরণের জন্য সংশ্লিষ্ট দেশসমূহে প্রস্তাব প্রেরণ অব্যাহত রাখা হয়েছে;

রপ্তানি সম্ভাবনাময় বিভিন্ন দেশের সাথে FTA করার মাধ্যমে ঐ সকল দেশে রপ্তানি সম্প্রসারণের ব্যবস্থা গ্রহণ অব্যাহত রাখা হয়েছে।

বিভিন্ন দেশে রপ্তানি সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ঐ সকল দেশের Trade Promotion Organization (TPO) -এর সাথে MOU স্বাক্ষর করা হয়েছে।

রপ্তানি বাজার সম্প্রসারণ এবং সুসংহতকরণের ক্ষেত্রে শুল্ক সুবিধা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আশা করা যায় দক্ষিণ কোরিয়া এবং ভারত-এ শুল্ক সুবিধা প্রাপ্তির ফলে উল্লিখিত দেশসমূহে বাংলাদেশের রপ্তানি দ্বিগুন হবে।

৮. জাতীয় রপ্তানি প্রশিক্ষণ কর্মসূচী (এনইটিপি) আয়োজন: রপ্তানিকারক, ব্যবসায়ী, ব্যাংকার, গবেষকসহ অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদেরকে রপ্তানি কলাকৌশল পদ্ধতি, বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার বিভিন্ন চুক্তি, বিভিন্ন উন্নত রাষ্ট্র কর্তৃক প্রদত্ত শুল্ক সুবিধা এবং রুলস অব অরিজিনসহ চলমান বিশ্ব বাণিজ্যের পরিস্থিতি এবং চ্যালেঞ্জ ইত্যাদি বিষয়ে অবহিতকরণ এবং প্রশিক্ষিতকরণের লক্ষ্যে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো মানব সম্পদ উন্নয়ন নীতিমালার আওতায় ঢাকাসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় সেমিনার/ওয়ার্কশপ আয়োজন করে থাকে।

বিশ্বায়ন মোকাবেলা ও প্রতিযোগিতায় সাফল্যের সাথে টিকে থাকতে হলে সর্বাধুনিক উৎপাদন প্রযুক্তি, ফলপ্রসূ বিপণন কলা-কৌশল এবং তথ্য প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহারে সক্ষমতা অর্জনের জন্য দক্ষ ও যোগ্য মানবসম্পদ গড়ে তোলা অপরিহার্য। স্থানীয় ব্যবসায়ী ও রপ্তানিকারকদের রপ্তানি সচেতনতা এবং আগ্রহ সৃষ্টি বিশেষতঃ নবাগত রপ্তানিকারকদের রপ্তানি নীতি ও কলাকৌশল, বাজার উন্নয়নে কার্যকর পদক্ষেপ, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের দলিলাদি প্রণয়ন পদ্ধতি, রপ্তানি বাজারের সর্বশেষ তথ্যাবলী এবং রপ্তানিমুখী প্রতিষ্ঠান পরিচালনা, ব্যবস্থাপনা ও বিপণন কৌশল সম্পর্কে প্রশিক্ষিত করার অভিপ্রায়ে ব্যুরো এনইটিপি এর আওতায় সারাদেশ ব্যাপী সেমিনার ও কর্মশালার আয়োজন করে আসছে।

সেমিনার কর্মসূচীতে সেমিনার সংশ্লিষ্ট বিষয়ে (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) বিশ্ববিদ্যালয়, সরকারি/বেসরকারি সংস্থা ও রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর দক্ষ ও অভিজ্ঞ কর্মকর্তাদের মূল প্রবন্ধ উপস্থাপক হিসেবে নির্ধারণ করা হয়। রপ্তানিকারকসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্যদের সক্ষমতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে ব্যুরো কর্তৃক গৃহীত এনইটিপি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা পালন করে। রপ্তানিকারকগণ বিশ্ব বাণিজ্যের পরিস্থিতি সম্পর্কে অবগত হয়ে তদানুযায়ী বাজারজাতকরণ কৌশল অবলম্বন করতে সক্ষম হন। বিগত সাত অর্থ বছরে এনইটিপি কর্মসূচীর আওতায় আয়োজিত সেমিনারের বিবরণ নিম্নরুপঃ

অর্থ বছর	সেমিনারের সংখ্যা	অংশগ্রহণকারী সংখ্যা
২০০৯-১০	৩৬টি	২৭৩৬ জন
২০১০-১১	৩৪টি	২৭৫৪ জন
২০১১-১২	৪৮টি	৩৬০০ জন
২০১২-১৩	৪৩টি	৩৭৮৪ জন
২০১৩-১৪	৩৭ টি	৩৩৩০ জন

২০১৪-১৫	৩৭টি	৩৩৬৭ জন
২০১৫-১৬	৪০টি	২৭১৬ জন

২১ জুলাই, ২০১১ তারিখে ইপিবিতে অনুষ্ঠিত সেমিনার

২৯ সেপ্টেম্বর, ২০১০ তারিখে হোটেল সোনারগাঁও এ অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ-দক্ষিণ কোরিয়া বাণিজ্য সংক্রান্ত সেমিনার

৯. রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর জনবলের দক্ষতা বৃদ্ধি: বিশ্বের অন্যান্য ট্রেড প্রমোশনাল সংস্থার সমপর্যায়ের সংস্থা হিসেবে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোকে গড়ে তোলার লক্ষ্যে অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ব্যুরোর জনবল-কে প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য ১৩জন কর্মকর্তাকে বিভিন্ন ভাষায় প্রশিক্ষিত করা হয়েছে। এ কার্যক্রমের অংশ হিসেবে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ইংরেজীতে দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোতে ইরেজি কোর্স এর ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কম্পিউটার বিষয়ে দক্ষতা অর্জন বিশেষভাবে Trouble Shooting এর উপর প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে

২০১৪ সালে JICA এর একজন কনসালটেন্ট এর অধীনে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।রপ্তানি উন্নয়নমূলক কর্মপরিকল্পনা (Export Promotional Action Plan) প্রণয়নের লক্ষ্যে KOICA হতে একজন কনসালটেন্ট জুলাই, ২০১৪ হতে ১ বছরের জন্য রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোতে কাজ সম্পন্ন করেছেন। রপ্তানি বাজার সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে কর্মকর্তাবৃন্দ কার্যকরভাবে ট্রেড প্রমোশনাল সংস্থা এবং বিদেশী ক্রেতাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারছে। ফলশ্রুতিতে দেশের সার্বিক রপ্তানি উন্নয়নে তা কার্যকর ভূমিকা পালন করছে।

১০. আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলায় অংশগ্রহণ এবং একক দেশীয় পণ্য প্রদর্শণীর আয়োজন: রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হিসেবে বিবেচিত রপ্তানি বাজার উন্নয়ন তথা রপ্তানিযোগ্য পণ্যের বাজার সম্প্রসারণ ও নতুন বাজার সৃষ্টির কৌশল হিসেবে বাংলাদেশ হতে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর পরিচালনায় দেশে ও বিদেশে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলায় অংশগ্রহণ করা হয়। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে বিদেশে একক দেশীয় প্রদর্শনীরও আয়োজন করা হয়। অর্থ বছর শুরুর পূর্বেই বাংলাদেশের রপ্তানি সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পণ্যভিত্তিক সমিতি, চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাষ্ট্রি এবং বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনসমূহ হতে মেলার প্রস্তাব সংগ্রহপূর্বক মতবিনিময় সভা আয়োজন করে স্টেকহোল্ডারদের মতামতের ভিত্তিতে বিভিন্ন পর্যায়ে যাঁচাই-বাছাই ও আলোচনা-পর্যালোচনা করে প্রতি অর্থবছরের জন্য একটি মেলা ক্যালেন্ডার প্রণয়ন করা হয়। পরবর্তীতে উক্ত মেলা ক্যালেন্ডার ব্যুরোর ব্যবস্থাপনা পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদনক্রমে মেলায় অংশগ্রহণের সার্বিক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়।

বাংলাদেশী পণ্যের বাজার অন্বেষণ, সম্প্রসারণ এবং সুসংহতকরণের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলায় অংশগ্রহণ এবং একক দেশীয় পণ্য প্রদর্শণী অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা পালন করে আসছে। মেলায় অংশগ্রহনের মাধ্যমে নতুন রপ্তানিকারকগণ হাতে কলমে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের খুঁটিনাটি বিষয়ে সম্যক ধারণা লাভ করতে সক্ষম হন। বিগত ০৭ অর্থ বছরে ব্যুরোর ব্যবস্থাপনায় আন্তর্জাতিক মেলায় অংশগ্রহণের সংখ্যা এবং রপ্তানি আদেশ (মিঃ মাঃ ডঃ) নিম্নরুপঃ

অর্থ বছর	প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	মেলায় অংশগ্রহণের সংখ্যা এবং রপ্তানি আদেশ
২০০৯-১০	৫০৫ টি	৩০টি ৩৫২.২৬ (মিঃ মাঃ ডঃ)
২০১০-১১	৩৯৯ টি	২৩টি ৮৩৭.৮৯ (মিঃ মাঃ ডঃ)
২০১১-১২	৩৯২ টি	২৮টি ৫৯৮.২০ (মিঃ মাঃ ডঃ)
২০১২-১৩	৬৪২ টি	২৯টি ২০৩.২৫ (মিঃ মাঃ ডঃ)
২০১৩-১৪	৪৬১ টি	২৮টি ৩৬০.৩৪ (মিঃ মাঃ ডঃ)
২০১৪-১৫	৬৩৪ টি	৩৩টি ৩১৯.৫৮ (মিঃ মাঃ ডঃ)
২০১৫-১৬	৬০৫ টি	৩১টি ২০৬.১৩ (মিঃ মাঃ ডঃ)

১১. ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা আয়োজন: প্রতিযোগী দেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উৎপাদিত পণ্য সম্পর্কে স্থানীয় উদ্যোক্তাদের ধারণা প্রদানের উদ্দেশ্যে ডিআইটিএফ এর উদ্ভব হয়েছে। ১৯৯৫ সাল থেকে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এবং রপ্তানি উন্নয়ন

ব্যুরোর যৌথ ব্যবস্থাপনায় এক মাসব্যাপী এ মেলা আয়োজিত হয়ে আসছে। এর ধারাবাহিকতায় গত ০১-৩১ জানুয়ারি, ২০১৬ সময়ে ২১তম ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা-২০১৬ সফলভাবে আয়োজন করা হয়। ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলার মাধ্যমে স্থানীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ বিদেশী প্রতিষ্ঠানের প্রদর্শিত পণ্যের সাথে তাদের উৎপাদিত পণ্যের গুনাগুন, মূল্য এবং প্যাকেজিং ইত্যাদি বিষয়ে তুলনা করার সুযোগ পায়। ফলে স্থানীয় উৎপাদনকারীগণ কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে তাদের তুলনামূলক সুবিধা এবং অসুবিধা রয়েছে সে বিষয়ে অবগত হতে সক্ষম হয়। এছাড়া এ মেলার মাধ্যমে স্থানীয় উৎপাদনকারীগণ তাদের নতুন সেবা এবং পণ্য একই জায়গায় অধিক সংখ্যক ভোক্তাদের নিকট উপস্থাপন করার সুযোগ পেয়ে থাকে। খন্ডকালীন কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং মানবসম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। বিগত ০৭ অর্থ বছরে অনুষ্ঠিত মেলায় অর্জিত রপ্তানি আদেশ নিম্নরূপ:

সাল	রপ্তানি আদেশ
২০১০	টাঃ ২২.৮৬ (কোটি টাকায়)
২০১১	টাঃ ২৫.০০ (কোটি টাকায়)
২০১২	টাঃ ৪৩.১৮ (কোটি টাকায়)
২০১৩	টাঃ ১৫৭.০০ (কোটি টাকায়)
২০১৪	টাঃ ৮০.৪৪ (কোটি টাকায়)
২০১৫	টাঃ ৯৫.০৬ (কোটি টাকায়)
২০১৬	টাঃ ২৩৫.১৭ (কোটি টাকায়)

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা-২০১৬ এর শুভ উদ্বোধন

ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা-২০১৬ এ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বঙ্গবন্ধু প্যাভিলিয়ন পরিদর্শন

১২. চীনের সাংহাই নগরীতে World Expo-2010 প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ: চীনের সাংহাই নগরীতে দীর্ঘ ছয় মাস মেয়াদী World Expo-2010, বিগত ১ মে শুরু হয় এবং ৩১ অক্টোবর ২০১০ তারিখে শেষ হয়। এ প্রদর্শনীটি কোন সাধারণ মেলা ছিল না, বরং থীম ভিত্তিক মেলা যার মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল Better City, Better Life। World Expo চলাকালীন ২০ সেপ্টেম্বর, ২০১০ তারিখে বাংলাদেশ প্যাভিলিয়ন দিবস উদযাপিত হয়। মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রীর নেতৃত্বে ১৫ সদস্য বিশিষ্ট উচ্চপদস্থ প্রতিনিধিদল উক্ত দিবসে যোগদান করেন। দিবসটি পালন উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমীর ব্যবস্থাপনায় ৩২ সদস্য বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক দল বাংলাদেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, কৃষ্টি, নাচ, গান ইত্যাদির সমন্বয়ে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপস্থাপনের মাধ্যমে আগত দর্শকদের ভূয়সী প্রশংসা অর্জন করে।

১৩. Expo-2012 Yeosu Korea শীর্ষক প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ: Expo-2012 Yeosu Korea শীর্ষক প্রদর্শনীতে (১২ মে হতে ১২ আগষ্ট-২০১২ তিন মাস মেয়াদী) অংশগ্রহণ করেছে। রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর ব্যবস্থাপনায় Expo-2012 Yeosu Korea শীর্ষক প্রদর্শনীর Theme "The Living Ocean and Coast: Diversity of Resources and Sustainable Activities'' এর আলোকে উক্ত এক্সোপজিশনে বিশ্ব দরবারে বাংলাদেশকে সফলভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে।

১৪. Expo Millano-2015 শীর্ষক প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ: Expo Millano-2015 শীর্ষক প্রদর্শনীতে ০১ মে থেকে ৩১ অক্টোবর, ২০১৫ সময়ে ইতালীর মিলান শহরে অনুষ্ঠিত হয়েছে। রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর ব্যবস্থাপনায় Expo Milano-2015 শীর্ষক প্রদর্শনীতে Feeding the Planet, Energy for Life থীমের আওতায় Rice Cluster Group এ অত্যন্ত সফলতার সাথে অংশগ্রহণ করে এবং উক্ত এক্সপোর মাধ্যমে বাংলাদেশের পণ্যসমূহ বিশ্ব বাজারে পরিচিতিসহ বাংলাদেশের ইমেজকে বিশ্ব দরবারে ইতিবাচকভাবে উপস্থাপন করা হয়।

১৫. ত্রিনিদাদ - টোবেগোতে বাংলাদেশ ট্রেড সেন্টার স্থাপন: ত্রিনিদাদ-টোবাগোতে ''বাংলাদেশ ট্রেড সেন্টার'' নামে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর একটি প্রদর্শনী ও বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপন করা হয় । গত ২৭ নভেম্বর, ২০০৯ তারিখে মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রী প্রদর্শনী কেন্দ্রটি উদ্বোধন করেন। একই সময়ে কমনওয়েলথ শীর্ষ সম্মেলনে যোগদান উপলক্ষ্যে ত্রিনিদাদ-টোবাগো সফরকালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কেন্দ্রটি সদয় পরিদর্শন করেন। প্রদর্শনী ও বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় জায়গা ত্রিনিদাদে নিযুক্ত বাংলাদেশের অনারারী

কনসাল জেনারেলের অফিস (Tamco Industries Ltd, Sales Depot, Lot No-2 Trincity Industrial Estate, Tacarigua, Trinidad) থেকে পাঁচ বছরের জন্য বিনা ভাড়ায় সৌজন্যমূলকভাবে পাওয়া গেছে। উক্ত জায়গা ব্যবহার বিষয়ে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো এবং অনারারী কনসাল জেনারেল এর মধ্যে একটি চুক্তিপত্রও স্বাক্ষরিত হয। বাংলাদেশ ট্রেড সেন্টারটি দেশের ইতিহাস ও ঐতিহ্য এবং কৃষ্টি ও সংস্কৃতি এর নিদর্শন সম্বলিত পোষ্টার, ব্যানার, বুকলেট, ক্যাটালগ, দেশের ব্যবসা বাণিজ্য সংক্রান্ত তথ্যাদি যথা রপ্তানিকারকদের ঠিকানাসহ তালিকা, রপ্তানি পরিসংখ্যান, আমদানী-রপ্তানি নীতি, বিনিয়োগ সম্পর্কিত তথ্যাদি সন্নিবেশ করা হয়েছে।

প্রদর্শনী কেন্দ্রটিতে দেশের প্রতিষ্ঠিত পণ্য প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠানের উন্নতমানের রপ্তানিযোগ্য পণ্য সামগ্রী স্থায়ীভাবে প্রদর্শন, ক্যারিবীয় দেশসমূহে ক্রেতাদের চাহিদা ও পছন্দ অনুসারে পণ্য সামগ্রী পাইকারীভাবে বিক্রয়, ক্যারিবীয় অঞ্চলে ক্রেতাদের সাথে বাংলাদেশী বিক্রেতাদের ওয়ান টু ওয়ান বিজিনেস মিটিং আয়োজন, পণ্য সম্পর্কে যাচিত তথ্যাদি প্রদান, সর্বোপরি ক্যারিবীয় অঞ্চলের ক্রেতাদের কাছ থেকে বাংলাদেশী পণ্যের রপ্তানি আদেশ সংগ্রহের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

রপ্তানি বাজার বহুমুখীকরণের অংশ হিসেবে ত্রিনিদাদ - টোবাগোতে স্থাপিত বাংলাদেশ ট্রেড সেন্টার এর মাধ্যমে ক্যারিবীয় অঞ্চলসহ দক্ষিণ আমেরিকাভুক্ত দেশ যথা-ব্রাজিল, চিলি, কলম্বিয়া, আর্জেন্টিনা, বলিভিয়া, উরুগুয়ে প্রভৃতি দেশে বাংলাদেশের রপ্তানি পণ্যের বাজার সম্প্রসারণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

১৫. উদ্‌বুদ্ধকরণ কার্যক্রম: রপ্তানি বাণিজ্যে রপ্তানিকারক এবং রপ্তানি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে প্রতিযোগিতার আবহ সৃষ্টি করে রপ্তানিকারকবৃন্দকে অধিক রপ্তানিমুখী করে তোলার লক্ষ্যে নিয়মিতভাবে জাতীয় রপ্তানি ট্রফি এবং সিআইপি (রপ্তানি) প্রদান করা হচ্ছে। এ দুটি সুবিধা প্রদানের ক্ষেত্রে সৃষ্ট জট হ্রাস করা সম্ভব হয়েছে। এ কার্যক্রম রপ্তানিকারকগণকে রপ্তানি বাণিজ্যে অধিক উৎসাহিত করছে। ২০০৯ সালে ৮১ জনকে,

২০১০ সালে ৮৭ জনকে এবং ২০১১ সালে ১১৬ জনকে এবং ২০১২ সালে ১৪৭ জনকে সিআইপি (রপ্তানি) নির্বাচিত করা হয়েছে। ২০০৮-০৯ অর্থ বছরে ৩৯ জন ২০০৯-১০ অর্থ

বছরে ৪৫ জন এবং ২০১০-১১ অর্থ বছরে ৪৭ জন সফল রপ্তানিকারকবৃন্দের অনুকূলে জাতীয় রপ্তানি ট্রফি প্রদান করা হয়েছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক জাতীয় রপ্তানি ট্রফি বিতরণ অনুষ্ঠান-২০১১

মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রী কর্তৃক সিআইপি (রপ্তানি) বিতরণ অনুষ্ঠান

১৬. বাংলাদেশকে ইতিবাচকভাবে ব্র্যান্ডিং এ রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর ভূমিকা: বিশ্বের বিভিন্ন দেশে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলায় দৃষ্টি-নন্দনভাবে বাংলাদেশ প্যাভিলিয়ন তৈরী এবং উন্নত গুনগতমান সম্পন্ন বাংলাদেশী পণ্য প্রদর্শণীর মাধ্যমে বিদেশীদের নিকট বাংলাদেশকে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করা হচ্ছে। বাংলাদেশের রপ্তানি পণ্যের পরিচিতিসহ দেশের কৃষ্টি, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ইত্যাদি উপস্থাপনের মাধ্যমে বাংলাদেশের ইতিবাচক ইমেজ তৈরীকরণের ক্ষেত্রে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা পালন করছে।

বাংলাদেশ সম্পর্কে বিদ্যমান নেতিবাচক ধারণা (যেমন-বন্যা ও খরা পীড়িত দেশ, প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং দুর্নীতি গ্রস্থ দেশ) উন্নয়নের লক্ষ্যে ''বিনিয়োগের দেশ বাংলাদেশ'' ''Made in Bangladesh'' ''অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির দেশ'' তথা-''বিউটিফুল বাংলাদেশ'' হিসেবে ব্র্যান্ডিং করা হচ্ছে।

তৈরী পোষাক (নীট এবং ওভেন), সিরামিক, হোম টেক্সটাইল, লেদার পণ্য, পাট ও পাটজাত পণ্যের ক্ষেত্রে ''Made in Bangladesh'' বিদেশী ক্রেতাদের নিকট দারুণভাবে সমাদৃত হয়ে আসছে। ২০১০ সালে বাংলাদেশের নীটওয়্যার খাত বিশ্বের দ্বিতীয় এবং ওভেন গার্মেন্টস চতুর্থ স্থান দখল করতে সক্ষম হয়েছে।

১৭. বস্ত্রসেল অটোমেশন প্রকল্প: ইউরোপীয় ইউনিয়নসহ অন্যান্য উন্নত রাষ্ট্র কর্তৃক প্রদত্ত শুল্কমুক্ত সুবিধা প্রাপ্তির লক্ষ্যে তৈরী পোষাক রপ্তানিকারকদের অনুকূলে জিএসপি সার্টিফিকেট ইস্যু করা হয়। বাংলাদেশের সার্টিফিকেট অব অরিজিন (সিও) জারীর পদ্ধতি ম্যানুয়েল এবং সনাতনী। রুলস অব অরজিন যথাযথভাবে প্রয়োগ, তা ভঙ্গের কেইসসূমহ

সনাক্তকরণ, সার্টিফিকেট জারী-উত্তর যাঁচাই ও তদন্ত, সর্বোপরি জালিয়াতির ঘটনা বন্ধের লক্ষ্যে ১লা আগস্ট, ২০১৪ হতে সম্পূর্ণভাবে অটোমেশনের মাধ্যমে বস্ত্র বিভাগের কার্যক্রম সম্পাদিত হচ্ছে।

বর্তমান সরকারের ভিশন-২০২১ এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ কনসেপ্ট বাস্তবায়নের লক্ষ্যে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর বস্ত্র বিভাগ অটোমেশন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া ব্যুরোর চট্টগ্রাম ও নারায়ণগঞ্জ অফিসে উক্ত অটোমেশন কার্যক্রম চালুর বিষয়টি দ্রুত বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

উল্লেখযোগ্য একটি অংশ বাংলাদেশকে শূন্য শুল্কে সেসব দেশে পণ্য বিপণনে সুযোগ প্রদান করছে। Manually জিএসপি সনদ প্রদান প্রক্রিয়ার কারণে ভূয়া জিএসপি সনদ নিয়ন্ত্রণ করা কষ্টসাধ্য হচ্ছিল। বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে ৪টি গুরুত্বপূর্ণ রপ্তানি দলিল এর ইস্যুকারী কর্তৃপক্ষের সাথে সমঝোতা স্মারকের ভিত্তিতে on line real time basis –এ ই-যোগোযোগের মাধ্যমে জিএসপি সনদ ইস্যুর কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

ব্যুরোর বস্ত্র বিভাগের জিএসপি অটোমেশন সিস্টেম উদ্বোধন

১৮. রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোকে ডিজিটালাইজড করার উদ্যোগ: রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোকে ডিজিটালাইজড করণের লক্ষ্যে ব্যুরোর বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে নির্বিঘ্নে ডাটা আদান-প্রদানের জন্য লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক স্থাপন করা হয়েছে। ব্যুরোর বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে আন্তঃ ডাটা প্রবাহ মসৃনভাবে সম্পাদন করা সম্ভবপর হওয়ায় ব্যুরোর কার্যক্রমে গতিশীলতা এসেছে। ব্যুরোর কার্যক্রম সার্ভিস গ্রহীতামুখী হওয়ায় ষ্টেকহোল্ডারদের সহজে সেবা প্রদান করা সম্ভবপর হচ্ছে।

১৯. ডিজিটাল ডাটাবেস তৈরীর মাধ্যমে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর প্রশাসন ও অর্থসহ সার্বিক ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমকে শক্তিশালীকরণ: ব্যুরোর নিজস্ব অর্থায়নে প্রশাসনিক ও আর্থিক বিষয়াদিকে ডিজিটালাইজেশনের লক্ষ্যে ডাটাবেস সফটওয়্যার তৈরীর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। বর্তমান সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ ভিশনের অংশ হিসেবে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর কার্যক্রম আরও গতিশীল করণের লক্ষ্যে উন্নত প্রক্রিয়ায় HR-Payroll-

Accounts Solutions Software প্রণয়ন এবং Exporter's Database Software তৈরীর কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। যার ফলে খুব সহজে কর্মী বিষয়ক, একাউন্টস সম্পর্কিত এবং স্টেকহোল্ডারদের তথ্যাদি অল্প সময়ে নির্ভুলভাবে পাওয়া সম্ভবপর হবে। রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর সার্বিক ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম গতিশীল এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া সহজতর হবে।

২০. রপ্তানি পরিসংখ্যান প্রাপ্তি সহজীকরণ: জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এবং দেশের বিভিন্ন ল্যান্ড কাষ্টমস হতে রপ্তানি উপাত্ত সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করে রপ্তানি পরিসংখ্যান সংকলনপূর্বক জাতীয় পর্যায়ে বিভিন্ন ষ্টেকহোল্ডারদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। রপ্তানি পরিসংখ্যান সংকলন সহজীকরণের লক্ষ্যে ব্যুরোর স্ব-অর্থায়নে ডাটাবেজ সফট্ওয়্যার তৈরী করা হয়েছে। ডাটাবেজ সফট্ওয়্যার তৈরীর ফলে ডাটা প্রক্রিয়াকরণ, সংকলন এবং বিশ্লেষণ কার্য সহজতর হয়েছে। রপ্তানি তথ্যাদি প্রাপ্তির লক্ষ্যে ডাটাবেজ সফট্ওয়্যার তৈরীর ফলে ইতোপূর্বে মাসিক রপ্তানি ডাটা প্রকাশ করতে কখনো কখনো দুইমাস সময় লাগলেও ২০০৯-১০ অর্থ বছর থেকে প্রতি মাসের ডাটা পরবর্তী মাসের ১০ তারিখের মধ্যে প্রকাশ করা সম্ভব হচ্ছে।

২১. National Export House: রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর স্ব-অর্থায়নে ০৩ বছর মেয়াদী National Export House প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় কর্তৃক ব্যুরোর অনুকূলে আগারগাঁও শেরে বাংলানগর প্রশাসনিক এলাকার ০১ (এক) একর আয়তনের ''ই'' ব্লকের ই-৫/বি প্লট বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। রপ্তানি সম্প্রসারণমূলক কার্যক্রম নিজস্ব ভবন হতে পরিচালনার লক্ষ্যে জাতীয় রপ্তানি হাউজ নামে একটি ভবন নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। বরাদ্দকৃত জমি হতে উচ্ছেদকৃত অবৈধ দখলদারদের পক্ষে আইন ও সালিশ কেন্দ্র কর্তৃক গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের সচিবসহ অন্যান্য ৫ জন কর্মকর্তাকে বিবাদী করে হাইকোর্ট ডিভিশনে রীট পিটিশন নং-৯৭৪/২০১০ দায়ের করা হয়েছে এবং মামলায় স্থগিতাদেশ দেওয়া আছে বিধায় আলোচ্য প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্য স্থগিত রয়েছে। রীট পিটিশনটি ভ্যাকেটকরণের লক্ষ্যে আইনজীবী নিয়োগপূর্বক প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। রীট ভ্যাকেট হওয়া মাত্রই আলোচ্য প্রকল্পের নির্মাণ কার্য শুরু করা হবে।

২২. Bangladesh-China Friendship Exhibition Centre শীর্ষক প্রকল্প: Bangladesh China Friendship Exhibition Centre (BCFEC) নির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় পূর্বাচলের ৪ নং সেক্টরে ২০ একর জমি ব্যুরোর অনুকূলে বরাদ্দ প্রদান করে। বাংলাদেশ চায়না ফ্রেন্ডশীপ এক্সিবিশন সেন্টার নির্মাণ প্রকল্পটি বিগত ০৪ আগষ্ট, ২০১৫ তারিখে ECNEC সভায় অনুমোদিত হয়েছে। এছাড়া গত ২৫ আগষ্ট, ২০১৫ তারিখ বাংলাদেশ এবং চীন সরকারের মধ্যে আলোচ্য প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে Letter of Exchange স্বাক্ষরিত হয়েছে। প্রকল্পের তদন্ত কর্যক্রম সম্পাদনের জন্য গত ১৯ নভেম্বর – ১০ ডিসেম্বর, ২০১৫ সময়ে ৮ সদস্য বিশিষ্ট চীনা কারিগরী প্রতিনিধিদল বাংলাদেশ সফর করেছেন। বাংলাদেশ এবং চীন সরকারের মধ্যে গত ১০ ডিসেম্বর, ২০১৫ তারিখে প্রকল্পটির সম্পুরক ডিজাইন স্বাক্ষরিত হয়। প্রকল্পের বিভিন্ন ধারা ও শর্তানুযায়ী প্রয়োজনীয় কার্যক্রম চলমান রয়েছে। প্রকল্প এলাকার মাটি ভরাট কাজের প্রাক মুল্যায়নের লক্ষ্যে গত

২২ ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ তারিখ হতে একটি ভূ-তাত্বিক দল বতর্মানে বাংলাদেশে অবস্থান করছে। বিশেষায়িত মেলা আয়োজনের মাধ্যমে বিদেশী ক্রেতাদের আকৃষ্টকরণ এবং স্থানীয় উৎপাদনকারীদের একই ছাতার নীচে আনয়নের ক্ষেত্রে এ প্রদর্শনী কেন্দ্র অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা পালন করবে।

২৩. Quality Support Export Diversification Program: ইউরোপীয়ান ইউনিয়নের অর্থায়নে ইসি/আইটিসি এর আর্থিক ও কারিগরী সহায়তায় ০৩ বছর ব্যাপী প্রকল্পটি বিগত ৩১-১২-২০০৯ তারিখ সমাপ্ত হয়েছে। প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্যে হচ্ছে ১) হর্টিকালচার ২)এগ্রো-প্রসেস ফুড (৩) হার্বাল মেডিসিন এবং ন্যাচারাল ইনগ্রিডিয়েন্স (৪) লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং প্রোডাক্টস এবং (৫) আইটি সেক্টরের রপ্তানি পণ্যের মান উন্নয়নে বেসরকারি খাতকে সহায়তা প্রদান। ষ্টেক হোল্ডারদের সাথে সভা, সেমিনার এবং কর্মশালার মাধ্যমে মত বিনিময় করে চিহ্নিত ৫টি সেক্টরের কৌশল পত্র প্রণয়ন করা হয়েছে। উক্ত কৌশল পত্র সর্বসাধারণকে অবহিত করার জন্য ব্যুরোর ওয়েবসাইটে সন্নিবেশন করা হয়েছে। এছাড়া প্রণীত কৌশলপত্রসমূহের সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সরকারি প্রতিষ্ঠান শিল্প ও বণিক সমিতি এবং পণ্য ভিত্তিক ট্রেড এসোসিয়েশন এর নিকট প্রেরণ করা হয়েছে।

২৪. The Study on Potential Sub-sector Growth for Export Diversification in Bangladesh: জাপান ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেশন এজেন্সির আর্থিক এবং কারিগরী সহযোগিতায় বাস্তবায়িত এ ষ্টাডির অধীনে পাইলট প্রকল্প হিসেবে ০২ বছর ব্যাপী প্রকল্পটি ২০০৯ সময়ে সমাপ্ত হয়েছে। বাংলাদেশের রপ্তানি বহুমুখীকরণ বিশেষতঃ পাট এবং সফট্ওয়্যার রপ্তানি খাত-কে সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে রপ্তানি সুসংহতকরণই এ ষ্টাডির মূল উদ্দেশ্যে। পাইলট প্রকল্প হিসেবে ২টি সেক্টরের উপর কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছেঃ- (১) Production Process Improvement (KAIZEN) in the jute product Manufacturing Industries of Bangladesh, (2) Establishing Institutional Mechanism for Export Marketing of Computer Software and ITES of Bangladesh। উক্ত পাইলট প্রকল্পের আওতায় জাপানে আইটি পণ্যের বাজার সৃষ্টির লক্ষ্যে জাইকার ব্যবস্থাপনায় একটি সেমিনার আয়োজন করা হয়েছে। সার্বিক উৎপাদনশীলতা যাঁচাইয়ের লক্ষ্যে ১০টি নির্বাচিত পাট শিল্প প্রতিষ্ঠানে কাইজান মেথড এর প্রয়োগ করা হয়েছে। এ পদ্ধতি বাস্তবায়নের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের ১০% উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

২৫. জনবল নিয়োগ: বর্তমান সরকারের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির আলোকে ব্যুরোর বিদ্যমান শূন্য পদে জনবল নিয়োগ করা হয়েছে। ২০০৯ হতে ২০১৬ পর্যন্ত রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর শূন্য পদের বিপরীতে ৪৭ জন নিয়োগ করা হয়েছে। সরকার কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব সুচারু এবং কার্যকরীভাবে সম্পাদনের জন্য দক্ষ জনবলের বিকল্প নেই। দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন, দারিদ্র বিমোচন এবং টেকসই উন্নয়নের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি একান্ত আবশ্যক। ব্যুরোর বিদ্যমান শূন্য পদে জনবল নিয়োগের মাধ্যমে ব্যুরোর উপর অর্পিত দায়িত্ব সফলতা এবং দক্ষতার সাথে সম্পন্ন করা সম্ভব হচ্ছে।

২৬. রপ্তানি আয়: রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো প্রতি অর্থ বছরের রপ্তানি লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ, পণ্য খাত এবং মিশন ভিত্তিক রপ্তানির লক্ষ্য মাত্রা নির্ধারণ, বাজার গবেষণাসহ রপ্তানির গতি প্রকৃতি বিশ্লেষণ এবং তাদের অভিঘাত কার্যক্রম পর্যালোচনা করে থাকে। পণ্য সমিতি, গুরুত্বপূর্ন চেম্বারসমূহ এবং ষ্টেকহোল্ডারদের সাথে সভার আয়োজন করা হয়ে থাকে। বর্তমান বছরসহ বিগত সাত অর্থ-বছরে অর্থাৎ ২০০৯-২০১০, ২০১০-২০১১, ২০১১-২০১২, ২০১২-২০১৩, ২০১৩-২০১৪, ২০১৪-২০১৫ ও ২০১৫-২০১৬ সময়ে বাংলাদেশের মোট রপ্তানির লক্ষ্যমাত্রা যথাক্রমে ১৭৬০০, ১৮৫০০, ২৬৫০০, ২৮০০০, ৩০৫০০, ৩৩২০০ ও ৩৩৫০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার নির্ধারণ করা হয়।

বিশ্বের পরিবর্তিত উৎপাদন ও বাণিজ্য পরিস্থিতি বিবেচনা করে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো শ্রমঘন শিল্পের রপ্তানি উন্নয়নে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করছে এবং ইতোমধ্যেই সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুযায়ী শ্রমঘন ১৫টি পণ্যের উপর রপ্তানি উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। গৃহীত পরিকল্পনায় স্থানীয় কাঁচামাল নির্ভর আঞ্চলিক বিবিধ পণ্যের উন্নয়নের বিষয়াদি গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। এর ফলে দেশের অধিক মূল্য সংযোজিত গ্রামীন শিল্পসমূহের সম্প্রসারণ ঘটবে। রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো কর্তৃক চিহ্নিত সম্ভাবনাময় ১৫টি পণ্য হচ্ছেঃ চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য, এগ্রো প্রসেসড ফুড, জাহাজ শিল্প, ঔষধ, ইলেকট্রিক পণ্য, কম্পিউটার সার্ভিসেস, ফার্নিচার, কাগজ ও কাগজ পণ্য, প্রিন্টিং ও প্যাকেজিং সামগ্রী, ব্যাগস এন্ড পার্টস, রাবার, খেলনা, মাটির টালি, আগর উড এন্ড আতর এবং পাপড়।

রপ্তানি আয় বৃদ্ধির ফলে বৈদেশিক বাণিজ্যে লেনদেনের ক্ষেত্রে ইতিবাচকভাবে ব্যবধান হ্রাস পেয়েছে এবং বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ এর পরিমাণও আশাজনকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। রপ্তানিমূখী শিল্প কারখানা ব্যাপক পরিমাণে গড়ে উঠায় এ খাতে পর্যাপ্ত কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে যা দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এবং দারিদ্র বিমোচনে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। বিগত সাত বছরের রপ্তানি আয় ও প্রবৃদ্ধি ছক আকারে তুলে ধরা হলোঃ

অর্থ বছর	রপ্তানি আয় (মিঃ মাঃ ডঃ)	রপ্তানি প্রবৃদ্ধি
২০০৯-১০	১৬২০৪.৬৫	+ ৪.১১%
২০১০-১১	২২৯২৮.২২	+ ৪১.৪৯%
২০১১-১২	২৪৩০১.৯০	+ ৫.৯৯%
২০১২-১৩	২৭০২৭.৩৬	+ ১১.২২%
২০১৩-১৪	৩০১৮৬.৬২	+ ১১.৬৯%
২০১৪-১৫	৩১২০৮.৯৪	+ ৩.৩৯%
২০১৫-১৬	৩৪২৫৭.১৮	+ ৯.৭৭%

২০০৮ সালের প্রলম্বিত বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দা থাকার পর পুনরায় ইউরোপের অর্থনৈতিক মন্দা বিরাজ করা সত্ত্বেও বর্তমান সরকারের সময়োচিত বিভিন্ন পদক্ষেপ, সরকার ঘোষিত প্রণোদনা প্যাকেজে, রপ্তানির ক্ষেত্রে সহায়ক সুযোগ সুবিধা সম্প্রসারণ; বিবিধ পণ্য ও বাজার উন্নয়ন এবং বহুমুখীকরণ সংক্রান্ত কার্যক্রম গ্রহণ করার

ফলশ্রুতিতে রপ্তানির প্রবৃদ্ধির ধারা বজায় রাখা সম্ভব হয়েছে। বর্তমানে বিশ্বের ১৯৬ দেশে প্রায় ৭২৯ টি পণ্য রপ্তানি করা সম্ভব হচ্ছে। বাংলাদেশের নীটওয়ার এবং ওভেন খাত বিশ্ব বাজারে যথাক্রমে ২য় এবং ৩য় স্থান দখল করতে সক্ষম হয়েছে।

অর্থনৈতিক উন্নয়ন দেশের শ্রমঘন শিল্পের সক্ষমতা হ্রাস করে থাকে। বাংলাদেশী রপ্তানি পণ্যসমূহের প্রায় সবই শ্রমঘন। বাংলাদেশী রপ্তানি পণ্যের প্রতিযোগী দেশসমূহ মূলতঃ চীন, ভিয়েতনাম ও ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়নের কারনে রপ্তানি বাণিজ্যে বাংলাদেশের জন্য ব্যাপক সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি, প্রযুক্তিগত সুবিধাদি ব্যবহার, দক্ষতার সাথে ষ্টেকহোল্ডারদেরকে প্রয়োজনীয় সেবা প্রদান, বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্যের জন্য সহায়ক অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিদ্যমান সুবিধাদি কাজে লাগানো ইত্যাদি কার্যক্রম বাস্তবায়নে বর্তমান সরকারের সময়োপযোগী নির্দেশনা রপ্তানি বাণিজ্যে ইতিবাচক আবহের সৃষ্টি হয়েছে।

জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর

৬ এপ্রিল ২০০৯ তারিখে জনগণের বহুল প্রতিক্ষিত জনবান্ধব আইন ''ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯'' প্রণীত হয়েছে। বর্তমান সরকারের পূর্ববর্তী মেয়াদে প্রণীত আইনসমূহের মধ্যে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ একটি মাইল ফলক। ০৬ এপ্রিল ২০১০ তারিখ থেকে বাজার মনিটরিং এর মাধ্যমে অধিদপ্তর আনুষ্ঠানিকভাবে কার্যক্রম শুরু করে । এ আইন প্রণয়নের মাধ্যমে দেশে প্রতিদিনই বাজার তদারকি করে অপরাধ দমনের ক্ষেত্র তৈরি হয়েছে এবং ভোক্তাগণ আইনানুযায়ী তাদের অধিকার লঙঘন হলে অভিযোগ দায়েরের সুযোগ পাচ্ছেন। এ আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় ভোক্তারা ও ব্যবসায়ীরা সচেতন হতে শুরু করেছেন। ভোক্তারা আইনের সুফল পেতে শুরু করেছেন।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করতে ২০১০-১১ অর্থ বছরে LAN ও ইন্টারনেট সংযোগ স্থাপন করা হয়। ২০১১-১২ অর্থ বছরে অধিদপ্তরের ওয়েব সাইট www.dncrp.gov.bd স্থাপন করা হয়।

জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মোবাইল টিমের বাজার তদারকি

২. জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ বাস্তবায়ন:

ক. **বাজার তদারকি:** জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কর্তৃক ৬ এপ্রিল ২০১০ তারিখে বাজার তদারকির মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ বাজার পর্যায়ে বাস্তবায়ন শুরু করা হয়। ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ তারিখ পর্যন্ত ৫৭,৮৩০ টিরও অধিক বিভিন্ন বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে তদারকি কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে। ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ এর বিভিন্ন ধারায় দোষী সাব্যস্ত করে ১৫,৪৬৯টি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানকে মোট ১২,০৩,৩১,৯৫০/- (বার কোটি তিন লক্ষ একত্রিশ হাজার নয়শত পঞ্চাশ) টাকা জরিমানা আরোপ ও আদায় করা হয়েছে। এরমধ্যে ২৪৪ জন অভিযোগকারিকে জরিমানার ২৫ শতাংশ হিসেবে মোট ৫,১৮,০০০/- (পাঁচ লক্ষ আঠার হাজার) টাকা প্রদান করার পর অবশিষ্ট ১১,৯৮,১৩,৯৫০/- (এগার কোটি আটানববই লক্ষ তের হাজার নয়শত পঞ্চাশ) টাকা সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করা হয়েছে। এ পর্যন্ত সারাদেশে মৌসুমী ফলে বিষাক্ত রাসায়নিক মিশ্রণের অপরাধে ২৫৬টি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানকে ৩০,৫২,৫০০/- (ত্রিশ লক্ষ বায়ান্ন হাজার পাঁচশত) টাকা জরিমানা আরোপ ও আদায় করা হয় এবং ফরমালিন মিশ্রিত ১৪১৪৫ কেজি ফল, ৮৩০ কেজি মাছ এবং ২০৪ কেজি দুধ স্পটে ধ্বংস করা হয়।

খ. প্রচার কার্যক্রমঃ ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন-২০০৯ সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করার লক্ষ্যে প্রচার ও জনসচেতনতামূলক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ইতোমধ্যে ১০.৬৫ লক্ষ (দশ লক্ষ পয়ঁষট্টি হাজার) পোষ্টার, লিফলেট ও প্যাম্পলেট ভোক্তাদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে এবং বিতরণ কার্যক্রম অব্যাহত আছে। তাছাড়া- ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ এর আওতায় ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিকে অভিযোগ দায়েরের আহবান জানিয়ে দেশের শীর্ষ স্থানীয় জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় ০৬ (ছয়) বার গণবিজ্ঞপ্তি জারি এবং দেশের ৬টি মোবাইল অপারেটরের মাধ্যমে ৭ বার ক্ষুদে বার্তা

(SMS) প্রচার করা হয়েছে। অভিযোগ দায়েরের আহবান বিষয়ে কয়েকটি বেসরকারি টিভি চ্যানেলের স্ক্রলেও প্রচার করা হয়েছে। তাছাড়া প্রতিদিনের বাজার তদারকির প্রেস বিজ্ঞপ্তি প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় প্রেরণ করা হচ্ছে। ২০১০ সাল হতে প্রতিবছর ১৫ মার্চ বিশ্ব ভোক্তা অধিকার দিবস বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে দেশব্যাপী উদযাপন করা হচ্ছে।

জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মোবাইল টিমের বাজার তদারকি

ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন-২০০৯ সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অনুরোধে ইতোমধ্যে চলচিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর যথাক্রমে ১.৫ মিনিট, ২.০ মিনিট ও ৩.০ মিনিট সময়ের ৩টি টিভি ফিলার তৈরী করা হয়েছে।

জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মোবাইল টিমের বাজার তদারকি

৩. গণশুনানি গ্রহণ: সচিব কমিটিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনার আলোকে অন্যান্য সংস্থার ন্যায় ভোক্তা অধিকার আইনে জনগণের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রতি সোমবার

জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরে মহাপরিচালকের নেতৃত্বে গণশুনানি গ্রহণ করা হচ্ছে। গণশুনানিতে বিভিন্ন গণমাধ্যমের সাংবাদিকসহ ভোক্তাগণ অংশ নিচ্ছেন। গণশুনানিতে অংশ গ্রহণকারি ভোক্তারা এ উদ্যোগকে ইতিবাচক মনে করছেন।

বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন

ক. দেশীয় শিল্প সংরক্ষণ এবং বিনিয়োগ বান্ধব পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে বাণিজ্য নীতি বিভাগ কর্তৃক সম্পাদিত কাজ এবং জাতীয় বাজেটে বাস্তবায়িত সুপারিশসমূহ:

০১. জাহাজ নির্মাণ খাতে রেয়াতী সুবিধা প্রদানের তালিকা থেকে ওয়েল্ডিং ইলেকট্রোড প্রত্যাহার পূর্বক ওয়েল্ডিং ইলেকট্রোড আমদানিতে পূর্বের ন্যায় ২৫% শুল্ক বহাল রাখা।

০২. বৈদ্যুতিক ট্রান্সফরমার (এইচ.এস.কোড ৮৫৪৪.১১.০০) এর সুপার এনামেল কপারওয়্যারের উপর নতুন এইচএসকোড সংযোজনপূর্বক এর উপর ১২% শুল্ক আরোপ;

০৩. আমদানিকৃত পুরাতন/ব্যবহৃত মোটরযান (এইচ.এস.কোড ৮৭০৩.২২.২১) এর ক্ষেত্রে একই সিসি ও মডেলের নতুন গাড়ির মূল্য ও করভার এর চাইতে পুরাতন গাড়ির মূল্য এবং করভার হ্রাসকরণ।

০৪. আমদানিকৃত পুরাতন/ব্যবহৃত মোটরযান (এইচ.এস.কোড ৮৭০৩.২২.২১) এর ক্ষেত্রে পুরাতন গাড়ির আমদানির ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক মানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ অবচয়ণ এর প্রস্তাব।

০৫. বোল্ডার স্টোন এর এইচএসকোড ২৫১৭.১০.০০ তে পুনর্বিন্যাস করার জন্য যে প্রজ্ঞাপন জারী করা হয়েছে তাতে বোল্ডার স্টোনকে স্থানান্তর না করে বিদ্যমান এইচএসকোড ২৫১৬.৯০.০০-এর আওতাভূক্তকরণ।

০৬. মেটালাইজড ইর্য়াণ এর ক্ষেত্রে পণ্যের বর্ণনায় এইচএসকোড পুনঃনির্ধারণ।

০৭. ভিসকস রেয়ন ফিলামেন্ট ইয়ার্ণ (এইচ.এস.কোড ৫৪০৩.৩১.০০) এর মূসক প্রত্যাহার।

০৮. ফাইবার অপটিক কেবল (এইচ.এস.কোড ৮৫৪৪.৭০.০০)-এর কাঁচামালের শুল্ক হ্রাস।

০৯. অটোমোবাইল টায়ার টিউব (এইচ.এস.কোড ৪০১১.২০.০০) এর ট্যারিফ ভ্যালু নির্ধারণ এবং শুল্কায়নের সময় সংখ্যার পরিবর্তে 'ওজন এবং সংখ্যা' উভয়েরই উল্লেখকরণ।

১০. সম্পূর্ণায়িত পণ্য সালফার পাউডার, রিফাইন্ড সালফার রোলস ও রিফাইনড সালফার ফ্লেক্স (এইচ.এস.কোড ২৮০২.০০.০০) এর শুল্ক হার ৫% থেকে ১২% বৃদ্ধিকরণ।

১১. অমসৃন ডায়মন্ড (এইচএসকোড ৭১০২.১০.০০), ইন্ডাষ্ট্রিয়েল ডায়মন্ড (এইচএসকোড ৭১০২.২১.০০) এবং নন-ইন্ডাষ্ট্রিয়েল ডায়মন্ড (এইচএসকোড ৭১০২.৩১.০০) এর শুল্ক হার ০%, নিয়ন্ত্রণমূলক শুল্ক ০%, সম্পূরক শুল্ক ০% মূসক ০% এআইটি ৫% সহ মোট শুল্ক ৫% নির্ধারণ।

১২. কাঁচাফুল (এইচএসকোড ০৬০৩.১৯.০০) এর আমদানি শুল্ক ১২% থেকে বৃদ্ধি করে ২৫% এবং ৫% নিয়ন্ত্রণমূলক শুল্ক আরোপ।

১৩. সম্পূর্ণ তৈরী মিনিবাসের (এইচএসকোড ৮৭০২.১০.৩০) উপর আরোপিত শুল্ক হার ১২% থেকে ২৫% এ বৃদ্ধি এবং চেসিসের (এইচএসকোড ৮৭০৬.০০.২৯) উপর আরোপিত শুল্ক হার ২৫% থেকে ১২% এ হ্রাসকরণ।

১৪. ডেইরি শিল্পের স্বয়ংসম্পূর্ণতা আনয়নের লক্ষ্যে এ শিল্পের উপকরণ যেমন-কুলিং ট্যাংক (এইচএস কোড ৮৪৭৯.৮৯.০০), মিল্কিং মেশিন (এইচএস কোড ৮৪৩৪.১০.০০), মিল্ক ট্যাংকার (এইচএস কোড ৮৭০৪.২২.১১) এবং ডেইরি মেশিনারীজ (এইচএস কোড ৮৪৩৪.২০.০০) এর উপর আরেপিত এআইটি প্রত্যাহার।

১৫. খসড়া 'জাতীয় লবন নীতি ২০০৯-২০১৪' এর উপর মতামত প্রণয়ন।

১৬. জাতীয় রপ্তানী নীতি ২০০৯-২০১২ এর পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও সংশোধনের বিষয়ে মতামত প্রেরণ।

১৭. বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০১০, ২০১১, ২০১২, ২০১৩, ২০১৪ ও ২০১৫ এর বাংলা এবং ইংরেজী সংস্করণে অন্তর্ভূক্তির জন্য ২০০৯-১০,২০১০-১১, ২০১১-১২,২০১২-১৩, ২০১৩-১৪ ও ২০১৪-১৫ অর্থবছরের তথ্য/উপাত্ত হালনাগাদপূর্বক প্রেরণ।

১৮. মাল্টি লেভেল মার্কেটিং এর উপর প্রতিবেদন প্রণয়ন পূর্বক বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।

১৯. 'শিল্প নীতি-২০০৯' প্রণয়নের লক্ষ্যে শিল্প মন্ত্রণালয়ের নিকট মতামত প্রদান।

২০. বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের প্রস্তাবিত 'টেক্সটাইল এন্ড এপারেল বোর্ড আইন-২০১০'-এর খসড়ার উপর মতামত প্রণয়নপূর্বক বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের নিকট প্রেরণ।

২১. ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পখাতের প্রতিষ্ঠানসমূহকে এস.এম.ই ফাউন্ডেশনে তালিকাভূক্তিকরণের উপর মতামত প্রেরণ।

২২. ঔষধ শিল্পের উপর TRIPs Agreement এ প্রদত্ত ছাড়পত্রসমূহের মেয়াদ ২০১৬ সালের পর বৃদ্ধি সংক্রান্ত চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন।

মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রী কর্তৃক BTC Journal-এর মোড়ক উন্মোচন

২৩. রাষ্ট্রায়ত্ব প্রতিষ্ঠানসমূহের উপর পলিসি পেপার প্রণয়নের নিমিত্ত তথ্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।

২৪. বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের ২০০৯-১০, ২০১০-১১, ২০১১-২০১২, ২০১২-১৩, ২০১৩-১৪ ও ২০১৪-১৫ অর্থ বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়নের নিমিত্ত তথ্য/উপাত্ত প্রেরণ।

২৫. Natural Flower-এর উপর সমীক্ষা প্রতিবেদন চূড়ান্তকরণ।

২৬. পাট ও পাটজাত সম্পর্কিত সমীক্ষা প্রতিবেদন চূড়ান্তকরণ।

২৭. এন্টিবায়োটিক ঔষধ তৈরীর কাঁচামাল 'ইরোথ্রোমাইসিন ইথাইল সাকসিনেট ও ইরোথ্রোমাইসিন স্টিয়ারেট (এইচএসকোড ২৯৪১৫০১০)' এবং 'এজিথ্রোমাইসিন (এইচএসকোড ২৯৪১৯০১০)' আমদানিতে আরোপিত শুল্ক হার ৫% থেকে বৃদ্ধি করে ১০% নির্ধারণ।

২৮. সিমেন্ট ক্লিংকার (এইচএসকোড ২৫২৩.১০.২০) এর আমদানি শুল্ক প্রতি মে. টন টাকা ৫০০/- থেকে হ্রাস করে ২০০/- নির্ধারণ।

২৯. কাঁচা চামড়ার (এইচএসকোড হেডিং নং ৪১.০১, ৪১.০২ এবং ৪১.০৩ এর অধীন) উপর আরোপিত শুল্ক হার হ্রাসকরণ।

সিরডাপ মিলনায়তনে বিটিসি কর্তৃক আয়োজিত "এন্টি-ডাম্পিং, কাউন্টারভেইলিং ও সেইফগার্ড মেজাস" শীর্ষক কর্মশালা

৩০. হোমিওপ্যাথিক ঔষধের কাঁচামাল প্লাষ্টিক ক্যাপ এন্ড ড্রপার ওয়াসার (এইচএসকোড ৩৯২৩.৫০.০০) এরং সীলার লাইনার (এইচএসকোড ৭৬০৭.২০.১০) উপর আরোপিত সম্পুরক শুল্ক হার হ্রাসকরণ।

৩১. আমদানিকৃত টিউব লাইটের (এইচএসকোড ৮৫৩৯.৩১.৯০) প্রতি পিস ৪৪ টাকা হারে ট্যারিফ ভ্যালু নির্ধারণ ও উৎপাদন পর্যায়ে প্রতি পিস টিউব লাইট উৎপাদনের জন্য মূসক আদায়ের নিমিত্ত ট্যারিফ মূল্য ৩০ টাকা নির্ধারণ।

৩২. ডিশ এন্টেনা ক্যাবল (এইচএসকোড ৮৫৪৪.২০.০০) এর আমদানির উপর সম্পূরক শুল্ক ১৫% থেকে বৃদ্ধি করে ৩০% করা।

৩৩. সম্পূর্ণায়িত ফাইবার অপটিক ক্যাবলের (এইচএসকোড ৮৫৪৪.৭০.০০) শুল্ক ৫% থেকে বৃদ্ধি করে ১০% করা।

৩৪. লোজিআই ও চালের খুদ রপ্তানির বিষয়ে মতামত প্রদান।

৩৫. রপ্তানিতব্য পণ্য উৎপাদনে ব্যবহৃত আমদানিকৃত কাঁচামালের জন্য বৈদেশিক মুদ্রায় প্রয়োজনীয় ঋণ প্রাপ্তির নিমিত্ত মূল্য সংযোজনের হার ও নির্ণায়ক নির্ধারণ সম্পর্কিত প্রতিবেদন।

৩৬. সালফার ও বিস্ফোরক দ্রব্যাদি পরিবহন সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রেরণ।

৩৭. সুপারি আমদানির অনুমতি প্রদানের উপর মতামত প্রেরণ। সুপারি আমদানি মূল্য অপেক্ষা রপ্তানি মূল্য কম হওয়ার কারণ সম্পর্কে তদন্ত প্রতিবেদন প্রেরণ।

৩৮. আমদানিকৃত সুপারি রপ্তানির ক্ষেত্রে ভ্যালু এডিশনের প্রকৃত পরিমাণ এবং ইপিজেড বহির্ভূত এলাকায় সুপারি রপ্তানির নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার/বলবৎ রাখার বিষয় পর্যালোচনাপূর্বক প্রতিবেদন প্রেরণ।

৩৯. অপ্রচলিত গরু মহিষের নাড়ি ভুঁড়ি, শিং, রগ ইত্যাদি রপ্তানির ক্ষেত্রে নগদ সহায়তা ৫% থেকে বাড়িয়ে ১৫% করা।

৪০. মূলধনী যন্ত্রপাতি উৎপাদনে ব্যবহৃত উপকরণের শুল্ক হ্রাস এবং মূসক অব্যাহতি প্রদান।

৪১. রাইস ব্রান থেকে ভোজ্য তেল উৎপাদনের বিষয়ে (প্রসপেক্টস অব রাইস ব্রান ওয়েল) একটি ষ্টাডি ও মতামত প্রেরণ।

৪২. বাংলাদেশে রাসায়নিক শিল্পের সম্ভাবনা ও ভবিষ্যত বিষয়ক একটি ষ্টাডি ও মতামত প্রেরণ।

৪৩. বাংলাদেশে মিনারেল ওয়াটার শিল্পের সম্ভাবনা ও ভবিষ্যত বিষয়ক একটি ষ্টাডি ও মতামত প্রেরণ।

৪৪. পরিশোধিত লবণ ও ভোজ্য লবণসহ অন্যান্য লবণের উপর সমীক্ষা প্রতিবেদন।

৪৫. আন্তর্জাতিক বাজারে গুড়ো দুধের মূল্য-হ্রাস ও দেশীয় বাজারে এর প্রভাব সম্পর্কিত পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন প্রেরণ।

৪৬. শিল্প মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশনের জন্য 'বাংলাদেশ চিনি (রাস্তাঘাট উন্নয়ন উপকর) আইন-২০১৫' এর খসড়ার উপর মতামত প্রদান সংক্রান্ত।

৪৭. ভোজ্য তেলের উপর সমীক্ষা প্রতিবেদন সম্পাদন এবং প্রেরণ।

খ. দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ এবং বাজার পর্যবেক্ষণ ও মনিটরিং এর লক্ষ্যে বাণিজ্য নীতি বিভাগ কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপসমূহ:

০১. চট্রগ্রাম কাস্টম হাউজ হতে অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের ইনবন্ড ও আউটবন্ড তথ্য-উপাত্ত নিয়ে তার বিশ্লেষণ, বাজারে পণ্যের সরবরাহ ও বিতরণ সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করে সরকারের নিকট উপস্থাপন।

০২. বাংলাদেশ ব্যাংক হতে অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের এলসি ওপেন ও এলসি সেটেল্ড এর তথ্য বিশ্লেষণ, বিভিন্ন কোম্পানী কর্তৃক প্রদত্ত পণ্যের কস্ট শীট বিশ্লেষণ পূর্বক পণ্যের যৌক্তিক মিলগেট মূল্য নির্ধারণ এবং পণ্যের আন্তর্জাতিক ও স্থানীয় বাজার মূল্য সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করে তা সুপারিশ আকারে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে নিয়মিত প্রেরণ।

০৩. জাতীয় দ্রব্যমূল্য মনিটরিং কমিটিকে সকল প্রকার দাপ্তরিক সহযোগিতা প্রদান এবং জাতীয় দ্রব্যমূল্য মনিটরিং কমিটি কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হচ্ছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা পূর্বক জাতীয় মনিটরিং কমিটির নিকট মাসিক প্রতিবেদন নিয়মিত প্রেরণ।

০৪. ইবিএ কোটায় ইউরোপীয় (ইইউ) রিয়া ইন্টান্যাশনাল কে ৩০০ মে: টন চিনি রপ্তানির অনুমতি প্রদান প্রসঙ্গে সুপারিশ প্রেরণ।

০৫. মেসার্স আব্দুল মোনেম সুগার রিফাইনারী লিঃ কে ৪৩,৫০০ মে: টন চিনি রপ্তানির অনুমতি প্রদান প্রসঙ্গে সুপারিশ প্রেরণ।

০৬. বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য কর্পোরেশনকে ৫০,০০০ মে: টন চিনি রপ্তানির অনুমতি প্রদান প্রসঙ্গে সুপারিশ প্রেরণ।

০৭. দেশ বন্ধু সুগার মিলস লিঃ কে ৪৯,০০০ মে: টন চিনি রপ্তানির অনুমতি প্রদান প্রসঙ্গে সুপারিশ প্রেরণ।

০৮. এস আলম সুগার রিফাইনারী লিঃ কে ২০,০০০ মে: টন চিনি রপ্তানির অনুমতি প্রদান প্রসঙ্গে সুপারিশ প্রেরণ ।
০৯. ইউনাইটেড সুগার মিলস লিঃ কে ২,৫০০ মে: টন চিনি রপ্তানির অনুমতি প্রদান প্রসঙ্গে সুপারিশ প্রেরণ।
১০. সিটি গ্রুপ সুগার মিলস লিঃ কে ৩৫,০০০ মে: টন চিনি রপ্তানির অনুমতি প্রদান প্রসঙ্গে সুপারিশ প্রেরণ।
১১. শ্রীলংকায় ৫০,০০০০ মে: টন সিদ্ধ চাউল রপ্তানির বিষয়ে মতামত প্রেরণ।
১২. সাতক্ষীরা, ভোমরা স্থল বন্দর পরিদর্শন করে পিয়াজ এর বাজার পরিস্থিতির উপর প্রতিবেদন প্রেরণ।
১৩. অত্যাবশ্যকীয় পণ্য লবণ এর উপর একটি বিশ্লেষণাত্মক প্রতিবেদন প্রেরণ।
১৪. ভোজ্য তেলের বাজার পরিস্থিতির উপর মতামত সহ প্রতিবেদন প্রেরণ।
১৫. দেশে বোরো উৎপাদনে নিয়োজিত কৃষকদের প্রতিকার প্রসঙ্গে মতামত প্রেরণ।
১৬. আশুগঞ্জ বন্দর ব্যবহার করে ভারতীয় পণ্য (চাল, ডাল ও আলু) ভারতের সেভেন সিস্টারস এ প্রেরণ সংক্রান্ত মতামত।

গ. দ্বি-পাক্ষিক, আঞ্চলিক ও বহুপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি এবং পিটিএ **(Preferential Trade Agreement)**ও এফটিএ **(Free Trade Agreement)** সংক্রান্ত কার্য সম্পাদন:

০১. পাকিস্তান ও মালয়েশিয়ার মধ্যে সম্পাদিত Closer Economic Partnership Agreement (CEPA)'র অনুরূপ একটি চুক্তি বাংলাদেশ-মালয়েশিয়ার সাথে সম্পাদন করা যৌক্তিক হবে কিনা সে বিষয়ে সমীক্ষা প্রতিবেদন প্রণয়ন।
০২. APTA চুক্তির আওতায় চীন ও দক্ষিণ কোরিয়ার জন্য অফার লিস্ট এবং লাও পিডিআর'র জন্য রিকোয়েষ্ট লিস্ট প্রণয়ণ।
০৩. APTA র আওতায় চীন, দক্ষিণ কোরিয়া, ভারত ও শ্রীলংকার নিকট বাংলাদেশের অনুরোধ তালিকা প্রণয়ন।
০৪. Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Co-operation Free Trade Area (BIMSTEC FTA) আওতায় বাংলাদেশের ট্যারিফ সিডিউল প্রণয়ন।
০৫. D-8, TPS-OIC এবং IOR-ARC ভুক্ত দেশসমূহে বাংলাদেশের বাণিজ্য সম্প্রসারণ ও শুল্ক হ্রাস সংক্রান্ত বিভিন্ন মতামত প্রদান ।
০৬. ভারত সরকার ঘোষিত Duty Free Tariff Preference (DFTP) Scheme 'র আওতায় শুল্ক সুবিধা গ্রহণের বিষয়ে মতামত প্রদান প্রসংগে।
০৭. SAFTA'র আওতায় সার্কভুক্ত দেশসমূহের জন্য বাংলাদেশের Request list, Offer list, Sensitive list সংক্রান্ত কাজ।
০৮. Sectoral Agreement on the APTA Rules of Origin এর বিষয়ে মতামত প্রণয়ন।
০৯. The Protocol on Preferential Tariff Scheme for TPS-OIC (PRETAS)-এর আওতায় অফার তালিকা অনুযায়ী শুল্ক ছাড় সম্পর্কিত প্রতিবেদন প্রণয়ন।
১০. D-8 ভুক্ত দেশসমুহের জন্য বাংলাদেশের অফার তালিকা প্রণয়ন।
১১. ইরান ও বাংলাদেশের মধ্যে স্বাক্ষরিত অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি (Trade

Preferential Agreement) এর আওতায় বাংলাদেশের অনুরোধ ও অফার তালিকা প্রণয়ন।

১২. বিভিন্ন দেশের সাথে দ্বি-পাক্ষিক মুক্ত বাণিজ্য অঞ্চল (এফটিএ) গঠনের Policy Guidelines নির্ধারণ।

১৩. ভারত, নেপাল ও ভুটানের সাথে বাংলাদেশের ট্রানজিট চালুর বিষয়ে খসড়া প্রতিবেদন প্রণয়ন।

১৪. সাফটার আওতায় সেবাখাতের জন্য বাংলাদেশের অনুরোধ ও অফার তালিকা প্রণয়ন।

১৫ ইউরোপীয় ইউনিয়নে জিএসপি রুলস অব অরিজিন-এর রিজিওনাল কিউমিউলেশন-এর অধীনে ভারতকে নোটিফাই করার বিষয়ে মতামত প্রণয়ন ।

১৬ WTO এর বিভিন্ন চুক্তির আওতায় সাবসিডি সম্পর্কিত বাংলাদেশের রুলস্, এন্টি-ডাম্পিং অ্যাকশন, কাউন্টার-ভেইলিং অ্যাকশন ইত্যাদি সংক্রান্ত নোটিফিকেশন তৈরি।

১৭. ভারতে পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে বাংলাদেশ যে সব প্যারা-ট্যারিফ ও নন-ট্যারিফ বাধার সম্মুখীন হয় সে বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ পূর্বক প্রতিবেদন প্রণয়ন।

১৮. বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার সচিবালয়ের উদ্যোগে বাংলাদেশের ৪র্থ ট্রেড পলিসি রিভিউ ২০১২ প্রণয়নের উদ্দেশ্যে ইনপুটস প্রদান।

১৯. ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) এর মধ্যে FTA স্বাক্ষরের ফলে বাংলাদেশের উপর কি প্রভাব পড়বে এ বিষয়ে প্রতিবেদন প্রণয়ন।

২০. ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও ভিয়েতনামের এর মধ্যে FTA স্বাক্ষরের ফলে বাংলাদেশের উপর কি প্রভাব পড়বে এ বিষয়ে প্রতিবেদন প্রণয়ন।

২১. মরিশাস, মিয়ানমার, জর্দান,ভূটান, দক্ষিণ আফ্রিকা, মালয়েশিয়া, চীন, কুয়েত, মেসিডনিয়া, GCC ও আফ্রিকার কয়েকটি দেশের সাথে বাংলাদেশের FTA / PTA গঠনের সম্ভাব্যতা যাচাইপূর্বক প্রতিবেদন প্রণয়ন।

২২. The Protocol on the Preferential Tariff Scheme for the TPS-OIC (PRETAS) এর আওতায় বাংলাদেশের Concession List (Offer List) হালনাগাদকরন ।

২৩. Transposition of SAFTA Sensitive list from HS 2007 to HS 2012

২৪. ইউরোপিয়ন ইউনিয়ন ও ভারতের মধ্যে মুক্ত বাণিজ্য অঞ্চল চুক্তি সম্পাদিত হলে এবং পাকিস্তানকে জিএসপি '+' সুবিধা দেয়াতে বাংলাদেশের তৈরি পোষাক রপ্তানিতে কোন প্রভাব পড়বে কিনা তা পরীক্ষা করে প্রতিবেদন প্রণয়ন।

২৫. ইউরোপীয়ান ইউনিয়ন কর্তৃক জিএসপি স্কিম সংশোধনের কারণে বাংলাদেশের বাণিজ্যের উপর প্রভাব বিশ্লেষণ।

২৬. কতিপয় অপ্রচলিত পণ্য রপ্তানির বিষয়ে সমীক্ষা প্রতিবেদন প্রণয়ন ।

২৭. Problems and Prospects of IT and IT Enabled Services Outsourcing in Bangladesh শীর্ষক সমীক্ষা প্রতিবেদন প্রণয়ন ।

বিটিসি চেয়ারম্যান কর্তৃক মাননীয় অর্থ মন্ত্রীকে আনুষ্ঠানিকভাবে BTC Journal-এর কপি প্রদান

ঘ. দেশীয় শিল্পের স্বার্থসংরক্ষণ এবং অসাধু বাণিজ্য প্রতিবিধান সম্পর্কে শিল্পোদ্যোক্তা ও ব্যবসায়ীদের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধি: বিশ্ব বাণিজ্য সংস্হার বিভিন্ন বিধি-বিধানের আলোকে দেশীয়-শিল্পের স্বার্থ রক্ষার্থে বাংলাদেশ সরকার অসম/অসাধু প্রতিযোগিতায় সম্মুখীন হয়ে ক্ষতিগ্রস্হ শিল্পের সুরক্ষায় কাস্টমস আইন, ১৯৬৯ এর আওতায় কতিপয় প্রতিবিধানমূলক বিধিমালা জারী করেছেন এবং বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের চেয়ারম্যানকে এ সকল বিধিমালার আওতায় ক্ষতি নিরুপন ও প্রতিবিধানের সুপারিশ প্রণয়নের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ নিয়োগ করেছে। এই সকল বিষয়ে সংশ্লিষ্ঠ সকলকে অবহিত করে সচেতনতা বৃদ্ধি করতঃ কাংখিত শিল্পায়ন, রপ্তানি বৃদ্ধি তথা সার্বিক অর্থনৈতিক অগ্রগতি অর্জনের লক্ষ্যে লক্ষ্যে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন বিভিন্ন সেমিনার আয়োজন করে আসছে। এজন্য গত সাতবছরে সকল বিভাগীয় শহরে (ঢাকা,চট্টগ্রাম,রাজশাহী,রংপুর,খুলনা,সিলেট,বরিশাল) চেম্বার অব কমার্স এর সাথে মোট ৮ টি সচেতনতা সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে। এছাড়া জেলা পর্যায়ে কুমিল্লা,খাগড়াছড়ি,নারায়ণগঞ্জ,নেত্রকোণা এ ৪ টি সচেতনতা সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আমদানি ও রপ্তানি প্রধান নিয়ন্ত্রকের দপ্তর

বর্তমান সরকারের "রূপকল্প ২০২১" বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশকে ডিজিটাল বাংলাদেশে রূপান্তরের মাধ্যমে ক্ষুধা, বেকারত্ব, নিরক্ষরতা, বঞ্চনা ও দারিদ্র্যমুক্ত সোনার বাংলা তথা মধ্যম আয়ের দেশ গড়ার দৃঢ় প্রত্যয়কে ধারণ করে এ দপ্তরের কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে আসছে। রূপকল্প ২০২১ এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য এবং সর্বোপরি একটি সমৃদ্ধ এবং প্রতিযোগিতামূলক আধুনিক বাংলাদেশ গড়ে তোলার মাধ্যমে দেশের জাতীয় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিতকরণের উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে এ দপ্তরের দৈনন্দিন কার্যাবলী চলমান রয়েছে।

ক. আমদানি নীতি আদেশ, ২০১৫-২০১৮ প্রণয়ন ও কার্যকর:

১. ডব্লিউটিও-এর আওতায় বিশ্বায়ন ও মুক্তবাজার অর্থনীতির ক্রমবিকাশের ধারার আলোকে আমদানি নীতি অধিকতর সহজীকরণ করা হয়েছে।

২.আধুনিক প্রযুক্তির ব্যাপক প্রসারকল্পে অবাধ প্রযুক্তি আমদানির সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।

৩.রপ্তানি সহায়ক শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহকে সহজভিত্তিক আমদানির সুবিধা প্রদান করে দেশীয় রপ্তানিকে মজবুত ভিত্তির উপর দাঁড় করানোর লক্ষ্যে শিল্প নীতি, রপ্তানি নীতি ও অন্যান্য উন্নয়ন কর্মসূচীর সাথে আমদানি নীতির সমন্বয় সাধন করা হয়েছে।

৪.শিল্প পণ্যের কাঁচামাল আমদানির উপর ক্রমান্বয়ে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে শিল্পজাত পণ্য অধিকতর সহজলভ্য করা হয়েছে।

৫.গুণগত মানসম্পন্ন ও স্বাস্থ্যসম্মত পণ্য সরবরাহ ও পরিবেশবান্ধব আমদানির সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।

৬. আমদানি নীতি আদেশ অধিকতর উদার ও সহজীকরণ করায় দেশীয় শিল্পের প্রসার, রপ্তানিমূখী শিল্পের কাঁচামাল ও অন্যন্য উপকরণ সহজলভ্য ও ব্যবসা বান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি করায় জাতীয় উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে এবং বিনিয়োগের ক্ষেত্রে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে।

খ. কর ব্যতীত রাজস্ব আয় (Non Tax Revenue): এই দপ্তরের কর ব্যতীত রাজস্ব আদায় উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং রাজস্ব আদায় বৃদ্ধির প্রবাহমান ধারা অব্যাহত রাখার জন্য রাজস্ব আদায়ের কার্যক্রম নিবিড়ভাবে নিয়মিত মনিটর করা হচ্ছে। এই দপ্তরের কর ব্যতীত রাজস্ব আদায় সংক্রান্ত তথ্য নিম্নরূপ:

অর্থ বছর	রাজস্ব আয় (কোটি টাকা)
২০০৮-২০০৯	৪১.৪২
২০০৯-২০১০	৪৪.১২
২০১০-২০১১	৫৭.৮৬
২০১১-১২	৭১.২৪
২০১২-১৩	৮১.৫৬
২০১৩-১৪	৯০.২২

২০১৪-১৫	১০০.৮৩
২০১৫-১৬	১০৪.০৫

গ. সিটিজেন চার্টার প্রণয়ন ও হেল্পডেস্ক চালু: এ দপ্তরে আগত সেবাপ্রার্থীদের দ্রুত সেবা নিশ্চিত করণের লক্ষ্য সিটিজেন চার্টার প্রণয়ন করা হয়েছে এবং প্রণীত সিটিজেন চার্টার মোতাবেক সেবা প্রার্থীদের পরামর্শ প্রদানের জন্য এ দপ্তরে একটি হেল্পডেস্ক খোলা হয়েছে এবং সিটিজেন চার্টার অনুসারে সেবা প্রার্থীদের দ্রুত সেবা প্রদান করা হচ্ছে।

ঘ. নিবন্ধন সনদপত্র জারি: The Importers, Exporters & Indentors (Registration) order, 1981 এবং বর্তমান আমদানি নীতি আদেশ, ২০১৫-২০১৮ এর আলোকে আমদানি, রপ্তানি এবং ইন্ডেটিং নিবন্ধন সনদপত্র জারি করা হচ্ছে। এ অধিদপ্তরের কার্যক্রমের গতিশীলতা আণয়নের উদ্দেশ্যে আবেদনপত্র প্রাপ্তির পর সেবা গ্রহীতাদের দ্রুত সেবা প্রদান নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে আমদানি ও রপ্তানি প্রধান নিয়ন্ত্রকের দপ্তরের আওতাধীন সকল আঞ্চলিক দপ্তর হতে দ্রুততম সময়ের মধ্যে নিবন্ধন সনদপত্র জারি ও নবায়ন করা হচ্ছে।

ঙ. আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার: এই দপ্তরের অধীনস্থ সকল আঞ্চলিক দপ্তরে ইন্টারনেট স্থাপন করা হয়েছে এবং সদর দপ্তরে ওয়েব সাইট চালু করা হয়েছে।

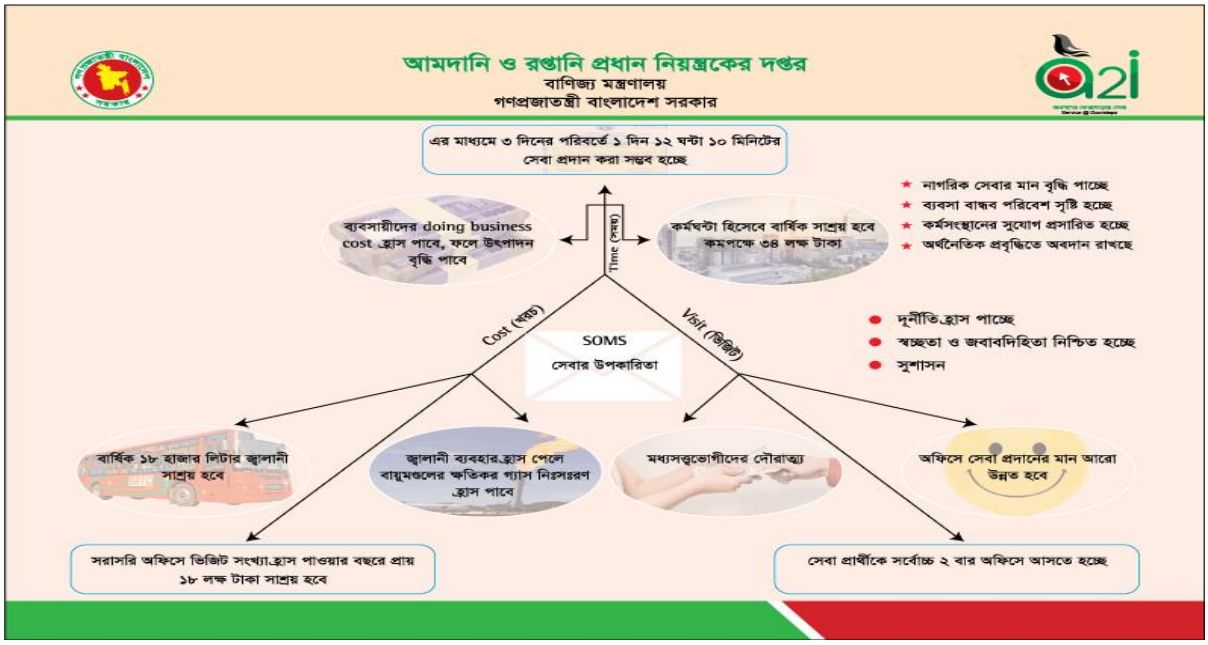

চ. নিরাপত্তা ব্যবস্থা: সরকারি সিদ্ধান্ত অনুসারে এ অধিদপ্তরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে এবং এক্ষেত্রে অধিকতর নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সার্বক্ষণিক নজরদারি করার জন্য এ দপ্তরে সিসি ক্যামেরা স্থাপন করা করা হয়েছে।

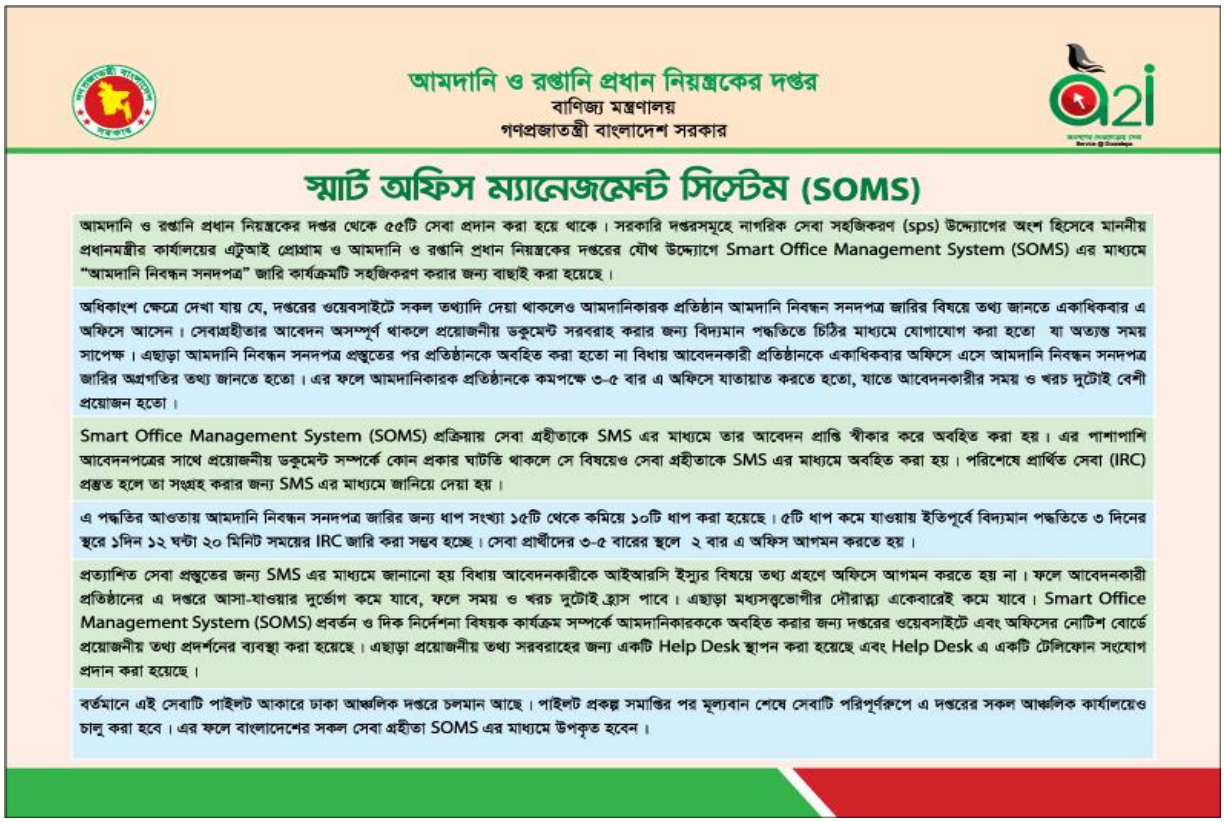

ছ. ভবিষ্যত পরিকল্পনা:

১. অটোমেশনের মাধ্যমে এ অধিদপ্তরের কার্যক্রমে দক্ষতা ও গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে IFC এর উদ্যোগে এবং বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের তত্বাবধানে বাস্তবায়নাধীন Online Licensing Module (OLM) স্থাপন করা।

২. দপ্তরের গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে শূন্য পদে নতুন জনবল নিয়োগ করা।

৩. কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রযুক্তিগত দক্ষতা বৃদ্ধি ও গবেষণামূলক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য উপযুক্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৪. দ্রুততম সময়ের মধ্যে আমদানি ও রপ্তানি সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য/পরিসংখ্যান প্রাপ্তির লক্ষ্যে শুল্ক স্টেশন, বাংলাদেশ ব্যাংক, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ও রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুরোর সাথে অন-লাইন কার্যক্রম চালু করা।

স্মার্ট অফিস ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম উদ্বোধন করছেন মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রী জনাব তোফায়েল আহমেদ

বাংলাদেশ চা বোর্ড

১. বাংলাদেশ চা শিল্পের কৌশলগত উন্নয়ন পরিকল্পনা: চায়ের অভ্যন্তরীণ চাহিদা মেটানো এবং রপ্তানীর বর্তমান হার বৃদ্ধির জন্য চায়ের উৎপাদন ৬৭.৩৮ মিলিয়ন কেজি থেকে ১০০ মিলিয়ন কেজিতে উন্নীত করার নিমিত্তে ৯৬৭.৩৬ (নয়শত সাতষট্টি কোটি ছত্রিশ লক্ষ) কোটি টাকা ব্যয় সাপেক্ষে ১২ (বার) বছর মেয়াদী একটি উন্নয়ন কর্মকৌশল প্রণয়ন করা হয়েছে । উক্ত উন্নয়ন কর্মকৌশল বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে ৭ম পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনায় অর্ন্তভুক্তির জন্য অগ্রাধিকারের ভিতিত্তে ৬৮৯.৪৬ (ছয়শত ঊননব্বই কোটি ছেচল্লিশ লক্ষ) কোটি টাকা ব্যয় সাপেক্ষে ১০ (দশ) টি উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

২. বাস্তবায়নযোগ্য উন্নয়ন প্রকল্প:

ক. বৃহত্তর পঞ্চগড়, ঠাকুরগাঁও, লালমনিরহাট, দিনাজপুর এবং নীলফামারী জেলায় ৫০০ (পাঁচশত) হেক্টর জমিতে চা চাষ সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ৪৯৭.৬০ (চার কোটি সাতানববই লক্ষ ষাট হাজার) লক্ষ টাকা ব্যয় সাপেক্ষে ''Extension of Small Holding Tea Cultivation in Northern Bangladesh'' শীর্ষক প্রকল্পটি গত ১০ নভেম্বর ২০১৫ তারিখে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।

দিনাজপুরে চা চারা উত্তোলন অফিস ভবন

পঞ্চগড়ে চা চারা উত্তোলন

খ. লালমনিরহাট জেলায় ক্ষুদ্রায়তন চা চাষ সম্প্রসারণের জন্য ৪৪৬.৮৯ (চার কোটি ছেচল্লিশ লক্ষ ঊননব্বই হাজার) লক্ষ টাকা ব্যয় সাপেক্ষে ''Eradication of Rural Poverty by Extension of Small Holding Tea Cultivation in Lalmonirhat'' শীর্ষক প্রকল্পটি গত ১০/১১/২০১৫ তারিখে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।

চা চারা রোপন

গ. পার্বত্য চট্টগ্রামে চা চাষ সম্প্রসারণ কার্যক্রম চলমান রাখার জন্য ৯৯৯.৩৫ (নয় কোটি নিরানববই লক্ষ পয়ঁত্রিশ হাজার) লক্ষ টাকা ব্যয় সাপেক্ষে ''Extension of Small Holding Tea Cultivation in Chittagong Hill Tracts'' শীর্ষক একটি নতুন প্রকল্প প্রস্তাব গত ১৭/০২/২০১৬ তারিখে সংশোধন করে পুনরায় বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে পেশ করা হয়েছে।

বান্দরবানে চা চারা উত্তোলন

চা পাতা চয়ন

ঘ. বাংলাদেশ চা গবেষণা ইনস্টিটিউটকে আধুনিকায়ন করার লক্ষ্যে ৬৯৫.০০ (ছয় লক্ষ পচাঁনব্বই হাজার) লক্ষ টাকা ব্যয় সাপেক্ষে Strengthening the Capacity Building of Bangladesh Tea Research Institute (BTRI) শীর্ষক প্রকল্পটি গত ২৪/০১/২০১৬ তারিখে ডিপিপি সংশোধন করে অনুমোদনের জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

৩. তাছাড়া বাংলাদেশ চা বোর্ড কর্তৃক প্রস্তাবিত "Extension of Tea Virgin Land of Existing Tea Estates" শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক ১০০ (এক শত) কোটি টাকা ঋণ ৯% সুদে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক-কে প্রদান করার জন্য প্রশাসনিক আদেশ জারী করেছে।

৪. গবেষণা : বাংলাদেশ চা গবেষণা ইনস্টিটিউট এ পর্যন্ত ১৮ (আঠার) টি উচ্চ ফলনশীল ক্লোন, ৪ (চার) টি বাই-ক্লোনাল এবং ১ (এক) টি পলি-ক্লোনাল বীজ অবমুক্ত করেছে। বর্তমানে বিভিন্ন ডিসিপ্লিনে ৫৫ (পঞ্চান্ন) টি গবেষণাকার্য চালু রয়েছে।

৬. বাংলাদেশ সরকারের সাথে চা বোর্ডের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।

৭. চা শিল্পের উপর একটি উন্নয়নের পথনকশা তৈরী করা হয়েছে। উন্নয়নের পথনকশা সরকারের নিকট উপস্থাপন করা হয়েছে।

উন্নয়ন কর্মকান্ড :

ক. বাংলাদেশ চা গবেষণা ইনস্টিটিউটে এনেক্স ভবনের ১ (এক) তলার উপর ২য় তলা ৪৯.০০ (ঊনপঞ্চাশ) লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।

খ. বাংলাদেশ চা গবেষণা ইনস্টিটিউটের অফিস ভবনসম্প্রসারণ নির্মাণ কাজ ৫০.৩৩ (পঞ্চাশ লক্ষ তেত্রিশ হাজার) লক্ষ টাকা ব্যয়ে সম্পন্ন করা হয়েছে।

গ. প্রকল্প উন্নয়ন ইউনিট এর জন্য বাগান সার্ভে কাজে ব্যবহারের নিমিত্তে ৫.৮৭ (পাঁচ লক্ষ সাতাশি হাজার) লক্ষ টাকায় ডিজিটাল স্টেশন ক্রয় করা হয়েছে।

ঘ. প্রকল্প উন্নয়ন ইউনিট অফিস ভবনের ২য় তলা ৮.৮৪ (আট লক্ষ চুরাশি হাজার) লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।

ঙ. চা বাগানে উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য ন্যায্য মূল্যে ১৩,১৪৫ (তের হাজার একশত পঁয়তাল্লিশ) মেট্রিক টন ইউরিয়া , ৩,১৮১ (তিন হাজার একশত একাশি) মেট্রিক টন

টিএসপি, ৬,৭৪২ (ছয় হাজার সাতশত বিয়াল্লিশ) মেট্রিক টন এমওপি ও ৫৮২ (পাঁচ শত বিরাশি) মেট্রিক টন ডিএপি সার চা বাগানের অনুকূলে বরাদ্দ দেয়া হয়।

চ. বাংলাদেশ চা গবেষণা ইনস্টিটিউট এর বার্ষিক প্রতিবেদন (টি জার্নাল) প্রকাশ করা হয়েছে।

হালদা ভ্যালি চা বাগানের সংযোগ সড়ক

ছ. চট্টগ্রাম জেলার ফটিকছড়ি থানার অন্তর্গত নারায়ন হাট হতে মিরসরাই গভানিয়া সড়কের হালদা ভ্যালি চা বাগানের চাঁদপুর (ডিভিশন) সংযোগ সড়ক ১ (এক) কিলোমিটার ব্রিক সলিং রাস্তা নির্মাণ বাবদ ৩৩.২৪ (তেত্রিশ লক্ষ চব্বিশ হাজার) লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে।

জ. বিএআরসি'র গবেষণা মন্‌জুরী' তহবিলের আওতায় ২০১৫-২০১৬ ইং অর্থ বৎসরের বিটিআরআই এর "Studies and development of IPM strategies for plant parasitic nematodes in tea" শীর্ষক গবেষণা প্রকল্পের প্রাপ্ত ২য় কিস্তির ১,০০,০০০ (এক লক্ষ) টাকা অনুমোদিত হয়েছে।

ঝ. বাংলাদেশ চা গবেষণা ইনস্টিটিউট এর চায়ের মান উন্নয়নের লক্ষে প্রস্তাবিত বায়োটেকনোলজি তথা টিস্যুকালচার গবেষণাগারের যন্ত্রপাতি ক্রয়ের জন্য ৪৬,২২,৩৪০ (ছেচল্লিশ লক্ষ বাইশ হাজার তিন শত চল্লিশ) টাকার অনুমোদন দেয়া হয়েছে।

ঞ. বাংলাদেশ চা গবেষণা ইনস্টিটিউটের সেচ ব্যবস্থার গতি ত্বরান্বিত করার জন্য সোলার চালিত ইরিগেশন সিস্টেম এর প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি স্থাপনের অনুমোতি দেয়া হয়েছে।

ট। বাংলাদেশ চা গবেষণা ইনস্টিটিউটের মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগে গবেষণার কাজে ভার্মিকম্পোষ্ট প্লান্ট স্থাপনের নিমিত্তে ২,২০,০০০.০০ (দুই লক্ষ বিশ হাজার) টাকার অনুমতি দেয়া হয়েছে।

চা বাগান

যৌথমূলধন কোম্পানি ও ফার্মসমূহের পরিদপ্তর

১. পটভূমিঃ যৌথমুলধন কোম্পানি ও ফার্মসমূহের পরিদপ্তর বাংলাদেশের ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার তথা অর্থনীতির বিনির্মাণে একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে আসছে। এ প্রতিষ্ঠানটি সরকারের কর বহির্ভূত রাজস্ব আয়েরও একটি অন্যতম উৎস। ভারতীয় উপমহাদেশে ব্রিটিশ শাসনামলে যৌথমূলধন ব্যবসার প্রসারের লক্ষ্যে ১৯১৩ সনে কোম্পানি আইনের আওতায় এ প্রতিষ্ঠানটি স্থাপিত হয়। ভারত বিভক্তির পর প্রথমে যৌথমূলধন কোম্পানি ও ফার্মসমূহের পরিদপ্তর চট্টগ্রামে স্থাপন করা হলেও পরবর্তীতে ১৯৬২ সালে পরিদপ্তরটি ঢাকায় স্থানান্তরিত হয়। ব্যবসা বাণিজ্যের সম্প্রসারণের পরিপ্রেক্ষিতে পরবর্তীতে চট্টগ্রাম, খুলনা ও রাজশাহীতে বিভাগীয় দপ্তর স্থাপন করা হয়।

যৌথমূলধন কোম্পানি ও ফার্মসমূহের পরিদপ্তর কোম্পানি আইন, ১৯৯৪; The Societies Registration Act,1980; The Partnership Act,1932; এবং The Trade Organizations Ordinance, 1961 এর অধীনে কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। পরিদপ্তরটির প্রধান কাজ হচ্ছে কোম্পানি, সোসাইটি, ট্রেড অর্গানাইজেশন এবং পার্টনারশীপ ফার্ম এর নিবন্ধন প্রদান এবং নিবন্ধনকৃত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক দাখিলকৃত বার্ষিক বিধিবদ্ধ রিটার্নসমূহ রেকর্ডভুক্তকরন ও গ্রাহকের চাহিদা মোতাবেক সার্টিফাইড কপি প্রদান করা। উল্লেখ্য যে এ সকল আইনের আওতায় ২০১৫ সন পর্যন্ত বিভিন্ন ধরনের ১,৯৪,৪২৪ টি প্রতিষ্ঠান নিবন্ধন গ্রহণ করেছে।

পরিদপ্তরটি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষিত রূপকল্প ২০২১ এর ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। নিবন্ধন প্রক্রিয়া দ্রুততার সাথে সম্পন্ন করতে এ প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা আনতে জানুয়ারি, ২০০৯ হতে এ দপ্তর স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতি প্রবর্তনে নানামূখী কার্যক্রম শুরু করে। পরিদপ্তরটি বর্তমানে অনলাইনে কোম্পানির নামের ছাড়পত্র প্রদান, নিবন্ধন, রিটার্ন ফাইলিং, অনলাইন ব্যাংকিং ও মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে ফিস আদায়সহ ডিজিটাল স্বাক্ষর চালু করেছে। এ সকল যুগান্তকারী কর্মকান্ড পরিদপ্তরটিকে ডিজিটাল প্রক্রিয়ায় সেবা প্রদানের দিক থেকে প্রথম ডিজিটাল অফিস হিসেবে দেশে ও বিদেশে পরিচিত করে তুলছে। ফলে বাংলাদেশের ব্যবসা নিবন্ধন প্রক্রিয়া বিশ্বমানে উন্নীত হয়েছে। International Finance Corporation (IFC) প্রণীত Doing Business Report ২০১১ এ Office of the Registrar of Joint Stock Companies and Firms (RJSC) কে One of the top ten reformers হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছে। ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলা ২০১১ তে (e-government) বিশেষ সম্মাননাও লাভ করেছে এ দপ্তর। তাছাড়া বিশ্বব্যাংক থেকে প্রকাশিত 'Ease of Doing Business (EDB) 2014" এর সূচকে পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় বাংলাদেশের অবস্থান দুই ধাপ এগিয়ে আনতে এ কার্যক্রম সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে।

যৌথমূলধন কোম্পানি ও ফার্মসমূহের পরিদপ্তর ডিজিটাল কার্যক্রম উদ্বোধন

২০১৫ সনের ১০মে তারিখে মাননীয় বাণিজ্যমন্ত্রী পরিদপ্তরের ডিজিটাল স্বাক্ষর কার্যক্রমের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। যা সামগ্রিক ডিজিটালাইজেশন প্রক্রিয়াকে পূর্ণতা প্রদান করেছে। এ প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে একই দিনে ডাচ্ বাংলা ব্যাংকের মোবাইল ব্যাংকিং কার্যক্রমের মাধ্যমে অনলাইনে সরকারি ফিস প্রদানের কার্যক্রম সম্প্রসারিত করতে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। নিবন্ধনের ক্ষেত্রে প্রবর্তীত ডিজিটাল স্বাক্ষর কার্যক্রম অদূর ভবিষ্যতে সংশ্লিষ্ট সকল ক্ষেত্রে প্রয়োগের মাধ্যমে ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মান কর্মসূচী আরো এগিয়ে নেয়া সম্ভব হবে।

২. পরিদপ্তরের ডিজিটাল কার্যক্রম: যৌথমূলধন কোম্পানি ও ফার্মসমূহের পরিদপ্তর পরিচালিত কার্যক্রম স্বচ্ছ পদ্ধতিতে ও স্বল্প সময়ে সম্পন্নের জন্য স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতি প্রবর্তনের উদ্যোগ ২০০৯ সনে গ্রহণ করা হয়। ডিজিটাইজেশন কার্যক্রমের উপযোগিতা যাচাইয়ের জন্য প্রাথমিক পর্যায়ে নামের ছাড়পত্র প্রদানের মাধ্যমে এ কাজ শুরু করা হয়। পরবর্তীতে নিবন্ধন প্রদান, রিটার্ণ গ্রহণসহ অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে এ পদ্ধতি সম্প্রসারিত করা হয়। ডিজিটাল কার্যক্রমের ক্রমবিকাশের চিত্রটি নিম্নে প্রদর্শিত হলঃ

সময়	কার্যক্রম
ফেব্রুয়ারি ২০০৯	অনলাইনে নামের ছাড়পত্র প্রদান
মার্চ ২০০৯	অনলাইনের নিবন্ধন আবেদন গ্রহণ
মার্চ ২০০৯	ব্যাংকের মাধ্যমে ফি সংগ্রহ
এপ্রিল ২০০৯	১ (এক) দিনে নামের ছাড়পত্র ও নিবন্ধন প্রদান
জানুয়ারি ২০১০	স্ট্যাম্প সংগ্রহের কষ্টসাধ্য ও জটিল প্রক্রিয়ার পরিবর্তে স্ট্যাম্প মূল্য অনলাইন ব্যাংকিং এর মাধ্যমে প্রদান
জানুয়ারি	৪ (চার) ঘন্টায় নিবন্ধন প্রদান

২০১০	
জানুয়ারি ২০১০	অনলাইন ব্যাংকিং মাধ্যমে ফি ও পে-অর্ডার গ্রহণ
আগস্ট ২০১০	সার্টিফাইড কপির জন্য অনলাইনে আবেদন গ্রহণ
আগস্ট ২০১০	কুরিয়ার যোগে নিবন্ধন সনদ কোম্পানির ঠিকানায় প্রেরণ
সেপ্টেম্বর ২০১০	স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে নামের ছাড়পত্র প্রদান
অক্টোবর ২০১০	অনলাইনে রিটার্ণ ফাইলিং
মার্চ ২০১১	অনলাইনে বিবিধ আবেদন গ্রহণ
জুন ২০১৩	জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাথে আরজেএসসি'র তথ্য বিনিময় চুক্তি স্বাক্ষর
মে ২০১৫	ডিজিটাল স্বাক্ষর চালুকরন এবং অনলাইনে সার্টিফিকেট এবং সার্টিফাইড কপি সরবরাহ
মে ২০১৫	ডাচ্ বাংলা ব্যাংক এর সাথে মোবাইল ব্যাংকিং কার্যক্রমের সূচনা

ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলা ২০১১ তে আরজেএসসি কে ই-সরকার বিশেষ সম্মাননা প্রদান

৩. পরিদপ্তরের বর্তমান অনলাইন সেবাসমূহ: পরিদপ্তরের সেবাসমূহ ডিজিটাল পদ্ধতিতে প্রদানের ফলে সেবাগ্রহণের ক্ষেত্রে যে সকল উন্নয়ণ সূচীত হয়েছে তা নিচে তুলনামূলক চিত্রের মাধ্যমে দেখান হয়েছে।

ক্রঃ নং	সেবার নাম	ডিজিটাইজেশন এর পূর্ব চিত্র	বর্তমান চিত্র

ক.	নামের ছাড়পত্র প্রদান	কমপক্ষে সাত দিন	অটো ক্লিয়ারেন্স (সাথে সাথে)
খ.	কোম্পানি, সোসাইটি, ট্রেড অর্গানাইজেশন এবং পার্টনারশীপ ফার্ম নিবন্ধন	৩০ দিনের মধ্যে	৪ ঘন্টায় নিবন্ধন প্রদান
গ.	রিটার্ণ ফাইলিং	মিস ফাইলিং এর ক্ষেত্রে খুঁজে পাওয়া দুস্কর	তথ্যসমূহ অনলাইনে পর্যবেক্ষণ করা যায় বিধায় সহজ প্রাপ্য
ঘ.	ফিস প্রদান	অফিস কাউন্টারে জমা দিতে হতো ফলে দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে হতো	অনলাইন ব্যাংকিং এর মাধ্যমে সাথে সাথে জমা প্রদান
ঙ.	স্ট্যাম্প সংগ্রহ	সংগ্রহ প্রক্রিয়া জটিল ও কষ্টকর	স্ট্যাম্প এর মূল্য অনলাইন ব্যাংকিং এর মাধ্যমে সাথে সাথে প্রদান
চ.	নিবন্ধনের জন্য অফিসে যাতায়াত	কমপক্ষে ৬ বার	সাধারণত আসার প্রয়োজন হয়না
ছ.	স্বচ্ছতা	অস্বচ্ছ	স্বচ্ছ ও অনলাইন পর্যবেক্ষণ
জ.	সার্টিফাইড কপি প্রদান	স্বশরীরে সংগ্রহ করতে হতো	ই- মেইল যোগে প্রেরণ
ঝ.	জবাবদিহিতা	জবাবদিহিমূলক	কঠোর জবাবদিহিতা

৪. নিবন্ধিত কোম্পানি, সোসাইটি ও অংশীদারী ফার্মসমূহের বিবরণীঃ প্রতিষ্ঠার পর থেকে এ দপ্তরের কার্যক্রম ক্রমান্বয়ে সম্প্রসারিত হচ্ছে। প্রতিষ্ঠার পর থেকে স্বাধীনতার পূর্ববর্তী ২৪ বছরে যেখানে মোট নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ২১,৬০৮ টি ছিল, সেখানে স্বাধীনতা পরবর্তী ৪৩ বছরে এ সংখ্যা বেড়ে দাড়িয়েছে ১,৯৪,৪২৪ টি। বিভিন্ন প্রকৃতির নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠানের একটি তুলনামূলক বিবরণী নিম্নে উপস্থাপন করা হল।

ক্রম	**প্রতিষ্ঠানের প্রকৃতি**	**১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত**	**১৯৮২ পর্যন্ত**	**২০০৯ পর্যন্ত**	**জুন/২০১৬ পর্যন্ত**
১.	পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি	১,৪৪৫	১,৭৮২	২,৮২০	৩,৩২১
২.	প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি	২,৩২২	৭,৮১৩	৮২,৩৪৩	১,৩৫,৪২৭
৩.	বিদেশী কোম্পানি	৩২১	৩৮৪	৫৩১	৭৬৮
৪.	অংশীদারী ফার্ম	১৬,৯১৭	২৭,৯০১	৩৫,৫৮২	৪০,৩৫৮
৫.	ট্রেড অর্গানাইজেশন	৪৭	১৪২	৭৩৭	১০০১
৬.	সোসাইটি	৫৫৬	৯২৭	১০,৬৪০	১৩,৫৪৯

	মোট	২১,৬০৮	৩৮,৯৪৯	১,৩২,৬৫৩	১,৯৪,৪২৪

নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা তথ্য চিত্রে প্রদর্শিত হলঃ

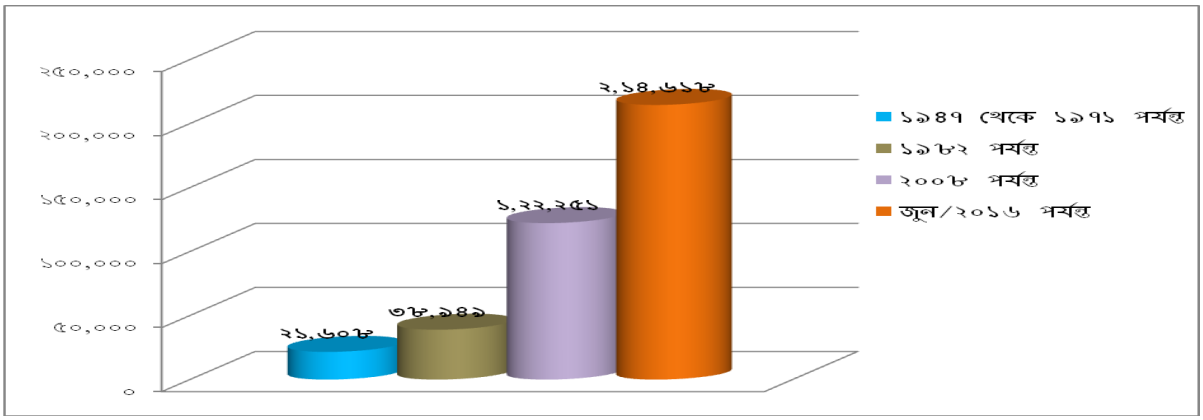

৫. সরকারি কোষাগারে অবদান: যৌথমূলধন কোম্পানি ও ফার্ম সমূহের পরিদপ্তর বিগত ৬ বছরে বিপুল পরিমাণ কর বর্হিভূত রাজস্ব সরকারি কোষাগারে জমা করেছে। এর বিপরীতে এ দপ্তর পরিচালনার জন্য যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় হয়েছে তার একটি বিবরণী নিম্নে প্রদান করা হল।

ক্রমিক নং	অর্থ বছর	ফি হিসেবে প্রত্যক্ষ আয়	স্ট্যাম্প ডিউটি হিসেবে পরোক্ষ আয়	সরকারি কোষাগারে মোট জমা	ব্যয়
১.	২০০৯-২০১০	৬১.৯০ কোটি	৭.৯৮ কোটি	৬৯.৮৮ কোটি	
২.	২০১০-২০১১	৯০.৬৬ কোটি	৫০.৯৯ কোটি	১৪১.৬৫ কোটি	১.৭৬ কোটি
৩.	২০১১-২০১২	৭৮.১৭ কোটি	৩৩.১১ কোটি	১১১.২৮ কোটি	৩.২৮ কোটি
৪.	২০১২-২০১৩	৭৪.৩৭ কোটি	৪০ কোটি	১১০.৩৭ কোটি	৪.৩২ কোটি
৫.	২০১৩-২০১৪	৭২.৮৮ কোটি	৪২.১৭ কোটি	১১৫.০৫ কোটি	৪.৭৮ কোটি
৬.	২০১৪-২০১৫	৭০.৬০ কোটি	৩৮.২৬ কোটি	১০৮.৮০ কোটি	৩.৭৯ কোটি

পরিদপ্তরের রাজস্ব আয়/ব্যয়ের হিসাব তথ্য চিত্রে প্রদর্শিত হলঃ

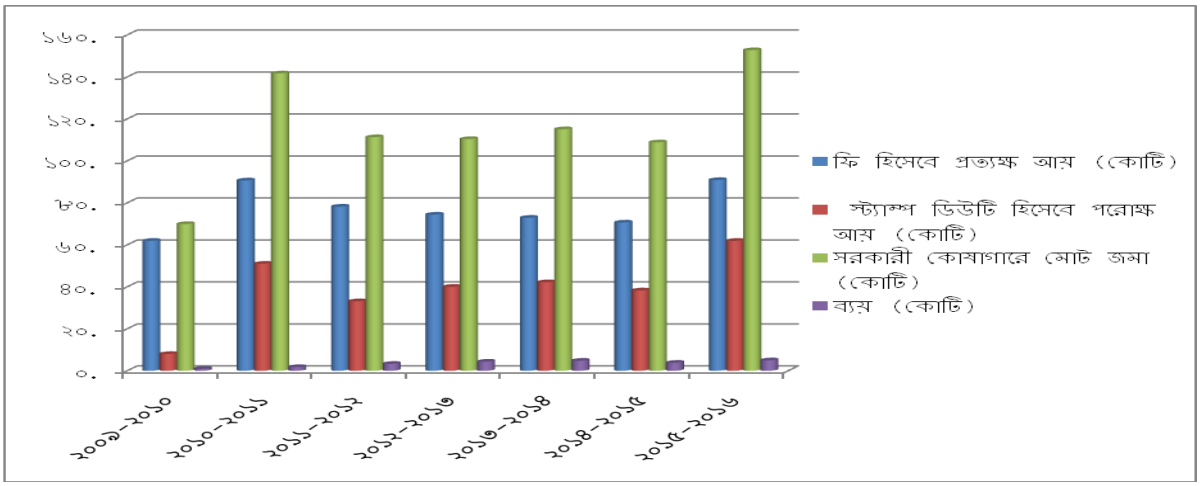

৬. পরিদপ্তরের কার্যক্রম আরো গতিশীল করতে গৃহিত কার্যক্রমঃ

ক. নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে ডিজিটাল স্বাক্ষর চালুকরণ;

খ. রেকর্ড সংরক্ষন ব্যবস্থার উন্নয়ন;

গ. NID এর তথ্য অন লাইনে তাৎক্ষণিক যাচাই; এবং

ঘ. E-TIN এর তথ্য অনলাইনে তাৎক্ষণিক যাচাই।

ডিজিটাল স্বাক্ষরের উদ্ভধন

৭. পরিশেষেঃ বিগত ০৭ (সাত) বছরের কার্যক্রম পর্যালোচনা করলে দেখা যায় অধিকাংশ কার্যক্রম বর্তমানে কম্পিউটারের মাধ্যমে ডিজিটাল পদ্ধতিতে সম্পন্ন হচ্ছে। প্রশাসনিক ও উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সংশ্লিষ্ট যে সামান্য কিছু কাজ এখনো ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে করা হচ্ছে তা ডিজিটাল পদ্ধতির আওতায় আনার মাধ্যমে এই পরিদপ্তরকে খুব শীঘ্রই একটি পেপারলেস (Paperless) অফিসে রূপান্তরের প্রত্যয়ে নিরলসভাবে কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। আশা করা যায় সকল কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্নের মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত রূপকল্প-২০২১ এর ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণ কর্মসূচী বাস্তবায়ন সম্ভব হবে।

ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (টিসিবি)

১. প্রেক্ষাপট: ১৯৭১ সালে স্বাধীনতার পর নিত্য প্রয়োজনীয় ভোগ্য পণ্য এবং শিল্পের কাঁচামাল জরুরি ভিত্তিতে জনগণের নিকট সরবরাহ করার লক্ষ্যে ১৯৭২ সনে রাষ্ট্রপতির আদেশ নং-৬৮/১৯৭২ এর মাধ্যমে ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (টিসিবি) প্রতিষ্ঠিত হয়।

২. টিসিবি'র কার্যাবলী:

ক. নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের বাজার মূল্য স্থিতিশীল রাখতে নির্দিষ্ট কিছু পণ্যের আপদকালীন মজুদ (BufferStock) গড়ে তোলা; এবং

খ. সরকারের নির্দেশনা অনুযায়ী আমদানিকৃত পণ্যের বিক্রয় ও বিতরণের ব্যবস্থা করা এবং সে লক্ষ্যে ডিলার/এজেন্ট ইত্যাদি নিয়োগ করা।

৩. টিসিবিকে শক্তিশালীকরনের জন্য গৃহীত কার্যক্রম ও সাফল্য: টিসিবিকে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে জনবল বৃদ্ধি, গুদামের ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি, ডিলার সংখ্যা বৃদ্ধি, বিভাগীয় শহর সমূহে টিসিবি'র আঞ্চলিক কার্যালয়ের জন্য জমি ক্রয়, নিজস্ব অফিস ও গুদাম নির্মাণ ইত্যাদি কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। টিসিবি'র আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কাওরান বাজারস্থ প্রধান কার্যালয় ভবনের ৯ম ও ১০ম তলার নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং ১১ ও ১২ তলা নির্মাণের প্রস্তাব অনুমোদিত হয়েছে। অল্প কিছু দিনের মধ্যে নির্মাণকাজ শুরু হবে। এছাড়াও টিসিবির আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০০ কোটি টাকার চলতি মূলধন (Working Capital) চেয়ে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।

৪.জনবল বৃদ্ধি: বর্তমান সরকার ২০০৯ সালে ক্ষমতা গ্রহণের পর টিসিবিকে শক্তিশালী ওকার্যকর প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার জন্য টিসিবি'র জনবল ২২৫ হতে ২৭৫ জনের উন্নীত করে।

৫. টিসিবি'র আইন সংশোধন: টিসিবি'র আইনকে যুগোপযোগী করণের জন্য মহান জাতীয় সংসদের মাধ্যমে টিসিবি আইন সংশোধন করা হয়েছে। সেই সাথে টিসিবি'র অনুমোদিত মূলধন ৫ কোটি হতে ১,০০০ কোটি টাকায় উন্নীত করা হয়েছে।

৬. টিসিবি'র গুদামের ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি: ২০০৮-০৯ অথ বছরে টিসিবি'র নিজস্ব গুদামের ধারণ ক্ষমতা ছিল ৯,৫৭০ মেঃটন। বর্তমানে নিজস্ব গুদামের ধারণ ক্ষমতা ১৫,০৮০ মেঃটন সহ মোট ধারণ ক্ষমতা ২৩,১১৯ মেঃটন। রংপুরে ০.৯৩ একর অধিগ্রহণকৃত জমিতে সীমানা প্রাচীর নির্মাণ করা হয়েছে এবং মৌলভী বাজারের অধিগ্রহণকৃত জমিতে সীমানা প্রাচীরের নির্মাণ চলছে। রাজশাহী, ময়মনসিংহ ও বরিশালে জমি ক্রয়ের প্রক্রিয়া অব্যাহত আছে।

টিসিবি'র গুদাম

৬. ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধিঃ পণ্য আমদানি ও ক্রয়ের সুবিধার্থে এলটিআর হিসাবে ৮০০.০০ কোটি টাকার কাউন্টার গ্যারান্টি পাওয়া গেছে। যেখানে ২০০৮-০৯ অর্থ বছরে টিসিবি'র মোট ক্রয় করে ১১৪৭.৯৪ মেঃটন পণ্য তা পর্যায়ক্রমে নিম্মরুপে বৃদ্ধি পেয়েছে

(হিসাবের একক মেঃ টন)

পণ্যের নাম	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
চিনি	18,500.00	44,537.00	-	2,500.00	1,000.00	১,৫০০.০০
ভোজ্যতেল	3,086.57	8,632.22	6,008.09	2,680.73	-	-
মশুর ডাল	20,930.90	7,011.25	4,641.48	973.50	-	*২০০০.০০
ছোলা	748.24	864.84	2,503.00	1,512.00	১৫২৯.০০	*1500.00
খেজুর	-	726.13	499.84	26.00	9.50	-
পেঁয়াজ	-	-	-	1,348.78	-	111.55

*** নোটঃ চলতি মাসে ১,০০০.০০ মেঃ টন চিনি ক্রয় কাযক্রম প্রক্রিয়াধীন আছে।**

৭. বিক্রয় ও সরবরাহ ক্ষমতা বৃদ্ধি: পণ্য বিক্রয়ের নিমিত্ত নিয়োজিত টিসিবি'র ডিলার সংখ্যা ১৪০ জন হতে বৃদ্ধি করে ২,৯৫৮ জনে উন্নীত করা হয়েছে। এছাড়া পবিত্র রমজান ও ঈদুল আযহায় সারা দেশে (জেলা সদর পযন্ত) ১৭৪ টি খোলা ট্রাকের মাধ্যমে পণ্য বিক্রয় করা হয়।

খুচরা বিক্রয় কেন্দ্রের মাধ্যমে টিসিবি'র নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির বিক্রয় কার্যক্রম।

১. আয় বৃদ্ধি: টিসিবি নিজস্ব আয়ের মাধ্যমে পরিচালন ব্যয় নির্বাহ করে। টিসিবি'র কাওরান বাজারস্থ প্রধান কার্যালয় ভবনের ৯ম ও ১০ম তলার নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে এবং উক্ত ভবনের ২য় তলায় ৪৩৩ আসন বিশিষ্ট অডিটরিয়াম সংস্কার করে নিয়মিত ভাড়া প্রদান করা হচ্ছে।

২. আঞ্চলিক কাযার্লয় সম্প্রসারণ: বর্তমান সরকারের বিগত ৭ বছরে টিসিবিওর ৩টি আঞ্চলিক কাযার্লয় (বরিশাল, রংপুর ও মৌলভী বাজার, সিলেট) স্থাপন করা হয়েছে। তাছাড়া ময়মনসিংহে একটি ক্যাম্প অফিস স্থাপন করা হয়েছে।

৩. কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধি: কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য নিয়মিত ভাবে দেশে এবং বিদেশে প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হচ্ছে। এছাড়া নিজস্ব আয়োজনে প্রশিক্ষণে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।

ডিজিটালাইজেশন আধুনিক সফট্ওয়ারের মাধ্যমে টিসিবি'র বেতন ভাতাদির কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে । এ ছাড়াও মজুদ ব্যবস্থাপনা সফট্ওয়ারের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণের জন্য উগ্যোগ নেয়া হয়েছে।

ভ্রাম্যমান ট্রাকের মাধ্যমে টিসিবি'র নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি বিক্রয় কার্যক্রম।

বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন প্রতিযোগিতা কমিশন গঠনের লক্ষ্যে ২০১২ সনের ২৩ নং আইন প্রণীত হয়েছে। এই কমিশনের মূল উদ্দেশ্য হলো, দেশে মনোপলি,ওলিগপলি, কার্টেল, ষড়যন্ত্রমূলক যোগসাজশ, জোটবদ্ধতা ইত্যাদি প্রতিযোগিতা বিরোধী কার্যকলাপ / কর্মকান্ড প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ বা নির্মূলের ব্যবস্থা গ্রহণ করে দেশে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটানোর জন্য সুষ্ঠু প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ উৎসাহিত, নিশ্চিত করা এবং বজায় রাখা। ২০১২ সনের জুন মাসে প্রতিযোগিতা আইন প্রণয়নের পরে ২০১২ সনের ডিসেম্বর মাসে প্রতিযোগিতা কমিশন গঠিত হয়। এই কমিশনের একজন চেয়ারপার্সন ও অনধিক ৪(চার)জন সদস্য থাকবেন। ইতোমধ্যে একজন চেয়ারপার্সন ও দুইজন সদস্য নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।